যিশাইয় 53 এর উপর উপদেশ

SERMONS ON ISAIAH 53

(Bangla)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

ওয়েবসাইট:
www.sermonsfortheworld.com

ইমেইল:
rlhymersjr@sbcglobal.net

“যিশাইয় 53 অধ্যায়ের উপরে ডাঃ হাইমার্সের উপদেশগুলি, আমার পড়া বা প্রচারিত হওয়া প্রচারগুলির মধ্যে সেরা। ধর্ম্মোত্যাগের যুগে, তারা খ্রীষ্টকে এবং তাঁর সুসমাচারকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, যারাই এইগুলি পাঠ করেন, তাদের জন্য এইগুলি একটি মহান আশীর্ব্বাদ হবে। সেগুলি পড়া উচিত, প্রচার করা উচিত এবং সারা বিশ্বে পাঠানো উচিত। ঈশ্বর আপনাকে তা করতে সাহায্য করুন।”

— ডঃ ক্রিস্টোফার এল. ক্যাগান

এই ধর্ম্মোপদেশের পাণ্ডুলিপি কপিরাইট করা হয় না। আপনি সেগুলি প্রিন্ট করতে পারেন, প্রচার করতে পারেন এবং এই ফাইলটি ডাঃ হাইমার্সের অনুমতি ছাড়াই অন্যদের কাছে ইমেল করতে পারেন। আমরা আপনাকে এটি করতে উৎসাহিত করছি!

যদি এই উপদেশগুলি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহলে ডাঃ হাইমার্সকে একটি ই-মেইল পাঠান এবং তাকে বলুন, তবে আপনি কোন দেশ থেকে লিখছেন তা সর্বদা অন্তর্ভুক্ত করুন। ডাঃ হাইমার্সের ই-মেইল হল rlhymersjr@sbcglobal.net. আপনি যে কোন ভাষায় ডাঃ হাইমার্সকে লিখতে পারেন, কিন্তু পারলে ইংরেজিতে লিখুন। আপনি যদি ডাঃ হাইমার্সকে ডাকযোগে লিখতে চান, তার ঠিকানা P.O. Box 15308, Los Angeles, CA, 90015, United States।

আপনি ডাঃ হাইমার্সের সমস্ত উপদেশ ইন্টারনেটে www.sermonsfortheworld.com ওয়েবসাইটে পড়তে পারেন। “বাংলায় ধর্ম্মোপদেশ”-এ ক্লিক করুন।

সুচিপত্র

ধর্ম্মোপদেশ	পাতা
“ঈশ্বরের দাসের দুঃখভোগ ও বিজয়!”, যিশাইয় 52:13-15	1
“পরিত্যাক্ত সেই প্রতিবেদন,” যিশাইয় 53:1	9
“খ্রীষ্ট–বহু লোকের দ্বারা অগ্রাহ্য হন,” যিশাইয় 53:1-2	16
“খ্রীষ্ট–বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে নিম্নতর,” যিশাইয় 53:3	24
“খ্রীষ্টের দুঃখভোগ – যথার্থ এবং ভ্রান্ত,” যিশাইয় 53:4	32
“যীশু আঘাতপ্রাপ্ত, আহত এবং প্রহৃত,” যিশাইয় 53:5	38
“বিশ্বজনীন পাপ, নির্দিষ্ট পাপ, এবং পাপের আরোগ্যতা,” যিশাইয় 53:6	45
“মেষের নীরব অবস্থান,” যিশাইয় 53:7	52
“প্রায়শ্চিত্তের এক বর্ণনা” যিশাইয় 53:8	59
“খ্রীষ্টিয়ান সমাধিস্থকরণে আপাত অবাস্তবতা,” যিশাইয় 53:9	66
“তুষ্টি সাধন করা!”, যিশাইয় 53:10	73
“পরিত্রাতার বিজয়!,” যিশাইয় 53:10	82
“পরিতৃপ্তি এবং ধার্মিকতা খ্রীষ্টের দ্বারা লাভ করা হয়,” যিশাইয় 53:11	90
“খ্রীষ্টের গৌরবের উৎস,” যিশাইয় 53:12	98
“যীশুতে সরল বিশ্বাস,” যিশাইয় 53:3	105

ঈশ্বরের দাসের দুঃখভোগ ও বিজয়!

(যিশাইয় ৫৩-র উপরে ১ নম্বর সংবাদ)

THE SUFFERING AND TRIUMPH OF GOD'S SERVANT!

(SERMON #1 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারী সদাপ্রভুর দিনে এক প্রভাতে লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে এক সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, February 24, 2013

> "দেখ, আমার দাস কৃতকার্য্য হইবেন; তিনি উচ্চ, উন্নত ও মহামহিম হইবেন। মনুষ্য অপেক্ষা তাহার আকৃতি, মানব সন্তান অপেক্ষা তাহার রুপ বিকার প্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে হতবুদ্ধি হইত, তেমনি তিনি অনেক জাতিকে চকিত করিবেন, তাঁহার সম্মুখে রাজারা মুখ বদ্ধ করিবে; কেননা তাহাদের কাছে যাহা বলা হয় নাই, তাহারা তাহা দেখিতে পাইবে; তাহারা যাহা শুনে নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে"।
> (যিশাইয় ৫২:১৩-১৫)

এই অনুচ্ছেদের প্রতি আপনার বাইবেলকে অনুগ্রহ করে খুলে রাখুন। ৫৩-অধ্যায়ের সঙ্গেও এই পদগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ডাঃ জন গীলের কথা অনুযায়ী, সেই সঙ্গে 'প্রচুর সংখ্যক লোক সহ' আধুনিক ব্যাখ্যাকারীরাও তার উল্লেখ করেন। (Frank E. Gaebelein, D.D., ***The Expositor's Bible Commentary,*** Regency Reference Library, ১৯৮৬, সং ৬, পৃ.৩০০)।

৫২-অধ্যায় ১৩-পদ থেকে ৫৩:১২ পদ পর্যন্ত সমস্ত অনুচ্ছেদটি ঈশ্বরের 'দুঃখভোগ কারী দাসের' প্রতি নির্দেশ করে। ম্যাথুউ হেনরী বলেন,

> যে ভাববাণী এখানে আরম্ভ হয়েছে তা ক্রমাগত ভাবে পরবর্তী অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গয়ে সমাপ্ত হয়েছে, যা খুব সহজ সরল ভাবেই যীশু খ্রীষ্টের প্রতিই নির্দেশ করে; প্রাচীন কালের ইহুদীরা যাকে মশীহ রুপেই বুঝতেন, যদিও আধুনিক সময়ের (র‍্যাবাইরা) এটাকে এক বিপথগামী হিসেবেই প্রচন্ডভাবেই আদান প্রদান করে থাকেন.... । কিন্তু ফিলিপ যিনি সেই অবধি (এই অনুচ্ছেদ থেকে) খ্রীষ্টকে নপুংসকের কাছে প্রচার করলেন, তিনি এইভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, 'ভাববাদী কথার বিষয়ে এই কথা কহেন', নিজের বিষয়ে বা অন্য কারো বিষয়ে। (প্রেরিত ৮:৩৪,৩৫) (***Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible,*** Hendrickson Publishers, পুনঃমুদ্রিত ১৯৯৬, সংখ্যা -৪, পৃ. ২৩৫)

প্রাচীন জিউস তারগম বলেন, যে ইহা নির্দেশ করে মশীহ বা প্রতিজ্ঞাত ব্যাক্তিকে ঠিক যে ভাবে প্রাচীন কালে র‍্যাবাইরা করেছিলেন, এবেন এজ্রা ও এ্যালিস (John Gill, D.D., ***An Exposition of the Old Testament,*** The Baptist Standard Bearer, পুনঃমুদ্রিত ১৯৮৯, সংখ্যা-১, পৃ.৩০৯)

সেই সঙ্গে ইতিহাসের প্রত্যেক জায়গাতে খ্রীষ্টিয়ান ব্যাখ্যাকারীরা এই অনুচ্ছেদটিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এক ভবিষ্যবানী হিসেবেই দেখেছেন। স্পারজিউন বলেন,

> অন্যভাবে তারা এটা কেমনভাবে করতে পারে? ভাববাদী এখানে তা কার প্রতি নির্দেশ করছেন? যদি ন্যাজারথের

> মানুষটি ঈশ্বরের পুত্র হয় তবে তা কি এই পদগুলোতে পরিষ্কার নয়? সেই গুলো কি ঠিক মধ্যরাতের মতো ততোটাই অন্ধকার ময়? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি প্রতিশব্দকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এক মুহূর্তের জন্যও আমরা ইতস্তত করি না। (C. H. Spurgeon, "The Sure Triumph of the Crucified One," ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XXI, p. 241).

ম্যাথুউ হেনরী ইতিমধ্যেই যেমন ভাবে উল্লেখ করেছেন, সুসমাচার প্রচারকারী ফিলিপ বলেছেন শাস্ত্রের এই অংশটি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়ে পূর্ব থেকেই ভবিষ্যবাণী করা হয়েছে।

> "নপুংসক উত্তর করিয়া ফিলিপকে বলিলেন, নিবেদন করি, ভাববাদী কাহার বিষয়ে এই কথা কহেন? নিজের বিষয়ে না অন্য কাহারও বিষয়ে ? তখন ফিলিপ মুখ খুলিয়া শাস্ত্রের সেই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কাছে যীশু বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলেন"। (প্রেরিত ৮:৩৪,৩৫)

প্রাচীন কালের তারগাম, র‍্যাবাইদের প্রাচীনতম ব্যাক্তি থেকে আমরা ভালো কিছু করতে পারি না, যিনি ছিলেন সেই সময়কার যুগের খ্রীষ্টিয়ান ব্যাখ্যকারী। আমাদের পাঠ্যাংশের প্রতিটি ভবিষ্যবাণী হল, মশীহ বা প্রতিজ্ঞাত ব্যাক্তির ভাববাণী, আর তিনি হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

১. প্রথম, ঈশ্বরের প্রতি খ্রীষ্টের সেবার বিষয়ে আমরা দেখি।

১৩-পদে পিতা ঈশ্বর যিনি এই কথাগুলি বলেন,

> "দেখ আমার দাস কৃতকার্য্য হইবেন; তিনি উন্নত ও মহামহিম হইবেন"। (যিশাইয় ৫২:১৩)

ঈশ্বর বলেছেন আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য যীশু পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন,

> "নিজেকে শুন্য করিলেন, দাসের রুপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন"। (ফিলিপীয় ২:৭)

এই জগতে ঈশ্বরের দাস হিসাবে খ্রীষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গেই আদান প্রদান করেন এবং বিজ্ঞতার আচরণ করেন। এই জগতে থাকার সময়ে যীশু যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তা তিনি এক প্রচণ্ড বিজ্ঞতার সঙ্গেই করেন। সেই মন্দিরে এক ছোট বালক হিসাবে র‍্যাবাই বা ব্যাবস্থা গুরুরা তাঁর বিজ্ঞতায় বিস্মিত হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে ফরিশি এবং সাদ্দুকীরাও তাঁর কথার উত্তর দিতে পারেন নই; এমন কি রোমীয় সরকার, সেই পিলাটের মুখ পর্যন্ত তাঁর কথায় তিনি স্তব্ধ করে দেন।

এরপরেই আমাদের পাঠাংশ বলে ঈশ্বরের সেই দাসের বিষয়ে,

> "তিনি উচ্চ, উন্নীত ও মহামহিম হইবেন"।
> (যিশাইয় ৫২:১৩)

আধুনিক ইংরেজী ভাষায় ইহাকে যেমনভাবে দাখিল করা হয়েছে তা হল 'উত্থিত', 'উন্নতকরা' এবং 'পরাক্রমের সঙ্গে উচ্চকৃত করা', ডাঃ এডোয়ার্ড জে ইয়াং নির্দেশ করেন যে, 'খ্রীষ্টের উন্নত বা উচ্চকৃত হয়ে ওঠার ভাবকে স্মরণ করা ছাড়া এই শব্দগুলো পড়া যেন খুবই অসম্ভব বিষয়, ফিলিপিয় ২:৯-১১ এবং প্রেরিত ২:৩৩'। (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** Eerdmans, ১৯৭২, সংখ্যা ৩, পৃ ৩৩৬)

> "এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চ পদাভিষুক্ত করলেন এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" (ফিলিপীয় ২:৯)।

> "এই যীশুকেই ঈশ্বর উঠাইয়াছেন, আমরা সকলেই এই বিষয়ে সাক্ষী, অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চকৃত হওয়াতে, এবং পিতার নিকট হইতে অধিকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে, এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ তাহা তিনি সেচন করিলেন"। (প্রেরিত ২:৩২-৩৩)

> "দেখ আমার দাস কৃতকার্য্য হইবেন; তিনি উচ্চ, উন্নত ও মহামহিম হইবেন"। (যিশাইয় ৫২:১৩)

উন্নত - 'উত্থিত'। উচ্চ প্রশংসিত - 'উচ্চকৃত'। সমস্ত কিছুর উচ্চে পরাক্রমের সঙ্গে উন্নত। এখানে এই সমস্ত শব্দগুলো প্রতিবিম্বিত করে খ্রীষ্টের মনোন্নয়নের ধাপ সকলকে। তিনি মৃত্যু থেকে পুণরুত্থিত হলেন! তাঁর স্বর্গারোহণের সময়ে তিনি স্বর্গে উন্নত হলেন! এখন তিনি পিতার দক্ষিণে বসে রয়েছেন! উন্নত-'উত্থিত'! উচ্চ প্রশংসিত - 'উচ্চকৃত'। সমস্ত কিছুর উচ্চে – এমন কি স্বর্গের দক্ষিণে! আমেন!

> তিনি মৃত্যু বরণ করেন উচ্চকৃত হওয়ার জন্য 'ইহা সমাপ্ত হইল' ছিল তাঁর আর্তস্বর
> এখন স্বর্গে তিনি উন্নত ও উচ্চকৃত হয়েছেন
> হাল্লেলুইয়া, তিনিই হলেন পরিত্রাতা!
> ("Hallelujah, What a Saviour!" by Philip P. Bliss, ১৮৩৮-১৮৭৬)

> "দেখ আমার দাস কৃতকার্য্য হইবেন; তিনি উচ্চ, উন্নত ও মহামহিম হইবেন"। (ইশা ৫২:১৩)

যীশু যেমন আছেন এবং চিরকাল পিতা ঈশ্বরের দাস থাকবেন, তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, স্বর্গে উন্নত হয়েছেন ও পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন! হাল্লেলুইয়া! কি আশ্চর্য্য ত্রাতা!

২. দ্বিতীয়, খ্রীষ্টকে আমরা পাপের জন্য বলি হতে দেখি।

অনুগ্রহ করে ১৪-পদটি উচ্চস্বরে পড়ুন,

> "মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার আকৃতি, মানব সন্তানগণ অপেক্ষা তাঁহার রুপ বিকারগ্রস্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে হতবুদ্ধি হইত" (যিশাইয় ৫২:১৪)

ডাঃ ইয়াং বলেছেন যারা তা দেখেছিল 'সেই দাসের চেহারার চরম বিকৃত ভাবকে তারা আতঙ্কিত ও ত্রাসযুক্ত হয়েছিল... তাঁর বিকৃতভাব ছিল এতটাই প্রচন্ড যাকে দেখে আর মানুষ বলেই চেনা যাচ্ছিল না.... তাঁর আকৃতি এতটাই বিকৃত হয়ে উঠেছিল যে তাঁকে মানুষের সাদৃশ্য করা যাচ্ছিল না। তাঁর দুঃখভোগ এতটাই প্রচন্ড ছিল যাকে বলা হয় চরম দুর্ভেদ্য'। (ইবিড, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮)।

তাঁর দুঃখভোগের সময়ে যীশু নৃশংস ভাবেই বিকৃত হয়ে পড়েছিলেন। যে রাত্রিতে তিনি ক্রুশারোপিত হন তার আগে তিনি 'মর্ম বেদনাগ্রস্ত অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন',

> "আর তাঁহার ঘর্ম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল"। (লূক ২২:১৪)

এটা হয়েছিল তারা তাঁকে গ্রেফতার করার আগে। সেই সময়ে গ্যেৎসোমানিতে অন্ধকার নেমে এসেছিল। আপনার পাপের বিচার তখন থেকেই খ্রীষ্টের মধ্যে পড়তে শুরু করেছিল। সেনারা তাঁকে যখন গ্রেফতার করতে আসে তখন তিনি ইতিমধ্যেই রক্তাক্ত ঘামে সিক্ত হয়েছিলেন।

এরপরে তারা তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে মুখের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। অন্য আরো একটি জায়গায় দুঃখভোগী দাস কি বলেছিলেন সেই বিষয়ে ইশা ভাববাদী আমাদের সেই কথা বলেন,

> "আমি প্রহারকদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ, যাহারা দাড়ি উপরাইয়াছে, তাহাদের প্রতি আপন গাল পাতিয়া দিলাম। অপমান ও থুতু হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলান না"।
> (যিশাইয় ৫০:৬)

লূক বলেছেন, 'তারা তাঁর মুখে মারিল'। (লূক ২২:৬৪)। মার্ক বলেন যে পীলাট 'তাঁকে কোড়া মারিল' (মার্ক ১৫:৫)।
জন বলেন,

> "তখন পীলাট যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইলেন। আর সেনারা কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া মস্তকে দিল; এবং তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পড়াইল আর তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, যিহুদীরাজ, নমস্কার এবং তাঁহাকে চড় মারিতে লাগিল"। (যোহন ১৯:১-৩)

এরপরে তারা ক্রুশেতে তাঁর হাত ও পা'কে পেরেক বিদ্ধ করলো। ডাঃ ইয়াং আমাদের কাছে যেভাবে তুলে ধরেন, 'তাঁর চেহারা এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে তাঁকে আর মানুষ বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না'। (ইবিড, পৃ. ৩৩৮)।

> "মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার আকৃতি, মানব সন্তানগণ অপেক্ষা তাঁহার রুপ বিকার প্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে হতবুদ্ধি হইত"। (যিশাইয় ৫২:১৪)

প্রায় আধুনিক অঙ্কন গুলি মেল গিবসনের ন্যায় ততোটা নির্ভুল নয়, অঙ্কনের মধ্যে 'খ্রীষ্টের যে প্রবল অনুরাগ' যেখানে খ্রীষ্টকে করার, আঘাত মারা এবং তাঁকে ক্রুশারোপিত করার দৃশ্যকে প্রতিবিম্বিত করা হয়।

এই পদ সম্বন্ধে স্কোফিল্ড অধ্যায়কারী বাইবেল যা বলে, 'আক্ষরিক বিনিময়ে তা ভাষণ সাংঘাতিকঃ মানুষের আকৃতির দিক থেকে তাঁকে অত্যন্ত পদমার্যাদাহীন ছিল, চেহারার দিক দিয়ে তাঁর মুখের ভাব মনুষ্য পুত্রের ন্যায় ছিল না'—উদাহরণ স্বরুপ মানবীয় নয়, ম্যাথু ২৬ অধ্যায়ে তাঁর প্রভাবকে বর্বরোচিত বলেই তুলনা করা হয়...'। যোসেফ হার্টের যে গীত তা শুনুন (১৭১২-১৭৬৮),

> কাঁটার দ্বারা তাঁর কপালকে বিদ্ধ করে ক্ষত করা হয়েছিল
> প্রতিটি অংশ দিয়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল
> প্রচন্ড কোড়ার আঘাত তাঁর পিঠে পড়েছিল
> কিন্তু তীক্ষ্ণ কোড়ার ধার হৃদয়কে ক্ষত করে দিয়েছিল।

অভিশপ্ত কাঠে তাঁকে নগ্ন ভাবে পেরেক বিদ্ধ করা হল
এই পৃথিবী ও স্বর্গে তাঁকে প্রদর্শন করা হল
লক্ষণীয় কেবল ক্ষত এবং রক্ত
আহত প্রেমের এক দুঃখজনক প্রদর্শন!
("His Passion" by Joseph Hart, ১৭১২-১৭৬৮;
to the tune of "'Tis Midnight, and on Olive's Brow").

কেন প্রিয় ত্রাতা, বল কেন
তোমার মতো এক রক্তাক্ত দুঃখভোগী শায়িত?
কি প্রচন্ড অভিপ্রায় তোমাকে চালিত করলো?
সেই অভিপ্রায় স্বাভাবিক – সমস্ত প্রেমের জন্য!
("Gethsemane, the Olive-Press!" by Joseph Hart, ১৭১২-১৭৬৮;
to the tune of "'Tis Midnight, and on Olive's Brow").

কেন, প্রিয় ত্রাতা, আমাকে বল কেন তোমার এই দশা;যে কোন মনুষ্যের থেকে তোমার পদমর্য্যাদা এতটা ক্ষুণ্ণ এবং মনুষ্য পুত্রের থেকেও তোমার এই দশা কেন এমন? এর উত্তর ১২-পদের শেষে দেওয়া হয়েছে ৫৩-তম অধ্যায়ের মধ্যে, 'তিনি অনেকের পাপভার তুলিয়া নিলেন'।(যিশাইয় ৫৩:১২)। এটা হল আপনার পাপের জন্য খ্রীষ্টের বলিদান, এক প্রতিনিধিত্বকারী প্রায়শ্চিত্ত - যীশুর দুঃখভোগের মৃত্যু হল আপনার পাপের জন্য, আপনার বদলে আপনার স্থানে ক্রুশের উপরে তিনি বলি হলেন! এই ভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রতি খ্রীষ্টের সেবাকে দেখতে পাই। এই ভাবে আপনার পাপের মুল্য চুকিয়ে দেওয়ার জন্য খ্রীষ্টের বলিদানকে আমরা দেখতে পাই।

৩. তৃতীয়, খ্রীষ্টের পরিত্রাণের প্রয়োগকে আমরা দেখতে পাই।

অনুগ্রহ করে দাঁড়িয়ে যিশাইয় ৫২:১৫ জোরে জোরে পড়ুন।

> "তেমনি তিনি অনেক জাতিকে চকিত করিবেন, তাঁহার সম্মুখে রাজারা মুখ বন্ধ রাখিবে, কেন না তাহাদের কাছে যাহা বলা হয় নাই, তাহারা তা দেখিতে পাইবে। তাহারা যাহা শুনে নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে"। (যিশাইয় ৫২:১৫)

আপনারা বসতে পারেন। ডাঃ ইয়াং এই পদ্যের মধ্যে বলেছেন খ্রীষ্টের বলিদান এবং দুঃখভোগ ১৪-পদে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

> "ভাববাদী ব্যাখ্যা করেছেন কেন তিনি (খ্রীষ্ট) অত্যন্ত বিকৃত হয়েছিলেন, এই রুপ বিকৃতকর অবস্থার মধ্যে, 'তিনি কি বহু জাতির প্রতি নিজেকে ছিটিয়ে দেবেন'। একজন যিনি অত্যন্ত বিকৃত, সেই দাস অন্যের জন্য কিছু করেন কৃত অনুষ্ঠানে পবিত্রতা প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে। তাঁর বিকৃতভাব (তাঁর দুঃখভোগ) ছিল... সেই শর্ত যার মধ্য দিয়ে তিনি নিজে থেকে জাতির প্রতি সম্পূর্ণ রুপে পবিত্র করেন। এখানে যে ক্রিয়া পদ তা হল, 'তিনি পবিত্র করবেন' যা সেই দ্রব্য ছিটিয়ে দেওয়ার কথা বলে যা হল জল বা রক্ত পবিত্রকরণের জন্য ছিটিয়ে দেওয়া....। ইহা হল খ্রীষ্টের কার্য্য (খ্রীষ্ট এক যাজক হিসাবে তা করেছেন) সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং খ্রীষ্টের কার্য্যের যে উদ্দেশ্য তা হল পবিত্রতা আনয়ন করা এবং অন্যদের শুদ্ধ বা পবিত্র বা পরিষ্কার করা.... তিনি নিজে একজন যাজক হিসাবে রক্ত ও জলকে ছিটিয়ে দেবেন আর এই ভাবে বহু জাতি ও দেশকে পবিত্র করবেন। এই কাজ তিনি করেন এক দুঃখভোগী ও যাতনাগ্রস্ত ব্যাক্তি হিসাবে, যার দুঃখভোগ কেবলমাত্র পবিত্রতা বা শুদ্ধিকরণের জন্য এবং সেই

> সমস্ত ব্যাক্তিদের মনোভাবের প্রতি এমন পরিবর্তন নিয়ে আনা যারা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন"।
> (ইবিড, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯)

ভাববানীর যথার্থ পরিপূর্ণতার মধ্যে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার বিদীর্ণ হয়, ইহুদি ধর্মের যে চুক্তি তার মধ্য থেকে আর সেটাই বিশ্বজনীন ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হয়। সেই প্রথম শতাব্দী থেকেই 'বহুদেশে' সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে এবং সারা জগতের বিভিন্ন জায়গার লোকেরা যীশুর রক্তে পবিত্রকৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ নিয়ে আনছে আর সেই ফল উৎপন্ন করছে যার বিষয়ে ডাঃ ইয়াং বলেছেন, 'যারা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন তাদের মনের মধ্যে প্রগাঢ় এক পরিবর্তন এসেছে'। যদিও রাজ্যের বা জাতির সমস্ত রাজারা মানুষের উদ্ধার না করলেও, তথাপি খ্রীষ্টিয়ানিটি সারা বিশ্বে ব্যাপৃত হয়েছে, তারা কমপক্ষে 'তাঁর প্রতি তাদের মুখকে বন্ধ করে রেখেছে' আর তারা নামধারী খ্রীষ্টিয়ান পরিগণিত থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু বলেন নি। এমন কি আজকের দিনেও, দ্বিতীয় রাণী এলিজাবেথ 'তাঁর প্রতি' নিজের মুখকে বন্ধ রেখেছেন এবং ওয়েষ্ট মিনিস্টার এ্যাবিতে যখন খ্রীষ্টিয়ান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় তখন সম্মুখে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করেন। পশ্চিমী দেশে বহু সর্ব্বোচ্চ শাসকবর্গ এবং পূর্ব দেশেও অনেকে কমপক্ষে তাঁর প্রতি বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের অনেকে যেমন ধরুন রাণী ভিক্টোরিয়া অত্যধিক ভাবেই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ঠিক সেই ভাবে খ্রীষ্টিয়ানিটির প্রারম্ভে সম্রাট কন্সটান্টাইনের সঙ্গে আরো অনেকে তাঁর প্রতি সেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

> "কেননা তাহাদের কাছে যাহা বলা হয় নাই তাহারা তাহা দেখিতে পাইবে; তাহারা যাহা শুনে নাই তাহা বুঝিতে পারিবে"।
> (যিশাইয় ৫২:১৫)

এখানে ভাববাদীর দ্বারা যে ভাবে ভবিষ্যবাণী করা হয়েছিল তা হল খ্রীষ্টের সুসমাচার বিশ্বের সর্বত্র সর্ব জাতির কাছে ছড়িয়ে পড়েছে,

> "তেমনি ভাবে তিনি অনেক জাতিকে চকিত করিবেন"
> (যিশাইয় ৫২:১৫)

এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, নামে কেবলমাত্র এক খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলীর মধ্যে নিজের মাথাকে অবনত করেন এবং তাঁর প্রতি নিজের মুখকে স্তব্ধ করে রাখেন।

কিন্তু আমাকে অবশ্যই বলতে হয় এই অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যবানী ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং আমেরিকার বিষয়ে বেশি কিছু বলে না যে ভাবে এক সময় ইহা বলতো। বাইবেলের উপরে আক্রমণের 'উদারভাবে' অতর্কিতে হামলার জন্য পশ্চিমী দেশের মন্ডলী যেন এখন এক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন আকারের 'সিদ্ধান্তবাদ' এবং আধুনিক পদ্ধতির বিপথগামীতা অনুসরণের ফলে মন্ডলীর জাগরণ সুসমাচারের পক্ষে বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তথাপি বিপুল পরিমাণে তৃতীয় বিশ্ব প্রচণ্ডভাবে জাগরন ও উদ্দীপনা দেখতে সক্ষম হয়েছে যে সময়ে তা পশ্চিমী দেশের মন্ডলীকে প্রেরিত বর্গের শিক্ষায় জাগরিত করেছিল তা এখন প্রচন্ড সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। আমরা যখন চীনের, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার, ভারতের ও বিশ্বের অন্যান্য অগণিত দেশের বিষয় পড়ি এবং এই সময়ে যারা মন্ডলীতে সুসমাচার প্রচার করার মাধ্যমে প্লাবিত হয়ে এগিয়ে চলেছে, তাদের জন্য আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। হ্যাঁ, তারা প্রায় সময়ে অত্যাচারিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীতে তার তুলিয়ান যেমন বলেছিলেন, 'শহীদের রক্তবিন্দু হল মন্ডলীর বীজ'। আর এটাই বিশ্বের তৃতীয় দেশগুলিতে এক সত্য ঘটনা। স্বভাবত আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশ খ্রীষ্টিয়ান পশ্চাৎভূমি থেকে পতিত হচ্ছে এবং মানবতা বাদ থেকে অদৃশ্য হয়ে পড়ছে, আত্মিক বিভ্রান্তির সংশয়বাদভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তথাপি স্পারজিউন ভবিষ্যবাণী করেন,

> যীশু কেবল মাত্র.... ইহুদিদেরই চকিত করবেন তাই নয়, কিন্তু প্রতিটি জায়গাতে পরজাতীয় দেশের লোকেদেরও চকিত

> করবেন....। তাঁর বিষয়ে সমস্ত দেশ শুনতে পাবে এবং ইষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘাসের উপরে তাঁর বারিধারা নেমে আসার বিষয় অনুভব করতে পারবে। দূরবর্তী দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন উপজাতি এবং অস্ত গমনকারী সূর্য্যের ন্যায় সেই দেশের অধিবাসিরা তাঁর মতবাদের কথা শুনতে পাবে এবং ইহার মধ্য থেকে পান করবে....। ইতোমার অনুগ্রহ রুপ বাক্যের দ্বারা তিনি অনেক জাতিকে চকিত করবেন।
> (ইবিড, পৃ.২৪৮)

স্পারজিওনের ভাববাদী মূলক এই শব্দ বা সংবাদ যা তিনি কয়েকশত বৎসর আগে বলেছিলেন তা আজকে আরো অতি বাস্তব। আর আমরা আনন্দ করি কেননা ইহা তাই! আমেন!

এই প্রতিজ্ঞা সামগ্রিক ভাবে এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয় নি। কিন্তু ইহা পূর্ণ হবে, কেননা, সদা প্রভুর মুখ এই কথা বলেছেন - ভাববাদী যিশাইয় এই কথা বলেছেন।

> "আর জাতিগন তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে"
> (যিশাইয় ৬০:৩)

> "জাতিগণের ঐশ্বর্য্য তোমার কাছে আসিবে'
> (যিশাইয় ৬০:৫)

> "দেখ, ইহারা দূর হইতে আসিবে; আর দেখ উহারা উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে আসিবে; আর ওই লোকেরা সীনিম দশ হইতে আসিবে"। (যিশাইয় ৪৯:১২)

চীন দেশের প্রতি প্রাচীনতম মিশনারী জেমস হাডসন টেলার বলেছেন যে, 'সীনিম হল চীন দেশ, ঠিক যেমন ভাবে স্কোফিল্ড বাইবেল বলে, যার নোট রয়েছে যিশাইয় ৪৯:১২ পদে। আমরা টেলারের সঙ্গে কি ভাবে অসম্মতি প্রকাশ করতে পারি এবং স্কোফিল্ডের নোটে যা লেখা রয়েছে ও চীন দেশে যা হচ্ছে তা যখন আমরা নিজেদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তখন তা কি বলে মনে হয়? খ্রীষ্টিয়ানিটি হল প্রকৃত সত্য, প্রয়োগের দিক দিয়ে ইহা সর্বোত্তম! চীনের লোক প্রজাতন্ত্রের প্রতি ঘন্টায় হাজার হাজার লোক রুপান্তরিত বা কনভার্ট হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আরো দুরবর্তী অঞ্চলেও তা হচ্ছে আর ইহা যে বাস্তব তাতে আমরা আনন্দ করি।

আমেরিকা যেমন ভাবে গর্ভপাতের দ্বারা প্রায় প্রতি দিন তিন হাজার শিশুকে হত্যা করছে এবং হাজার মন্ডলীও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তথাপি দূরবর্তী জায়গা গুলোতে খ্রীষ্টের কার্য্য বৃদ্ধিলাভ করছে আর ইহা জয়লাভ করবে! ঈশ্বর তাদের আরো বেশী করে এই পরিবর্তনে সাহায্য প্রদান করুন! ঈশ্বর তাদের এই বিষয়ে অনুমোদন করুন যেন যে লোকেরা খ্রিষ্টকে জানে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর নামের জন্য দুঃখভোগ করে তারা যেন তাঁর দ্বিতীয় আগমণে জাতি ও রাজ্যের মধ্য থেকে বিজয়ী হয়!

কিন্তু আজকে সকালে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, 'আপনি কি খ্রীষ্টকে জানেন? আপনার পাপের জন্য অপরাধ মিটিয়ে ফেলার প্রতি যিনি অন্য যে কোন ব্যাক্তির থেকে প্রতারিত হয়েছেন তাঁর প্রতি আপনি কি বিশ্বাসে দৃষ্টি উত্তলন করেছেন—হ্যাঁ, আপনার জন্য তিনি তা করেছেন! আপনার পাপের প্রতি তিনি কি তাঁর রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছেন, আপনার নাম কি স্বর্গের ঈশ্বরের বইয়েতে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে? যিনি জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান আপনি কি সেই ঈশ্বরের মেষের রক্তে ধৌত পরিষ্কৃত হয়েছেন? আর যদি তা নয় তবে আপনি কি তাঁর কাছে 'আপনার মুখকে বন্ধ করবেন, এবং যীশুর প্রতি নতজানু হবেন এবং তাঁকে আপনার জীবনে প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করবেন? আর আপনি কি এখন তা করবেন'?

আপনার গানের পাতায় সাত নম্বর গানটি এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে গান।

মানুষের অপরাধের প্রচন্ড ভারকে পরিত্রাতা বহন করেছেন
তাঁর পরিচ্ছদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় যিনি পাপীদের জন্য প্রদর্শীত হয়েছেন
পাপীদের জন্য প্রদর্শিত হয়েছেন।

এবং ভয়ানক মৃত্যু বেদনায় তিনি কেঁদেছেন, আমার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন;
গাছের উপরে তিনি যখন পেরেক বিদ্ধ হন আমার দোষী আত্মায়
তখন তিনি প্রেম ও আলিঙ্গন প্রদর্শন করেছেন
যখন তিনি গাছের উপরে ঝোলেন।

ওঃ কতো বিস্ময়কর এই প্রেম, মানুষের মুখের অগম্য এই প্রেম;
এই প্রেম এমন যা অনন্তকালিন গানের এক বিষয়!
অনন্তকালীন এক গান!
("Love in Agony" by William Williams, ১৭৫৯;
To the tune of "Majestic Sweetness Sits Enthroned").

যীশুর উপরে নির্ভর করার জন্য আপনি যদি আমাদের সংগে কথা বলতে চান এবং খ্রীষ্টিয়ান হয়ে উঠতে চান তবে এখনি এই অডিটরিয়ামের পিছনে আপনি পদক্ষেপ রাখুন। ডাঃ চান আপনাদের সেই নিরিবিলি স্থানে আপনাকে পরিচালিত করবেন যেখানে তার সংগে আপনি কথা বলতে পারেন। অনুগ্রহ করে এখনি যান। যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাদের জন্য ডাঃ চান অনুগ্রহ করে এখানে এসে প্রার্থনা করবেন। আমেন!

খসড়া চিত্র

ঈশ্বরের দাসের দুঃখভোগ ও বিজয়!

(যিশাইয় ৫৩-র উপরে ১ নম্বর সংবাদ)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"দেখ,আমার দাস কৃতকার্য্য হইবেন; তিনি উচ্চ, উন্নত ও মহামহিম হইবেন। মনুষ্য অপেক্ষা তাহার আকৃতি, মানব সন্তান অপেক্ষা তাহার রুপ বিকার প্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে হতবুদ্ধি হইত, তেমনি তিনি অনেক জাতিকে চকিত করিবেন, তাঁহার সম্মুখে রাজারা মুখ বদ্ধ করিবে; কেননা তাহাদের কাছে যাহা বলা হয় নাই, তাহারা তাহা দেখিতে পাইবে; তাহারা যাহা শুনে নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে"। (যিশাইয় ৫২:১৩-১৫) (প্রেরিত ৮:৩৪-৩৫)

১. প্রথম, ঈশ্বরের প্রতি খ্রীষ্টের সেবার বিষয়ে আমরা দেখি।
যিশাইয় ৫২:১৩; ফিলিপীয় ২:৭; ফিলিপীয় ২:৯; প্রেরিত ২:৩২-৩৩

২. দ্বিতীয়, খ্রীষ্টকে আমরা পাপের জন্য বলি হতে দেখি।
যিশাইয় ৫২:১৪; লূক ২২:৪৪; যিশাইয় ৫০:৬; লূক ২২:৬৪; মার্ক ১৫:১৫; জন ১৯:১-৩; যিশাইয় ৫৩:১২

৩. তৃতীয়, খ্রীষ্টের পরিত্রাণের প্রয়োগকে আমরা দেখতে পাই।
যিশাইয় ৫২:১৫; ৬০:৩,৫; ৪৯:১২

পরিত্যাক্ত সেই প্রতিবেদন

(যিশাইয় ৫৩-র ২ নং সংবাদ)

THE REJECTED REPORT

(SERMON NUMBER 2 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালের ৩-রা মার্চ প্রভাতকালীন মুহূর্তে সদাপ্রভুর একটি দিনে লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, March 3, 2013

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

যিশাইয় খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিষয়ে বলছেন। গত রবিবার দিনে ৫২-অধ্যায়ের শেষে তিনটি পদ নিয়ে আমি প্রচার করেছি, যেখানে ভাববাদী খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা ভবিষ্যবানী করেছিলেন যার আবির্ভাব ঘটবে এই ভাবে, 'মনুষ্য অপেক্ষা তাহার আকৃতি, মানব সন্তান গণ অপেক্ষা, তাঁহার রুপ বিকার প্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে হতবুদ্ধি হইত'।(যিশাইয় ৫২:১৪)। এটাই হল যীশুর চিত্র যিনি আমাদের পাপের জন্য প্রহৃত ও ক্রুশারোপিত হয়েছেন এবং পুণরায় মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছেন, 'তিনি উচ্চ উন্নত ও মহামহিক হয়েছেন'। (যিশাইয় ৫২:১৩)। কিন্তু এখন আমাদের পাঠ্যাংশে ভাববাদী সেই ঘটনার প্রতি শোক জ্ঞাপন করছেন এই ভাবে যে কেবলমাত্র কয়েকজন সুসমাচারের সেই সংবাদকে বিশ্বাস করবেন।

ডাঃ এডওয়ার্ড যে ইয়াং ছিলেন পুরাতন নিয়মের এক পন্ডিত, আমার পূর্বতন পালক ডাঃ টিমথি লীনের সহপাঠী এবং বন্ধু। তিনি আমাদের পাঠ্যাংশের ব্যাখ্যা করেন;

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

ডাঃ ইয়াং এই কথা বলেন, 'যা প্রশ্নের থেকেও এক বিস্ময়কর ঘটনা। ইহা কোন ভাবে নেতি বাচক উত্তর দাবি করে না। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক ভাবে এই মনোযোগের প্রতি আকর্ষণ করে, যারা হলেন সমগ্র জগতের মধ্যে কেবলমাত্র নগন্য কয়েকজন প্রকৃত বিশ্বাসী, যার বিষয়ে ভাববাদী তাঁর লোকেদের প্রতি প্রতিনিধিত্ব করেন, বলেন এবং ব্যাক্ত করেছেন এত অল্পসংখ্যক বিশ্বাসীর হতাশাকর অনুভুতির বিষয়ে'। (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** William B. Eerdmans Publishing Company, ১৯৭২,ভ্যলুম ৩, পৃ.২৪)।

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

'প্রতিবেদন' শব্দের অর্থ হল, 'ঘোষিত সেই সংবাদ'। লুথার ইহাকে এইভাবে অনুবাদ করেছেন,'আমাদের প্রচার'। (ইয়ং,ইবিড)। 'আমাদের প্রচারকে কে বিশ্বাস করেছেন'? সেই পাঠ্যাংশকে সমান্তরাল যে ব্যাখ্যা, 'কাহার কাছে সদাপ্রভুর বাহু প্রকাশিত হইয়াছে'? 'সদাপ্রভুর বাহু' হল এমন এক অভিব্যাক্তি যা প্রভুর শক্তির বিষয়ে ব্যাক্ত করে। আমাদের প্রচারে কি বিশ্বাস করেছে? আর কাহার কাছে সদাপ্রভুর বাহু প্রকাশিত হয়েছে? কার কাছে খ্রীষ্টের পরিত্রাণের শক্তি প্রকাশমান হয়েছে?

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

এই পদটি দেখায় যে আপনাকে প্রথমে অবশ্যই খ্রীষ্টের প্রচারে বিশ্বাস করতে হবে আর তারপরেই খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের পরাক্রমে পরিবর্তিত বা কনভার্ট হতে পারেন। তথাপি ভাববাদীর গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন দেখায় যে কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক ব্যাক্তিই বিশ্বাস করবে ও কনভার্ট বা পরিবর্তিত হবে।

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

১. প্রথম, এই জগতে খ্রীষ্টের পরিচর্য্যা কাজের সময়ে কিছুসংখ্যক ব্যাক্তি বিশ্বাস করে এবং রুপান্তরিত হয়।

যীশু ল্যাজারাসের কবরের কাছে আসেন। এই ব্যাক্তি চারদিন যাবৎ মৃত্যুবরণ করেছে। যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা কবরের মুখ থেকে পাথরটাকে সরিয়ে ফেল'। (যোহন ১১:৩৯)। ল্যাজারাসের বোন তাকে থামিয়ে দিতে চাইছিলেন। তিনি বললেন, 'প্রভু এই সময়ের মধ্যে তার শরীরে দুর্গন্ধ এসে গিয়েছে। কেননা আজ চারদিন হল সে মারা গিয়াছে'। (ইবিড)। কিন্তু তারা যীশুর বাধ্য হয়ে কবরের মুখ থেকে পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন যা কবরকে ঢেকে রেখেছিল। এরপরে যীশু, 'চিৎকার করে বললেন, ল্যাজারাস বাহিরে এস! তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে এলো! তার হাত ও পা কবরের কাপড়ে বাঁধা ও জড়ানো ছিল। এবং মুখ গামছায় বাধা ছিল। যীশু তাদের বললেন, 'একে খুলে দাও, ও যেতে দাও'। (যোহন ১১:৪৩-৪৪)।

> "অতএব প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা সভা করে বলতে শুরু করলেন, আমরা এখন কি করবো ? এ ব্যাক্তি তো অনেক অসম্ভব কাজ করছে"। (যোহন ১১:৪৭)

কতগুলো অলৌকিক কাজ তিনি করেছিলেন তা তারা দেখেছিলেন আর তাই ভয় পেয়ে গেছিলেন যে সমস্ত সাধারণ লোকেরা তাদের ছেড়ে তাঁকেই অনুসরণ করবে।

> "অতএব সেদিন অবধি তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন"। (যোহন ১১:৫৩)

মহাযাজকেরা ও ফরিশীরা একত্রে মিলে সভা করতে আরম্ভ করলো যেন সব থেকে ভালো একটা দিনে তাঁকে ধরে, 'মৃত্যু দন্ড দিতে পারে'। প্রেরিত যোহন বলেছেন,

> "কিন্তু যদিও তিনি তাদের সম্মুখে এত চিহ্ন কার্য্য করেছিলেন, তথাপি তারা তাঁকে বিশ্বাস করলো না; যেন যিশাইয় ভাববাদীর কথা পূর্ণ হয়, হে প্রভু আমরা যাহা শুণিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? আর প্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যোহন ১২:৩৭-৩৮)

তারা অলৌকিক ভাবে তাঁকে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াতে দেখেছিলেন। তারা দেখেছেন যে কি ভাবে তিনি কুষ্ঠদের সুস্থ করেছেন এবং অন্ধদের চক্ষুকে খুলে দিয়েছিলেন। তারা দেখেছিলেন যে কি ভাবে তিনি মন্দ আত্মাদের দূর করেছিলেন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যাক্তিকে কতোটা প্রবলভাবে সুস্থ করে স্বাভাবিক করেছিলেন। তারা দেখেছিলেন কি ভাবে তিনি বিধবার মৃত সন্তানকে জীবন দান করেছিলেন। তিনি যে কেবল জলকে দ্রাক্ষা রসে রুপান্তরিত করতে দেখেছিলেন তাই নয় তারা তাঁর কাছ থেকে এই কথাও শুনেছিলেন,

> "আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকেদের সমাজ গৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন; এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি-র আরোগ্য করিলেন"। (মথি ৯:৩৫)

তথাপি তিনি যখন ল্যাজারাসকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন তখন তারা 'সেদিন অবধি তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন'। (যোহন ১১:৫৩)

> "কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত চিহ্ন কার্য্য করিয়াছিলেন; তথাপি তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না; যেন যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ণ হয়, তিনি তো বলিয়াছিলেন, হে প্রভু আমরা যাহা শুণিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? আর প্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যোহন ১২:৩৭-৩৮)

হ্যাঁ, কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক লোক বিশ্বাস করেছিল এবং এই জগতে খ্রীষ্টের পরিচর্য্যা কাজের সময়ে রুপান্তরিত বা কনভার্ট হয়েছিল।

২. দ্বিতীয়, প্রেরিত বর্গের সময়ে অল্প সংখ্যক ব্যাক্তি বিশ্বাস করে রুপান্তরিত বা কনভার্ট হয়েছিল।

অনুগ্রহ করে রোমিয় ১০:১১-১৬ খুলবেন। আসুন উঠে দাঁড়িয়ে আমরা সকলে মিলে এই মহা অংশটিকে পড়ি।

> "কেননা শাস্ত্র বলে, যে কেহ তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হইবে না। কারণ ইহুদী আর গ্রীকে কোনই প্রভেদ নাই; কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। কেননা যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে। তবে যাহারা বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাহারা কথা শুণে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর প্রচারক না থাকিলে, কেমন করিয়া শুনিবে? আর প্রেরিত না হইলে, কেমন করিয়া প্রচার করিবে? যেমন লিখিত আছে, যাহারা মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করেন তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায়! কিন্তু সকলে সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় নাই। কারণ যিশাইয় কহেন, 'হে প্রভু আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে'? (রোমিয় ১০:১১-১৬)

আপনারা সকলে বসতে পারেন।

লক্ষ্য করুন, শাস্ত্রের সমস্ত অংশ বলে, ১২ পদ

> "কারণ ইহুদী ও গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই, কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু। যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান"। (রোমিয় ১০:১২)

যীশু স্বর্গে উন্নত হওয়ার ৩০- বৎসর পরে এই বিষয়টা প্রেরিত পলের দ্বারা লেখা হয়। আর এই ভাবেই প্রেরিত বই এর পরেই পল রোমিয় বইটি লেখেন। তিনি ইহুদী ও অইহুদী উভয়দেরই এই কথা বলছেন, পল বলেন, 'কারণ ইহুদী ও গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই'। সমস্ত লোকেরই খ্রীষ্টকে প্রয়োজন রয়েছে।

আর তথাপি, বিশেষ করে পল তার বৃহত্তর অইহুদী শ্রোতাবর্গের কাছে, যিশাইয় ৫৩:১ পদে উদ্ধৃত করে যীশু যা বলেছিলেন প্রেরিত পলও সেই একই কথা বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক পরজাতি বিশ্বাস আর যিশাইয় ৫৩:১ উদ্ধৃত করে ভাববাদী বলেন, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র ইহুদীদের থেকে প্রায় সংখ্যক পরজাতি অল্পমাত্রায় সুসমাচারের প্রতি একটু বেশি প্রতিক্রিয়া হবে। যিশাইয়-র অভিযোগ তুলে ধরে পল এই বিষয়টি উদ্ধৃত করেন।

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

ইহুদীদের থেকে পরজাতিরা সুসমাচারের প্রতি বেশি ভাবে উদ্ধৃত ছিলেন। তথাপি, এ সত্ত্বেও, তুলনামূলক কেবলমাত্র প্রেরিত বর্গ ও পলের পরিচর্য্যা কাজের সময়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যীশুর উপরে বিশ্বাস করেছিল। প্রেরিত বর্গের সময়ে সেখানে এক বিরাট উদ্দীপনার সময় ছিল এই বিষয়ে আমরা প্রেরিত বইয়েতে তা দেখতে পাই। এমন কি সেই প্রকার পরাক্রমশীল উদ্দীপনা তুলনামূলক ভাবে মুষ্টিমেয় অল্প সংখ্যক পরাজিতদের খ্রীষ্টের পরিত্রাণের মধ্যে দিয়ে আনে। সুসমাচার প্রচার করাটা ছিল কঠিন তা এমন কি রোমিয়দের মধ্যেও।

খ্রীষ্ট এবং প্রেরিতবর্গ এরা উভয়েই অল্প সংখ্যক কনভার্ট বা রুপান্তরকারী ব্যাক্তিদের দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ভাবেই প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টিয়ানেরা সংখ্যালঘু অবস্থায় থেকে গিয়েছিল আর সংখ্যালঘু হিসাবে তাড়না ভোগ করেছিলেন। আর তাই যোহন ও পল উভয়েই আমাদের পাঠ্যাংশটি উদ্ধৃত করেন এই বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য যে বেশী সংখ্যক লোক কেমন ভাবে সুসমাচারের প্রতিরোধ করেছিল - ব্যাখ্যা করার প্রতি এই ভাবে বলা হয় তাদের মধ্যে প্রায় অনেকে যাদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল তারা অপরিবর্তনশীল রয়ে গিয়েছে।

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

আর এটাই খ্রিষ্টিয়ান ইতিহাসে বহুযুগ ধরে সত্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সব সময়ে, সর্বদা কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক লোকেরাই সুসমাচারকে বিশ্বাস করেছে আর তারাই প্রকৃতভাবে কনভার্ট বা পরিবর্তিত হয়েছে। আর আজকেও বর্তমান জগতে সেটাই সত্য বিষয়। কোন কিছুরই পরিবর্তন হয় নি। আর এই বিষয়টাই আমাদের শেষ বিষয়ের প্রতি নিয়ে আসে।

৩. তৃতীয়, বর্তমানে অল্পসংখ্যক ব্যাক্তি বিশ্বাস করে পরিবর্তিত বা কনভার্ট হয়েছে।

আমাদের সময়ে যিশাইয়-র বিলাপকে কেন্দ্র করে আমরা প্রায় সময়েই তার সম্মুখীন হই, সেই প্রকার দুঃখ জনক প্রশ্নে,

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হয় কেননা বর্তমান সময়ে মুষ্টিমেয় কেবল কয়েক জনই সুসমাচারে বিশ্বাস করে আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টের পরাক্রমী শক্তির দ্বারা উদ্ধার লাভ করে। এমন কি আমাদের নিকটতম আত্মীয়েরাও খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করে। আর আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন। যাদের আমরা মন্ডলীতে নিয়ে আসি তাদের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকজনই সুসমাচারের প্রচার শুনে কোন রকমে বা আদৌ কনভার্ট বা রুপান্তরিত হয়। এর উপরে আমি তিনটি মন্তব্য করতে চাইঃ

(১) প্রথম, বাইবেলের কোন জায়গাতে আমাদের বলা হয়েছে যে প্রায় লোকেরা পরিত্রাণ লাভ করবে? ইহা সেই ভাবে বলে না। প্রসঙ্গত, যীশু বরং এর উল্টোটাই বলেছেন, তিনি বলেছেন,

> "সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর; এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে; কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম এবং অল্প লোকেই তাহা পায়"। (মথি ৭:১৩-১৪)

> কেবলমাত্র অল্প লোকেই তাহা পায়! আমাদের এই বিষয়টা অতি অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে আমাদের সুসমাচার মূলক প্রচেষ্টা যখন অল্প সংখ্যক ব্যাক্তিদের কাছে মন পরিবর্তন নিয়ে আসে যাদের জন্য আমরা প্রত্যাশা করে থাকি।

আর, তখনই, দ্বিতীয় বিষয়টাকে আমি এই ভাবে বলতে চাই।

(২) কয়েকজন ব্যাক্তি মন পরিবর্তন বা কনভার্ট হবে সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে, আমাদের মনোভাব যেন তেমন না হয়। প্রতিক্রিয়া এক বিরাট আকারে বা ক্ষুদ্র আকারে সেটা বড় বিষয় নয়, আমাদের দৃষ্টি যেন সেই বিষয়ের উপরে লক্ষ্যস্থিত না হয় যে কতোজন কনভার্ট বা পরিবর্তিত হল। আমাদের মনোভাবের উপলক্ষ হবে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার আধারে। আমাদের দৃষ্টি যেন সব সময়ই ঈশ্বরের উপরে রাখা হয় এবং আমরা যখন সুসমাচার প্রচারে যাই তখন আমাদের বাধ্যতা যেন তাঁরই উপরে থাকে; এবং আমাদের মন যেন সর্বদাই ঈশ্বরের উপরে থাকে। এবং সুসমাচার প্রচারের সময় আমরা যেন তাঁরই বাধ্য থাকি! খ্রীষ্ট আমাদের বলেছেন,

> "তোমরা সমুদয় জগতে যাও ও সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর"। (মার্ক ১৬:১৫)

এটাই করার জন্য খ্রীষ্ট আমাদের বলেছেন, আর লোকেরা ইহা *শুনুক বা পরিবর্তন* করুক বা না করুক আমরা যেন প্রচার করে যাই। আমাদের অতি অবশ্যই সুসমাচার প্রচার করতে হবে কেননা ইহা করার জন্য খ্রীষ্ট আমাদের আজ্ঞা করেছেন! মানুষ কি ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে তার উপরে ভিত্তি করে আমাদের কৃতকার্যতা নির্ভর করে না। না! খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য থাকার দ্বারাই আমাদের কৃতকার্যতা উপস্থিত হয়। <u>অতএব তারা সুসমাচারে বিশ্বাস করবে বা না, আমাদের অতি অবশ্যই সুসমাচার প্রচার করে যেতে হবে!</u>

এরপরেই উপস্থিত হয় তৃতীয় বিষয় যা ইহার সঙ্গেই প্রবাহিত হতে থাকে।

(৩) আপনি কি খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেন? আপনি কি খ্রীষ্টের প্রতি মন পরিবর্তন বা কনভার্ট হয়েছেন? আপনি কি বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের কাছে আসবেন? এমন কি আপনার পরিবারের অন্য কোন ব্যক্তি ও এমন কি আপনার বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি কনভার্ট বা মন পরিবর্তন না করে, আপনি কি খ্রীষ্টের অন্বেষণ করবেন? আপনি কি তাঁর কাছে আসবেন? খ্রীষ্ট যা বলেছেন তা আপনি মনে রাখবেন,

> "যে বিশ্বাস করে ও ব্যাপ্তাইজড হয় সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে তাহার দন্ডাজ্ঞা করা হইবে"। (মার্ক ১৬:১৬)

আপনি কি খ্রীষ্টের কাছে এসে পরিবর্তিত বা কনভার্ট হয়ে ব্যাপ্তিস্ম গ্রহণ করবেন? না কি আপনি সেই বিপুল সংখ্যক লোকেদের সঙ্গে থাকবেন যারা পরিত্রাতাকে প্রত্যাখান করেছেন এবং অনন্তকালের জন্য নরকের দাবানলে ধ্বংস হয়েছেন?

"কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করে তাদের দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে না"।
(মার্ক ১৬:১৬)

আমার প্রার্থনা এটাই যারা নরকে বিনষ্ট হছে সেই বিপুল সংখ্যক লোকেদের মধ্যে আপনি থাকবেন না কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে এই স্থানীয় মন্ডলীতে যোগদান করুন। জগতের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসুন! বিশ্বাস সহকারে যীশুর কাছে আসুন! এই স্থানীয় মন্ডলীতে আসুন! আর সর্ব সময়ের জন্য উদ্ধার লাভ করুন, যীশুর রক্তে ও তাঁর ধার্মিকতায় অনন্ত জীবনের অধিকারী হোন!

"আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর
বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১)

আপনি কি তাদের একজনের মতো হবেন যে বিশ্বাস করে রুপান্তরিত ও কনভার্ট হবেন! আপনি কি সেই কয়েকজন লোকের মধ্য থেকে একজন হবেন যেন এই সুসমাচার যখন প্রচারিত হয় তখন ইহাতে বিশ্বাস করেন। আপনি কি বলবেন, 'হ্যাঁ, মৃত্যুবরণ করেছেন আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়ে আমাকে পাপ থেকে স্বাধীন করার জন্য। হ্যাঁ, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত ও পুণরুত্থিত হয়েছেন। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস সহকারে তাঁর কাছে আসি। আপনি কি সেই কয়েকজন লোকের মধ্য থেকে একজন হবেন যার কাছে সদাপ্রভুর বাহু প্রকাশিত হয়েছে, এইভাবে যীশুর উপরে নির্ভর করে, আপনি যখন এই পরিত্রাণকে অনুভব করেন। 'ঈশ্বরের সেই মেষ শাবক, যিনি জগতের পাপ ভার লইয়া যান'। (যোহন ১:২৯)।আপনি কি সেই কয়েক জনের মধ্য থেকে একজন হবেন যে যীশুর কাছে আসবে, এবং তাঁর বহুমূল্য রক্তের দ্বারা আপনার পাপ থেকে ধৌত ও পরিষ্কৃত হয়ে পবিত্র হবেন। আমাদের প্রতিবেদনে বিশ্বাস করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে অনুগ্রহ প্রদান করুন এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার লাভের অভিজ্ঞতা অনুভব করুন! আমেন!

অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে গান 'প্রভু আমি তোমার কাছে আসছি', আপনার গানের পাতায় সাত সংখ্যার গান।

তোমার আহবানের রব আমি শুণেছি, যা আমাকে, প্রভু তোমার কাছে আহবান করে
ক্যালভেরিতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাতে আমি শুচি হই।
আমি আসছি প্রভু! তোমার কাছে আসছি!
ক্যালভেরীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাতে আমাকে ধৌত ও পরিষ্কৃত কর।

যদিও দূর্বল ও বিশ্রী ভাবে আসছি, তুমিই আমার শক্তিকে নিশ্চিত করবে,
আমার বিশ্রী ভাবকে তুমিই সম্পূর্ন ভাবে পরিষ্কার করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত কিছু পবিত্র হয়।
আমি আসছি প্রভু! তোমার কাছে আসছি!
ক্যালভেরীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাতে আমাকে ধৌত ও পরিষ্কৃত কর।
("I Am Coming, Lord," Lewis Hartsough, ১৮২৮-১৯১৯)

আপনার পাপের থেকে পরিত্রাণের বিষয়ে যীশুর দ্বারা তা কেমন ভাবে হবে, তা যদি জানতে চান তবে অনুগ্রহ করে আপনারা আসন ছেড়ে এই অডিটরিয়ামের পিছনে যান। ডাঃ ক্যাগান আপনাকে শান্ত এক জায়গাতে নিয়ে যাবেন যেখানে তার সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন। ডাঃ চান অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসুন আর যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

খসড়া চিত্র

পরিত্যাক্ত সেই প্রতিবেদন

(যিশাইয় ৫৩ -র ২ নং সংবাদ)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে"? (যিশাইয় ৫৩:১, ৫২:১৪,১৩)

১. প্রথম, এই জগতে খ্রীষ্টের পরিচর্য্যা কাজের সময়ে কিছুসংখ্যক ব্যাক্তি বিশ্বাস করে এবং রুপান্তরিত হয়। যোহন ১১:৩৯,৪৩-৪৪,৪৭,৫৩; ১২:৩৭-৩৮; মথি ৯:৩৫

২. দ্বিতীয়, প্রেরিত বর্গের সময়ে অল্প সংখ্যক ব্যাক্তি বিশ্বাস করে রুপান্তরিত বা কনভার্ট হয়েছিল। প্রেরিত, রোমীয় ১০:১১-১৬

৩. তৃতীয়, বর্তমানে অল্পসংখ্যক ব্যাক্তি বিশ্বাস করে পরিবর্তিত বা কনভার্ট হয়েছে। মথি ৭:১৩-১৪; মার্ক ১৬:১৫,১৬; যোহন ১:২৯

খ্রীষ্ট - বহু লোকের দ্বারা অগ্রাহ্য হন

(যিশাইয় ৫৩-অধ্যায়ের উপরে ৩-নম্বর উপদেশ)

CHRIST – REJECTED BY THE MASSES

(SERMON NUMBER 3 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালে ১০-ই মার্চ, লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে সদাপ্রভুর দিনে সকালে এক সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, March 10, 2013

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে? কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায় ও শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রুপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালোবাসি" (যিশাইয় ৫৩:১-২)

যিশাইয় বলেছেন ঈশ্বরের দুঃখভোগী দাসের বিষয়ে কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সংবাদের বিষয় শুনবে আর খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর অনুগ্রহকে উপলব্ধি করবে। যিশাইয় ৫৩:১ উদ্বৃত করে প্রেরিত যোহন খ্রীষ্টের সময়ে বেশীর ভাগ যিহুদীদের অবিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন।

> "কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত চিহ্নকার্য্য করিয়াছিলেন; তথাপি তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না; যেন যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ন হয়, তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভু, আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? আর প্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে'?" (যোহন ১২:৩৭-৩৮)

যিহুদীদের থেকে অযিহুদীরা যে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রতি সামান্য মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হবে এই বিষয়টা বেশির ভাগ লোককে দেখাবার জন্য খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ত্রিশ বৎসর পরে প্রেরিত পলও এই পদটিকে উদ্ধৃত করেন। তাই পল বলেন,

> "কারণ যিহুদি আর গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই; কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু, যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। কিন্তু সকলে সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় নাই। কারণ যিশাইয় কহেন, 'হে প্রভু, আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে'?" (রোমিয় ১০:১২,১৬)

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেও এই একই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে সংখ্যক লোক তাঁর উপরে বিশ্বাস করে পরিত্রাণ লাভ করবে তারা খুবই অল্প,

> "কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সংকীর্ণ ও পথ দূর্গম এবং অল্প লোকেই তাহা পায়"। (মথি ৭:১৪)

খ্রীষ্ট যখন এই কথা বলেন তখন তিনি এই একই বিষয়ে বলেন,

> "তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সংকীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে প্রচেষ্টা কর; কেননা আমি তোমদিগকে বলিতেছি; অনেকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না"।
> (লূক ১৩:২৪)

জগতের লোকেরা স্বভাবত বিশ্বাস করেন যে প্রায় সকলেই, স্বর্গে যাবে। কিন্তু যীশু সম্পূর্ণ ভাবে এর বিপরীত বিষয়টি বলেছেন,

> "সেখানে কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক ব্যাক্তিই ইহা পাইবে"
> (মথি ৭:১৪)

> "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অনেকেই, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিবে কিন্তু তাহার প্রবেশ করিতে পারিবে না"
> (লূক ১৩:২৪)

এই প্রকার বিশৃঙ্খল সত্য দুঃখার্ত যিশাইয়-র ক্রন্দনে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

> "আমাদের সংবাদ কে বিশ্বাস করিয়াছে? আর কাহার কাছে সদাপ্রভুর বাহু প্রকাশিত হইয়াছে" (যিশাইয় ৫৩:১)

আমরা হয়ত বলতে পারি ইহা কেন এইমতো! যিহুদীরা তাকিয়েছিলেন এক মহান ও পরাক্রমশালী নেতার প্রতি, এক মহামহিম ও সম্পদশীল রাজা, যে হবে তাদের মশীহা (প্রতিজ্ঞাত ব্যাক্তি) আর অযিহুদীরা কোন ভাবেই সেই মশীহার প্রতি তাকিয়ে ছিলেন না। আর তাই স্বভাবতই আমরা দেখতে পাই মনুষ্য জাতি এইভাবে বিনয়ী দুঃখভোগী দাসের প্রত্যাশা করেন নি যিনি ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করে তাদের পাপের মূল্যকে চুকিয়ে দেবেন।

প্রেরিত বইয়ের আট অধ্যায়ে ইথিয়পিয়ার নপুংসক এই ঘটনার প্রতি অন্ধ ছিলেন ঠিক যেমন ভাবে যিহুদী ধর্মের যাজক এবং ফরীশীরা ছিলেন। সুসমাচার প্রচারক ফিলিপ যখন তার গমনশীল রথের সঙ্গ ধরেন তখন তিনি যিশাইয় তিপ্পান্ন অধ্যায় পড়োছিলেন।

> "তাহাতে ফিলিপ দৌড়িয়া নিকটে গিয়া শুনিলেন, তিনি যিশাইয় ভাববাদীর গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন; ফিলিপ কহিলেন, আপনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন? তিনি কহিলেন, কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব"? (প্রেরিত ৮:৩০-৩১)

এই আফ্রিকাবাসী যিহুদী ধর্মে কনভার্ট হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টতই পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রাংশে পরিচিত ছিলেন তথাপি তিনি যখন শাস্ত্রের এই অংশে আসেন তখন তিনি যিহুদী স্ক্রাইব বা অনুলেখকদের ন্যায় অন্ধ ছিলেন।

আমার ধারণা এই প্রকার যে কেউ এই অনুচ্ছেদ থেকে দেখতে সক্ষম কেননা মশীহা তিনি যখন আসবেন তখন তিনি সম্পদশালী এবং বিখ্যাত হবেন না জাঁকজমক পূর্ণ এবং মানবীয় প্রতাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবেন না, কিন্তু তিনি আসবেন এবং 'দুঃখী মানুষ হিসেবে এবং তীব্র মর্ম পীড়ায় অবহিত হবেন', এবং 'মানুষের দ্বারা অবজ্ঞাত এবং প্রত্যাখাত হবেন'। তথাপি এই সত্যতা যদিও অত্যন্ত সরল ভাবেই বাইবেলে লেখা হয়েছে।

> "তিনি নিজ অধিকারে আসিলেন, আর যাহারা তাঁহার নিজের তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না"। (যোহন ১:১১)

সম্পূর্ণ ভাবে ইজরায়েল জাতি যীশুকে মশীহা বা প্রতিজ্ঞাত ব্যাক্তি হিসাবে গ্রহণ করেনি, যদিও পরিশুদ্ধ ভাবে বাইবেলের ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে। আর পাঠ্যাংশের দ্বিতীয় পদে ভাববাদী সেই যুক্তি প্রদর্শন করেন যাকে তারা পরিত্যাক্ত করেছে,

> "কারণ তিনি তাহার সম্মুখে চারার ন্যায়, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রুপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে তাঁহাকে ভালোবাসি" (যিশাইয় ৫৩:২)

কিন্তু আমরা যেন যিহুদী লোকের বিচার না করি যারা পরজাতিদের থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন, যারা বিশেষ ভাবে প্রায় অংশে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। স্পারজিউন বলেছেন,

> মনে রাখবেন সেটা যেমন যিহুদীদের জন্য সত্য ছিল তেমনি ভাবে ইহা অযিহুদীদের জন্যও সত্য ছিল। যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচার এই জগতে সব থেকে এক সাধারণ ও সরল বিষয় কিন্তু ইহা যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের দ্বারা শেখানো হয়, ততক্ষণ কেউই ইহা বুঝতে পারেন নি....। আত্মিক বিষয়ের তাৎপর্য্য অনুযায়ী মনুষ্য জাতির উপরে পাপের বিষয়টা আদান প্রদান করা হয়েছে অক্ষমতা হিসেবে.... আপনার সংগে ইহা কেমন বোধ হয়? আপনিও কি অন্ধ? ... আপনি কি অন্ধ? আহা, আপনি যদি সত্যিই তা হন, ঈশ্বর আপনাকে নির্দেশ প্রদান করেন যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য। (C. H. Spurgeon, "A Root out of Dry Ground," ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XVIII, pages 565-566).

এখন দ্বিতীয় পদে আমাদের পাঠ্যাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এখানে যীশু কেন পরিত্যাক্ত হলেন, তার তিনটি কারণে আমরা আলোকপাত করবো, দ্বিতীয় পদটি উচ্চৈস্বরে পড়ুন,

> "কারণ তিনি তাহার সম্মুখে চারার ন্যায়, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রুপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে তাঁহাকে ভালোবাসি" (যিশাইয় ৫৩:২)

১. প্রথম, খ্রীষ্ট পরিত্যাক্ত হয়েছিলেন, কেননা তিনি মানুষের প্রতি প্রকাশিত হলেন কোমল চারা ও শাবকের ন্যায়।

সেই কারণের জন্যই কিছু সংখ্যক লোক যীশুকে বিশ্বাস করে।

> "কারণ তিনি তাহার সম্মুখে চারার ন্যায় উঠিবেন...."
> (যিশাইয় ৫৩:২)

অথবা ডাঃ গীল যেভাবে বলেছেন, 'এই শব্দে যে তাৎপর্য্য বহন করে তা হল এক সামান্য মেষের ন্যায়, যা ভূমিতে উৎপন্ন মূল থেকে উৎপন্ন... যার প্রতি কোন যত্ন বা লক্ষ্যই করা হয়নি, আর ইহার মধ্যে থেকে কোন কিছু আশাও করা হয় নি; এবং তাঁর দশা অত্যন্ত নিম্নভাবে সূচিত হয়েছে এবং তাঁর জন্মের সময়ে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাহীনতার ভাব দৃষ্টি গোচর হয়েছে; আর এই ভাবেই কারণ দর্শানো হয়েছে যে কেন যিহুদীরা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে, তাঁকে প্রত্যাখান এবং অবজ্ঞা করেছে'। (John Gill, D.D., ***An Exposition of the Old Testament,*** The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I, pp. 310-311).

> "কারণ তিনি তাহার সম্মুখে চারার ন্যায় উঠিবেন...."
> (যিশাইয় ৫৩:২)

এর অর্থ হল খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করলেন এবং বৃদ্ধি লাভ করলেন পিতা ঈশ্বরের 'সামনে; যিনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁকে শক্তিযুক্ত করলেন'। তথাপি ডাঃ ইয়াং বলেছেন, যাই হোক না কেন, মানুষের প্রতি, দাসরুপী (যীশু) এক দুগ্ধপোষ্য ব্যাক্তি হিসাবেই দৃষ্ট হচ্ছেন...। মানুষের সেই দুগ্ধ পোষ্যকে ছেদন করে ফেলে কেননা তা সেই বৃক্ষ থেকে জীবনকে সরিয়ে নিচ্ছেন আর মানুষের দৃষ্টির বর্হিভুত করে চলেছেন'। (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, pp. 341-342).

আর ইহা কেবল মাত্র এই কারণেই, প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা যীশু থেকে মুক্তিলাভ করতে চাইছিলেন, তাই নয় কি? তারা বলেছিল,

> "আমরা যদি ইহাকে এইরুপ চলিতে দিই, তবে সকলে ইহাতে বিশ্বাস করিবে। আর রোমিয়রা আসিয়া আমাদের স্থান ও জাতি উভয়ই ছিনিয়ে নেবে" (যোহন ১১:৪৮)

"মানুষেরা এই চারা বা দুগ্ধপোষ্যকে কেটে ফেলে কেননা তারা সেই গাছ থেকে জীবনকে অপসারণ করে এবং মানুষের দৃষ্টিকোন থেকে তাকে সম্পূর্ণ ভাবে দূর করে ফেলে" (ইয়ং, ইবিড)। তারা ভয় পেয়েছিল কেননা যিহুদী জাতি হিসেবে তারা হয়তো তাদের পরিচিতকে হারাবে যদি তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করে। এক 'কোমল বৃক্ষ' হিসাবে, এক চারার ন্যায় তারা ভয় পেয়েছিলেন যে, 'তিনি হয়তো বৃক্ষ থেকে জীবনকে হরণ করে নেবেন' তাদের জাতির মধ্য থেকে।

আর ইহা কি সেই একই কারণে আপনি তাঁকে প্রত্যাখান করছেন না? সেই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করুন। ইহা কি আপনার জন্যও সত্য বিষয় নয় – কেননা আপনি যদি তাঁর কাছে আসেন তা হলে হয়তো কোন কিছু হারিয়ে ফেলবেন বলে, আপনি ভীতপ্রায় হচ্ছেন যেটা আপনার কাছে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্ট যে সেই বৃক্ষ থেকে জীবনকে সরিয়ে নেবেন এই বিষয়ে আপনি কি ভীতপ্রায় নন, তিনি আপনার কাছ থেকে এমন কিছু শোষণ করবেন যা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডাঃ কাগানকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেই প্রতিবেদনের একটি লিপি আমার জন্য যা ১৯২৯ সালে অক্টোবর মাসে ***The Saturday Evening Post*** –এ সংলাপ আকারে রাখা হয়েছিল। ইহা ছিল এক বিখ্যাত পদার্থবিদ ডাঃ এলবার্ট আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'আপনি কি যীশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে গ্রহণ করেন'? আইনষ্টাইন উত্তর দেন, 'সন্দেহাতীত ভাবেই। যীশুর প্রকৃত উপস্থিতি উপলব্ধি না করে কেউই সুসমাচারকে পড়তে পারেন না। তাঁর ব্যাক্তিত্ব প্রতিটি শব্দকেই স্পন্দিত করে তোলে। সেই প্রকার জীবনের সঙ্গে কোন রুপকথা জড়িত নেই'। (***The Saturday Evening Post,*** October 26, 1929, p. 117), খ্রীষ্টের বিষয়ে এক উচ্চদর্শন আইনষ্টাইনের মধ্যে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কনভার্ট হন নি। কোন বিষয়টা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল? নিশ্চিত ভাবেই ইহা বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কোন সমস্যা নয়। আইনষ্টাইন ছিলেন এক ব্যাভিচারী, আর তিনি সেই পাপটিকে ত্যাগ করতে চাইছিলেন না। ইহা খুব সাধারণ বিষয় ছিল। প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার জন্য আপনার বেশ কিছু জিনিস ত্যাগ করার প্রয়োজন রয়েছে।

সত্য নয় এমন বিষয় যদি আমি আপনাকে অবগত না করি তবে আমি একজন ভ্রান্ত শিক্ষক। আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি কোন কিছু ত্যাগ না করেই খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারেন তবে আমি আপনার কাছে ভুল শিক্ষা প্রচার করছি। নিশ্চয়ই, যীশুর কাছে আসার জন্য আপনাকে কিছু মূল্য দিতে হবে! ইহার জন্য আপনাকে নিজের জীবনের মূল্য দিতে হবে! খ্রীষ্ট কিভাবে ইহাকে এতটা সরল করতে পারলেন? তিনি বলেছেন,

> "কেহ যদি আমার পশ্চাতে আসিতে ইচ্ছা করে, সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং আমার পশ্চাৎগামী হউক, কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার ও সুসমাচারের জন্য আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে।

> বস্তুত, মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ হইল? কিন্তু মনুষ্য আপন প্রাণের নিমিত্ত কি দিতে পারে"? (মার্ক ৮:৩৪-৩৭)

সেটাই যথেষ্ঠ সহজ সরল বিষয় নয় কি? খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য আপনাকে অতি অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করতে হবে, আপনাকে নিশ্চিত ভাবেই নিজের চিন্তাধারা গুলোকে ত্যাগ করতে হবে, আপনার নিজের পরিকল্পনা, আপনার নিজের সমস্ত আকাঙ্খা ত্যাগ করতে হবে। নিশ্চিত ভাবেই আপনাকে তাঁর প্রতি ফিরতে হবে। আর ইহাকেই বলা হয় খ্রীষ্টের প্রতি নির্ভর। আপনি নিজে থেকে তাঁর উপরে নির্ভর করছেন না। আপনি নিজেকে তাঁর উপরে অর্পণ করছেন—আপনার নিজের কোন চিন্তাধারা বা লক্ষ্যকে নয়। তাঁর ওপরে আপনার জীবনকে অর্পণ করার দ্বারা আপনি আপনার জীবনকে 'হারাচ্ছেন'। ইহা কেবল মাত্র আপনি যখন আপনার জীবনকে হারান খ্রীষ্টের ওপরে নির্ভর করার দ্বারা আর তখনই আপনার জীবন চিরকালের জন্য উদ্ধার লাভ করে।

আর এই ভাবেই সেই শব্দ উপস্থাপন করছে 'কোমল চারা' যা নির্দেশ করে যে খ্রীষ্ট হলেন জীবন দাতা আর সেই কারণেই প্রায় লোক তাঁকে প্রত্যাখান করে। তারা চায় না যেন তিনি তাদের জীবনের দায়িত্ব 'নেন'! তারা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে তাঁকে পরিচালনা দেওয়ার জন্য ভয় পায়।

২. দ্বিতীয়, যেহেতু তিনি শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় মনুষ্য, তাই খ্রীষ্ট পরিত্যাক্ত।

> "কারণ তিনি তাহার সম্মুখে চারার ন্যায়, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন...." (যিশাইয় ৫৩:২)

যেহেতু আমি প্রথম বিষয়ে এতটা সময় নিয়েছি তাই আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আমরা খুব সহজেই দেখতে পাই যে খ্রীষ্ট কিভাবে, 'শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন'। ডাঃ ইয়াং বলেছেন,

> শুষ্ক ভুমি নির্দেশ করে বিনয়ী অবস্থা এবং পশ্চাৎভূমি যে দৃশ্যপটে সেই দাস (খ্রীষ্ট) প্রকাশিত হবেন। ইহা প্রস্তাবিত করে সেই অবস্থার শোচনীয় অবস্থা, যার মধ্যে সেই দাস জীবন যাপন করছিলেন...। একটি শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূল নিশ্চিত ভাবেই জীবন সুরক্ষিত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। (ইয়ং, ইবিড, পৃ ৩৪২)

এই ভাববানী সেই দরিদ্রতার প্রতিই নির্দেশ করে যার মধ্যে খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিপালককারী পিতা কেবলমাত্র এক সূত্রধর ছিলেন। তাঁর প্রকৃত মা মরিয়ম ছিলেন দুর্গত এক কুমারী কন্যা। তিনি জন্মগ্রহণ করেন গোয়াল ঘরে ও বড় হয়ে ওঠেন দরিদ্রদের মাঝখানে। 'ঠিক শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায়', তাঁর জীবনের সমস্ত প্রকার কাজকে তিনি দরিদ্র ও বিনয়ী লোকেদের মাঝখানেই করেন। তাঁর শিষ্যরা কেবলমাত্র মৎসধারী জেলে ছিলেন। রাজা হেরোদ ও রোমীয় সরকার পীলাটের দ্বারা তিনি পরিত্যাক্ত হন। এবং বিজ্ঞমনা স্ক্রাইব ও ফরীশীদের দ্বারা তিনি ত্যাজ্য হয়ে 'শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় হয়ে ওঠেন'। তারা তাঁকে চাবুক মেরে আহত করে, তারপরে তারা তাঁর হাতে ও পায়ে পেরেক মেরে ক্রুশারোপিত করে। তারা তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মৃত শরীরকে ভাড়া করা কবরে শায়িত রাখেন। এই পৃথিবীতে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন, তাঁর দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু সমস্ত কিছুই 'শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় ছিল'। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক তৃতীয় দিবসে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিতঁ হইয়ে ওঠেন, 'ঠিক শুষ্ক ভুমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন'। ঠিক যেমন ভাবে আশা হীন বৃষ্টিতে কিশলয় পাতার উদগমন হয় ঠিক সেই ভাবেই, খ্রীষ্ট হঠাৎ করেই দ্রুত উদ্ভুত হলেন, মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, 'শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন'। হাল্লেলুইয়া!!

আর প্রায় লোকেই তাঁকে বিশ্বাস করলেন না। তাঁর বিষয়ে তারা যা মনে করেন তা হল এক 'জীবন চোষক' এবং এক 'মৃত যিহুদী'।

> "আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে ? কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায় ও শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন...." (যিশাইয় ৫৩:১-২)

৩. তৃতীয়, আমরা যা বাসনা করতে পারি, সেই প্রকার কোন আকার বা সৌন্দর্য্যতা তাঁর ছিল না, এই ভাবেই খ্রীষ্ট পরিত্যাক্ত হলেন।

অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে পদটি একটু উচ্চস্বরে পড়ুন ।

> "কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায় ও শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রুপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালোবাসি"। (যিশাইয় ৫৩:২)

আপনারা এখন বসতে পারেন।

যীশুর কোন আকার বা সৌন্দর্য্যভাব ছিল না, তৃপ্তিকারী প্রতাপের বাহ্যিক কোন প্রকাশই সেখানে ছিল না। ডাঃ ইয়াং বলেছেন, 'সেই দাস (খ্রীষ্ট)–কে আমরা যখন দেখি তার মধ্য এমন কোন সৌন্দর্যতা আমরা পাই না যার প্রতি বাসনা রাখতে পারি। অন্য শব্দে বলা যায়, আমাদের দন্ডের জন্য তাঁর বাহ্যিক যে প্রকাশ তা প্রকৃত পক্ষে সত্য ও ন্যায়পরায়ণ নয়। ইহা হল এক দুঃখদায়ী চিত্র। সেই দাস (খ্রীষ্ট) তাঁর নিজের লোকেদের মধ্যেই বসবাস করলেন আর তাঁর শারিরীক আকারের পিছনে বিশ্বাসের চক্ষুতে সেই প্রতাপ দৃষ্ট হয়েছিল; কিন্তু তাঁর বাহ্যিক প্রকাশ ভঙ্গির উপরে তাকিয়ে, ইস্রায়েল, ইহার নিজের চোখে কোন সৌন্দর্যতায় মুগ্ধ হয় নি... খ্রীষ্টের দাস রুপে প্রকাশমান হওয়াটা সেই প্রকার মানুষের মতোই যেভাবে ভ্রান্ত বা ভুল দৃশ্য অনুযায়ী বিচার করা হয়; আর এই ভাবে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবেই ভুল ভাবে বিচার করা হয়'। (ইয়ং ইবিড)।

এই জগতকে আকর্ষিত করে তোলার জন্য বাহ্যিক কোন সৌন্দর্যতা ও প্রতাপই যীশুর ছিল না। তিনি এমন কিছু বিষয় উৎসর্গ করেন না যা প্রায় লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কোন সফলতা, খ্যাতি বা অর্থ অথবা জাগতিক কোন ভোগ বিলাস উৎসর্গ করেন না। যা হল সম্পূর্ণ ভাবেই উলটো। এই পরিচর্যা কাজের আরম্ভেই মিঃ প্রধুম্মে পাঠ করেছেন শাস্ত্রের সেই অংশ যা আমাদের বলে দেয় যে খ্রীষ্ট কি উৎসর্গ করেছেন।

> "কেহ যদি আমার পশ্চাতে আসিতে ইচ্ছা করে, সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং আমার পশ্চাৎগামী হউক, কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার ও সুসমাচারের জন্য আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। বস্তুত, মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ হইল? কিন্তু মনুষ্য আপন প্রাণের নিমিত্ত কি দিতে পারে" ? (মার্ক ৮:৩৪-৩৭)

খ্রীষ্ট উৎসর্গ করেন আত্ম অস্বীকার। খ্রীষ্ট উৎসর্গ করেন একজন নিজের জীবনের যে লক্ষ্য ও নিয়ন্ত্রণ তাকে ত্যাগ করা। খ্রীষ্ট উৎসর্গ করেন মানুষের আত্মার উদ্ধার, পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন। এই সমস্ত বিষয় সকল অস্পর্শনীয়, যাকে স্পর্শ করা যায় না অথবা মানুষের অনুভুতি ইচ্ছা দ্বারা অনুভব করা যায় না; এগুলো এমন বিষয় যা স্বভাবের দিক দিয়ে আত্মিক। অতএব খ্রীষ্ট সেই সমস্ত ব্যাক্তিদের দ্বারা পরিত্যাক্ত হন যাদের অন্তর চক্ষু ঈশ্বরের দ্বারা উন্মুক্ত নয়, কেননা,

"কিন্তু প্রানী মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সেই সকল মূর্খতা, আর সেই সকল যে জানিতে পারে না, কেননা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়"।
(১-ম করিন্থীয় ২:১৪)

কিন্তু আজকে সকালে আমি অভিভুত হয়ে যেতে চাই ঈশ্বর যদি আপনার হৃদয়ে কথা বলছেন। আমি অবাক হচ্ছি, ঈশ্বর যদি আপনাকে বলছেন, 'আমরা যা তাঁর প্রতি ইচ্ছা করি যদিও সেই সৌন্দর্যতা তাঁর নেই, তথাপি আমি তোমার কাছে, তোমার পুত্রের প্রতি নিজেকে নিয়ে আনছি'। 'আপনার হৃদয়ে কি কোন সময়ে অনুভব করেছেন? অথবা আপনি কি কোন সময়ে অনুভব করেছেন যে কেবল মাত্র ক্ষণিকের পরিতৃপ্তি এই জগৎ আপনাকে উৎসর্গ করে বা কেবলমাত্র কিছু মুহূর্তের কৃতকার্য্যতা আপনার কাছে নিয়ে আসে? আপনার আত্মার বিষয়ে আপনি কি কোন সময়ে চিন্তা করেছেন? আর আপনি যদি তা চিন্তা করেছেন তবে কেবলমাত্র এক সরল বিশ্বাসে তাঁর কাছে আসবেন যার 'সেই কোন আকার কোন মনোরম সৌন্দর্য্য.... এমন কোন সৌন্দর্য্যতা নেই যার প্রতি আমরা আকাঙ্খা রাখতে পারি'? (যিশাইয় ৫৩:২)। আপনি কি ন্যাজারাথের যীশুর সামনে নতজানু হবেন এবং সমস্ত হৃদয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করবেন? আমি প্রার্থনা করি যেন আপনি তা করতে পারেন।

অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়ান আর এই সময়ে মিঃ গ্রিফিথ আমাদের কাছে সেই দুটি স্তবক গাইবেন যা তিনি আগে সংবাদের শুরুতে গেয়েছেন।

জগৎকে নাও কিন্তু যীশুকে দাও ইহার সমস্ত আনন্দ কেবল একটি নামেই;
কিন্তু তাঁর প্রেম চিরকাল ধরে রাখে, সেখানের অনন্ত বৎসর সংখ্যা সকল একই।
জগৎকে নাও কিন্তু যীশুকে দাও, তাঁর ক্রুশেই হবে আমার নির্ভরতা।
যে পর্যন্ত না স্বচ্ছ পরিষ্কার দর্শনে, মুখোমুখি আমার প্রভুকে আমি দেখি
আহা সেই দয়ার যে কি উচ্চতা ও গভীরতা, আহা সেই প্রেমের দীর্ঘতা ও পরিসর।
আহা উদ্ধারের সেই পূর্ণতা; উপরে সেই সীমাহীন জীবনের প্রতিশ্রুতি দান করে!
("Take the World, But Give Me Jesus" by Fanny J. Crosby, 1820-1915).

ঈশ্বর যদি আপনার অন্তরে কথা বলেছেন এবং ক্ষণস্থায়ী এই জগতের সমস্ত আহ্লাদকে তাগ করার জন্য আপনি প্রস্তুত এবং আপনি যদি যীশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত ও তাঁর কাছে বিশ্বাসে আসতে চান এবং তাঁর রক্তে আপনার পাপকে ধুয়ে ফেলতে চান, সেই সঙ্গে এই বিষয়ে আপনি যদি আমাদের সংগে কথা বলতে চান তবে অনুগ্রহ করে আপনি কি পিছনের কক্ষে এগিয়ে যাবেন? ডাঃ কাগান আপনাদের শান্ত একটি জায়গাতে পরিচালিত করবেন যেখানে এই বিষয়ে কথা বলতে পারবেন। আমি প্রার্থনা করি আপনি যীশুর উপরে সরলভাবে বিশ্বাস করে উদ্ধার লাভ করুন। ডাঃ কাগান, অনুগ্রহ করে এখানে এসে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আমেন!

খসড়া চিত্র

খ্রীষ্ট - বহু লোকের দ্বারা অগ্রাহ্য হন

(যিশাইয় ৫৩-অধ্যায়ের উপরে ৩-নম্বর উপদেশ)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি

"আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে? কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায় ও শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রুপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালোবাসি" (যিশাইয় ৫৩:১-২)

(জন ১২:৩৭-৩৮; রোমীয় ১০:১২,১৬; মথি ৭:১৪;
লূক ১৩:২৪; প্রেরিত ৮:৩০-৩১; জন ১:১১)

১. প্রথম, খ্রীষ্ট পরিত্যাক্ত হয়েছিলেন, কেননা তিনি মানুষের প্রতি প্রকাশিত হলেন কোমল চারা ও শাবকের ন্যায়।
যিশাইয় ৫৩:২এ জন ১১:৪৮; মার্ক ৮:৩৪-৩৭

২. দ্বিতীয়, যেহেতু তিনি শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় মনুষ্য, তাই খ্রীষ্ট পরিত্যাক্ত। যিশাইয় ৫৩:২বি

৩. তৃতীয়, আমরা যা বাসনা করতে পারি, সেই প্রকার কোন আকার বা সৌন্দর্য্যতা তাঁর ছিল না, এই ভাবেই খ্রীষ্ট পরিত্যাক্ত হলেন।
যিশাইয় ৫৩:২সি; মার্ক ৮:৩৪-৩৭; ১-ম করিন্থীয় ২:১৪

খ্রীষ্ট-বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে নিম্নতর

যিশাইয় ৫৩-র চতুর্থতম সংবাদ

CHRIST – UNIVERSALLY DEVALUED

(SERMON NUMBER 4 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালের ১৬-ই মার্চ শনিবার দিনের এক সন্ধ্যায় লস এঞ্জেলেসে ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 16, 2013

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

ডাঃ এডওয়ার্ড জে. ইয়াং বলেছেন,

> যিশাইয় যে অবিশ্বাস এখানে অংকন করেছেন সেই প্রকার একই বিশ্বাস আজকে বর্তমান দিনেও আমরা পাই। মানুষেরা (খ্রীষ্টের) বিষয়ে মনোরম ও সৌজন্যসূচক কথা বলে। তারা তাঁর নীতির প্রশংসা করে, তাঁর শিক্ষার প্রংশসা করে, ঘোষণা করে বলেন যে তিনি ভালো ব্যাক্তি ছিলেন, এবং এক মহান ভাববাদী, আজকে জগত যে সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার বিষয়ে তারা বলে থাকেন তিনিই হলেন সেই উত্তর। যাই হোক না কেন, তারা কোনমতেই স্বীকার করেন না যে তারা পাপী, অনন্তকালীন শাস্তির যোগ্য এবং খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল এক প্রতিনিধিত্বকারী বলিদান, যা খ্রীষ্টের ন্যায় ও মূল্যবোধকে তৃপ্ত করার জন্য অংকিত এবং ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের কাছে পাপীদের মিলনকারী। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের বিষয়ে যা বলেছেন মনুষ্য তা গ্রহণ করেনা। আজিকের দিনেও সেই দাসোচিত (খ্রীষ্ট) মানুষের দ্বারা অজ্ঞাত ও তুচ্ছ, আর মানুষেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে না"। (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** William B. Eerdmans Publishing Company, ১৯৭২, ভল্যুম৩, পৃ.৩৪৪)

লুথার বলেছেন যে যিশাইয়-র বই-এর কতিপয় অধ্যায় ছিল বাইবেলের এক প্রাণকেন্দ্র, আমার মনে হয় এই বিষয়ে তিনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যদি তা গ্রহণ করেন তবে আমাদের পাঠ্যাংশ ভীষণভাবেই এক গুরুত্ব আরোপ করে। আমি বিশ্বাস করি, বাইবেলে যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছে সেই দিক দিয়ে মনুষ্যের সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব নিয়ে এই পদটি সেই বিষয়ে এক পরিষ্কার উক্তি প্রদর্শন করছে। "দূরাচারাত্ব" কথার দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় তা হল "দূর্নীতি" বা "পচন"। "সম্পূর্ণ" এর অর্থ হিসাবে বলতে চাই; সর্ব্বমোট বা "পূর্ণাংগ"। আমাদের প্রথম আদি পিতা মাতার দ্বারা মানুষেরা সম্পূর্ণ ভাবে পাপের দ্বারা দূর্নীতি গ্রস্ত হয়ে উঠেছে। হেডেলবার্গ কেটেচিজাম যে ভাবে উল্লেখ করেন, মানুষের মধ্যে দূরাচারাত্বের স্বভাবটা আসছে "সেই পতনের কাল থেকেই এবং আমাদের প্রথম পিতা মাতার অবাধ্যতা থেকে, যারা হলেন আদম ও ইভ। *এই পতন আমাদের স্বভাবকে এতটাই বিষাক্ত করে তুলেছে যার ফলে পাপীদের জন্ম হচ্ছে – যা আসছে আমাদের সেই কল্পনা থেকে*"। (***The Heidelberg Catechism,*** Question seven). ঈশ্বরের প্রতি মানুষের শত্রুতার সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব এই ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে,

"কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা"(রোমীয় ৮:৭)

সেই শত্রুভাবাপন্নতা খ্রীষ্টের, প্রতি সম্প্রসারিত হয়েছে যিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র! সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব ব্যাখ্যা করে কিভাবে সেই রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন

"আর তাহারা তাঁর গাত্রে থুতু দিল, ও সেই নল লইয়া
তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল" (মথি ২৭:৩০)

সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব ব্যাখ্যা করে কেন রোমীয় সরকার তাঁকে এইভাবে শাস্তি দিল

"যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন"
(মথি ২৭:২৬)

সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব ব্যাখ্যা করে কেন লোকেরা তাঁর প্রতি আর্তনাদ করেছে এবং তিনি যখন ক্রুশের উপরে ঝুলছিলেন তখন তাঁকে অসম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

সম্পুর্ন দুরাচারাত্ব ব্যাখ্যা করে, কেন আজ পর্যন্ত,

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই"। (যিশাইয় ৫৩:৩)

১. প্রথম, সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতি অবজ্ঞা ও পরিত্যাজ্যতার প্রতি পরিচালিত করে।

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য হয়ে উঠলেন....."
(যিশাইয় ৫৩:৩)

এটা খ্রীষ্টের স্বাভাবিক পরিত্যাক্ত ভাবের বিষয়ে বর্ণনা করে যা আজিকের জগতে আমরা দেখতে পাই। ইহাকে আমরা আমেরিকার রুপান্তকারী ম্যাগাজিনে দেখতে পাই যথা বড়দিন ও পুণরুত্থানের সময়ে ***Time*** and ***Newsweek*** পত্রিকায় তা দেখতে পাই। এই সংবাদ পর্য্যায়ক্রমে অপরিবর্তনীয় ভাবে প্রতি ডিসেম্বর মাসে ও প্রতি এপ্রিলে তারা খ্রীষ্টের প্রতিবেদনকারী কাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি সেগুলো কোনমতেই তোষামোদকারী স্তোক বাক্যের কাহিনী নয়। তারা সব সময়েই তাদের ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন হিসাবে মধ্যযুগীয় যীশুর পুরাতন চিত্রকলাকেই ব্যবহার করেন, এ হল এমন এক চিত্র শিল্প যা খ্রীষ্টের প্রকাশকে অদ্ভুত করে তোলে যা আধুনিক চিন্তাধারার কাছে নির্দিষ্ট সময়ের বহির্ভুত। এটা নিশ্চিত তারা এটা করে থাকে এক সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। তারা ব্যাতিক্রমহীন ভাবেই মানুষের দ্বারা এই প্রতিবেদনকে লেখেন যা সম্পূর্ণ ভাবেই ধর্মতত্বমূলক উদারপন্থী মতবাদের ভিন্ন মতাবলম্বী, মানুষ যারা খ্রীষ্টকে এক মাত্র ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে এবং পরিত্রাণের বা উদ্ধারের একমাত্র উৎস হিসাবে প্রত্যাখান করে। আমি নিশ্চিত এই প্রকার একই বস্তু ব্রিটিশের ধারাবাহিক সংবাদে লিখিত হয়েছে। টেলিভিশান ও বিভিন্ন চলচ্চিত্রেও খ্রীষ্টকে প্রায় সময়েই আক্রমণ করা হয়ে থাকে প্রায় একই প্রকার উন্মুক্ত ভাবেই।

আপনার বসবাসকারী সমাজের মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজেও আপনারা যারা ছাত্ররাও এই বিষয়ে যথেষ্টই সতর্ক যে আপনাদের অধ্যাপকদের মধ্যেও যীশু বা খ্রীষ্টিয়ানিটির বিষয়ে কোন সময়েই ভাল শব্দ ব্যবহার করেন না। আপনার অধ্যাপকের দ্বারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষাকে ক্রমাগত ভাবেই আক্রমণ করা ও মর্য্যাদাহীন করে তোলা হয়েছে।

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষদের ত্যাজ্য"(যিশাইয় ৫৩:৩)

স্কুলের মধ্যে আপনার সহপাঠী এবং আপনার কার্য্যক্ষেত্রের সহকর্মী খ্রীষ্টের শব্দকে অভিশাপকারী হিসাবে ব্যবহার করে এবং প্রায় প্রতিনিয়তই মন্দ হিসাবে কথা বলে।

আপনি যদি অখ্রিষ্টিয় পরিবার বা বাড়ী, থেকে আসছেন তবে সেখানেও আপনি কোন আশ্রয় পান না! আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে আপনার অখ্রীষ্টিয় পিতা মাতা সেই পরিত্রাতাকে কি ভাবেই না পরিত্যাগ এবং অবজ্ঞা করেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন খ্রীষ্টের উপরে বিদ্রুপ ও অপবাদের প্রতি কতটাই না দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে – আরা তাঁর ওপরে বিশ্বাস করার জন্য এবং ব্যাপটিস্ট মন্ডলীতে এক নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টিয়ান হওয়াতেও আপনার প্রতি তাই হতে পারে। এই সমস্ত কিছু উদ্ভুত হচ্ছে শত্রুভাবাপন্নতা থেকে এবং মনুষ্য জাতির কলুষিত হৃদয় থেকে।

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষদের ত্যাজ্য"(যিশাইয় ৫৩:৩)

২.দ্বিতীয়, সম্পূর্ন দূরাচারাত্ব খ্রীষ্টের মর্মপীড়া ও বিষাদের কারণ।

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য; ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন...." (যিশাইয় ৫৩:৩)

কোন বিষয়টা খ্রীষ্টের মর্মপীড়া ও বিষাদের কারণ হয়েছিল? হারিয়ে যাওয়া এই জগৎ শত্রুভাবাপন্নতা ও পরিত্যাক্ত ভাব ছাড়া আর কি তাঁকে দিতে পারে!

তিনি যখন এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করছিলেন তখন স্ক্রাইব, ফরীশী এবং মহাযাজকেরা তাঁর প্রতি এতটাই বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন আর প্রচন্ডভাবে তাঁকে প্রত্যাখান করেন যার জন্য তাঁকে মনের মধ্যে অত্যন্ত মর্মবেদনার স্বীকার হতে হয়ঃ

"ওহ জেরুজালেম, জেরুজালেম, তুমি ভাববাদীগণকে বধ করিয়া থাকো, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর করিয়া থাক! কুক্কুটি যেমন আপন শাবক দিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, আমি কতোবার তেমনি তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, *কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না*" (লূক ১৩:৩৪)।

খ্রীষ্ট মর্মপীড়া এবং যাতনার দ্বারা ভগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, মানুষের পাপের জন্য এতোটাই অবনত হয়েছিলেন যে গ্যাৎশিমানির বাগানে ঠিক যে রাত্রে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে সেই রাত্রির আগে,

"পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হইয়া আরও একাগ্র ভাবে প্রার্থনা করিলেন, আর তাঁহার ঘর্ম যেন রক্তে ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল"(লূক ২২:৪৪)।

সেখানেই আমার প্রভু সমস্ত অপরাধ বহন করলেন;
কেবলমাত্র অনুগ্রহের দ্বারাই এটা বিশ্বাস করা যায়;
কিন্তু যে নিষ্ঠুরতা তিনি অনুভব করেছিলেন
তা কল্পনা করা যেন এক বিশাল।
তাঁর মতো কেউই এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেনা,
গ্যেৎশিমানী যেন তখন বিষন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন!
তাঁর মতো কেউই এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেনা,
গ্যেৎশিমানী যেন তখন বিষন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন!
("Gethsemane" by Joseph Hart, ১৭১২-১৭৬৮; altered by the Pastor; to the tune of "Come, Ye Sinners").

যদি আপনার পাপ না হয় তবে, তাঁর শরীর ও মনের মধ্যে কোন বিষয়টা খ্রীষ্টকে মর্মবেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল? আপনার কলুষিত স্বভাবের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন ও বিরুদ্ধাচারণ ভাবের জন্য তাঁর উপরে ঈশ্বরের দণ্ড নামিয়ে আনা হয়েছিল, *সেটাই কি*

তাঁকে দুঃখ ও মর্মপীড়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে, তাঁকে গেৎশিমানী থেকে ক্রুশ পর্যন্ত আপনার পাপকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপরিহার্য্য করে তুলে ছিল?

কি অদ্ভুতই না এই নাম, দুঃখীমানব
কেননা ঈশ্বরের পুত্র যিনি আসিয়াছেন
যেন হারিয়ে যাওয়া পাপীদের পুনরুদ্ধার করেন!
কি আশ্চর্য্য এই ত্রাতা! হাল্লেলুইয়া!

অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে উপহাস এবং লজ্জা বহন করলেন,
আমার স্থানে দোষী হয়ে তিনি দন্ডনীয় হলেন;
তাঁর রক্তে আমার ক্ষমাকে মুদ্রাংকিত করলেন;
কি আশ্চর্য্য এই ত্রাতা! হাল্লেলুইয়া!
("Hallelujah! What a Saviour!" ফিলিপ পি. ব্লিস দ্বারা ১৮৩৮-১৮৭৬)।

তিনি যখন স্বর্গ থেকে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন তখন আজকে আপনার অন্তরের স্বভাবের মধ্যে কি রয়েছে যা যীশুকে দুঃখ, মর্মপীড়া দিচ্ছে? আপনি যে তাঁকে পরিত্যাক্ত ও অবজ্ঞা করছেন সেই কারণে তিনি আপনার প্রতি দুঃখার্ত ও শোকার্ত। আপনি হয়তো বলতে পারেন যে তাঁকে আপনি ভালোবাসেন। কিন্তু ঘটনা হল তাঁর উপরে নির্ভর করতে আপনি অসম্মতি প্রকাশ করছেন যা প্রকাশ করে আপনি সত্য সত্যই তাঁকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিজের বিষয়ে সততার পরিচয় দিন! আপনি যদি তাঁকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখান না করেন তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে যা তাঁর উপরে নির্ভর করা থেকে আপনাকে দূরে রাখছে? তাঁর উপরে নির্ভর করার প্রতি আপনার অসম্মতি তাঁকে প্রচন্ডভাবে মর্মপীড়া ও দুঃখ প্রদান করছে আজকের এই সন্ধ্যাবেলায়।

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন....." (যিশাইয় ৫৩:৩)।

৩. তৃতীয়, সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব মনুষ্যজাতির কাছে খ্রীষ্ট থেকে ইহার মুখকে লুকিয়ে রাখার কারণ হয়ে উঠেছে।

শাস্ত্রাংশের তৃতীয় অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন....."(যিশাইয় ৫৩:৩)।

ডাঃ গীল বলেছেন, *"আর তাঁহা হইতে আমরা আমাদের মুখকে আচ্ছাদন করেছি;* ঠিক বিরাগ শোষণকারী এবং ন্যাক্কারজনক ভাবে, যেন তাঁর প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছি ও তাঁকে ঘৃণ্যভাবে পরিহার করেছি, তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য সহকারে দৃষ্টিপাত করেছি ও অবাঞ্ছিতের ন্যায় কোন ভ্রুক্ষেপ করিনি" (John Gill, D.D., ***An Exposition of the Old Testament,*** The Baptist Standard Bearer, ১৯৮৯ পুণঃমুদ্রন, ভল্যুম ১, পৃ.৩১১-৩১২)।

তাদের দুরাচারের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে, মানুষ তাদের মুখকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। ডাঃ ইয়াং, যেমন ভাবে বলেছেন, তারা হয়তো, "তাঁর বিষয়ে তুষ্টিকর ও সৌজন্যমূলক কথা বলতে পারে.... (কিন্তু) যাই হোক না কেন, তারা স্বীকার করে যে তারা পাপী, অনন্তকালীন শাস্তির যোগ্য, আর খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল এক প্রতিনিধিত্বকারী বলিদান, যা ঈশ্বরের প্রতি ন্যায় ও সাধনা করার জন্য চিত্রিত এবং ঈশ্বরের প্রতি একজন লঙ্ঘনকারী পাপীর মিলন সাধন। ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ে ঈশ্বর যা বলেন তা তাদের কাছে অগ্রহনীয়" (ইয়ং, ইবিড)।

অখ্রিষ্টিয় ধর্ম হয় যীশুকে সম্পূর্ন ভাবে প্রত্যাখান করে, অথবা তাঁকে অপসারিত করে নিছকই এক "ভাববাদী" বা "শিক্ষক" হিসাবে। আর এইভাবেই, বাইবেলে তাঁকে যে ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে সেই মতো *প্রকৃত* খ্রীষ্টকে তারা না মেনে, তাঁকে

প্রত্যাখান করে। তারা গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানিটি প্রত্যাখান করে প্রকৃত খ্রীষ্টের পরিবর্তে "অন্য যীশুকে পরিবর্তন করে যার বিষয়ে পল কোন সময়েই প্রচার করেন নি"(২-য় করিন্থীয় ১১:৪)। যীশু এই বিষয়ে ভবিষ্যবাণী করেন এই কথা বলার দ্বারা, 'কেননা সেখানে ভক্ত খ্রীষ্টরা ও ভক্ত ভাববাদীরা উঠবে' (মথি ২৪:২৪)। প্রকৃত খ্রীষ্ট হলেন একমাত্র তিনিই যাকে পুরাতন ও নতুন নিয়মে প্রকাশ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে অন্য সমস্ত পরিকল্পনাগুলো হল 'ভ্রান্ত খ্রীষ্ট' সম্বন্ধে বা প্রেরিত পল ইহাকে যে ভাবে তুলে ধরেছেন, 'অন্য যীশু যার বিষয়ে আমরা কোন দিনই প্রচার করিনি'। মরমনসদের কাছে রয়েছে এক ভ্রান্ত খ্রীষ্ট। যিহোবা উইটনেসদের কাছেও রয়েছে ভ্রান্ত খ্রীষ্ট। আজকে বহু ইভাঞ্জিলিক্যাল প্রচার প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও রয়েছে ভ্রান্ত 'খ্রীষ্টের আত্মা', এক নাস্তিক খ্রীষ্ট বা নেতিবাচক খ্রীষ্ট যার বিষয়ে মাইকেল হার্টন তার বই 'খ্রীষ্ট বিহীন খ্রীষ্ট ধর্ম' সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন ((বেকার বুকস,২০০৮)। শাস্ত্রে যেমন ভাবে প্রকৃত খ্রীষ্ট প্রকাশিত হয়েছে সেই ভাবে তাঁকে বিশ্বাস না করে তারা ভ্রান্ত খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার দ্বারা নিজেদের মুখকে লুকিয়ে রেখেছে।

দুঃখের বিষয় এটা প্রায় সময়ে সুসমাচার প্রচারকারী খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও এই মতো হয়ে থাকে। ডাঃ এ. ডব্লুউ. টোজার, এক উচ্চমানের সুসমাচার প্রচারকারী লেখক এই কথা বলার দ্বারা সেই বিষয়টাকে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক করে দিয়েছেন,

> এই বর্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে এমন বহু মিথ্যা [তাঁর মতো অবিকল] খ্রীষ্টিয়রা রয়েছে। জন ওয়েন যিনি হলেন সবথেকে প্রাচীন পিউরিটিয়ান, তিনি তার সময়ে লোকেদের সতর্ক করে দিয়েছিলেনঃ "আপনাদের কাছে এক কল্পনাকারী খ্রীষ্ট রয়েছেন আর আপনি যদি কল্পনাপ্রবণ খ্রীষ্ট সম্বন্ধে পরিতৃপ্ত তবে আপনাকে কল্পনাপ্রবণ পরিত্রাণেও পরিতৃপ্ত থাকতে হবে"....কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র একমাত্র প্রকৃত খ্রীষ্ট রয়েছেন আর ঈশ্বর বলেছেন তিনি হলেন তাঁর পুত্র। এমন কি যারা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে স্বীকার করে তখন সেখানে তাঁর মানবত্ব সম্বন্ধে বুঝে ওঠাটাও প্রায় সময়ে দূর্বল হয়ে উঠবে। আমরা এই দাবি করার জন্য এতটাই প্রাণবন্ত কেননা তিনি যখন এই জগতে পদভ্রমণ করেন তখন তিনি *মানুষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরও* ছিলেন, কিন্তু সেই সত্যটাকে সমান গুরুত্ব আরোপ করার প্রতিও আমরা উপেক্ষা করে থাকি, এখন বর্তমানে তিনি যেখানে বসে রয়েছেন তা হল অতি উচ্চ চিন্তাশীল সিংহাসন [উপরে স্বর্গে] তিনিই হলেন *ঈশ্বররূপী মানব।* এখন নতুন নিয়মের যে শিক্ষা, বিশেষ করে এই মুহূর্তে স্বর্গে যেখানে এক ব্যাক্তি বা এক মনুষ্য আমাদের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রকাশমান রয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই সেই প্রকার মনুষ্য ছিলেন ঠিক যেমনটি আদম বা মোজেস বা পলের মতোই। আজকে তিনি বাস্তব মানুষ, মনুষ্যজাতির জন্য এক প্রকৃত বাস্তবিক ব্যাক্তি।
>
> কেবল মাত্র "সমাপ্তকারী কার্য্য গ্রহণ" বা "খ্রীষ্টের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার" দ্বারাই পরিত্রাণ আসে না। [পরিত্রাণ] আসে প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করার দ্বারা, যিনি হলেন সম্পূর্ণ, জীবন্ত, বিজয়ী প্রভু, ঠিক ঈশ্বর ও মনুষ্যের মতোই, আমাদের জন্য যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছেন, আমাদের পাপের ঋণকে গ্রহণ করেছেন ও ইহার জন্য মূল্য চুকিয়েছেন, আমাদের পাপ সকল নিয়ে তারই মধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন এবং আমাদের স্বাধীন করার জন্য পুনরায় মৃত্যু থেকে উঠলেন। এটাই হল প্রকৃত খ্রীষ্ট আর এর থেকে অল্প কিছুই নয়। (A. W. Tozer, D.D,. "Jesus Christ is Lord," ***Gems From Tozer,*** Christian Publications, ১৯৬৯, by permission of Send the Light trust – ১৯৭৯, পৃ.২৪, ২৫)।

মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত যে প্রবঞ্চনা তা অপরিত্রানপ্রাপ্ত লোকেদের বাস্তব খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের মুখকে লুকিয়ে রাখতে প্রবুদ্ধ করে।

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য"(যিশাইয় ৫৩:৩)

৪. চতুর্থ, মনুষ্য জাতির দুরাচারিত্ব খ্রীষ্টের মূল্যকে হ্রাস করে দেয়।

আমাদের পাঠ্যাংশের শেষের দিকে, দৃষ্টিপাত করি যা হল তৃতীয় পদ। আসুন আমরা উঠে দাঁড়িয়ে শেষের অংশটি উচ্চৈস্বরে পড়ি, আমরা আরম্ভ করি এই শব্দের সঙ্গে, 'তিনি অবজ্ঞাত....'।

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য"(যিশাইয় ৫৩:৩)।

আপনারা বসতে পারেন। 'আমরা তাঁকে মান্য করি নি' এই কথা বলার সময়ে, স্পারজিউন, যিনি হলেন "প্রচারকদের রাজপুত্র",বলেন,

> এটা নিশ্চিতভাবেই মনুষ্য জাতির কাছে বিশ্বজনীন এক স্বীকারোক্তি। তা এমন কি সর্ব উচ্চ, সর্ব কালের মহান সম্রাট থেকে [সর্বনিম্ন] পর্য্যায়ের ক্ষেত মজুর পর্যন্ত সব থেকে আড়ম্বরশীল বিবেচক ব্যাক্তি থেকে সবচেয়ে মর্য্যাদাহীন বুদ্ধিমত্তা ব্যাক্তি পর্যন্ত, বিমুগ্ধকারী সমস্ত ব্যাক্তি থেকে অজানা এবং তাৎপর্যহীন ব্যাক্তি পর্যন্ত এই এক স্বীকারোক্তি অবশ্যই করা প্রয়োজনঃ 'আমরা তাঁকে মান্য করিনি'। এমন কি পবিত্র সাধুদের মধ্যে... এমন কি তারাও একবার "তাঁকে মান্য করেনি" বা "তাঁর বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করেনি [একটা সময়ে তারা কনভার্ট হওয়ার আগে]" (C. H. Spurgeon, "Why Christ is Not Esteemed," ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, ১৯৭৮পুণঃমুদ্রণ, ভল্যুম LIII, পৃ. ১৫৭)

সেই একই সংবাদে, যার শিরোনাম "খ্রীষ্টকে কেন মান্য করা হয়নি", সেখানে স্পারজিউন চারটি যুক্তি প্রদর্শন করেন, যে কেন হারিয়ে যাওয়া এই জগৎ খ্রীষ্টকে উপলব্ধি করা থেকে পতিত হয়, যারা কনভার্ট হয় নি তারা কেন খ্রীষ্টের মূল্যবোধ দেখতে পায়নি, আর কেনই বা তাঁর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেনি, তাঁকে মান্য করে তাঁর আরাধনা করেনি। স্পারজিউন বলেন যে অপরিত্রানপ্রাপ্ত লোকেরা তাঁকে মান্য করেনি এই চারটি কারণেঃ

(১) মনুষ্য খ্রীষ্টকে মূল্য প্রদান করেনি কেননা তারা নিজেদের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। "আত্মমত পোষণের", বিষয়ে তিনি বলেন, "যীশুকে বাইরে রেখে....আমাদের আত্মমতকে বেশী করে উন্নত করা, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের নিজেদের দরজাকে অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে [সুরক্ষিত] করি। পরিত্রাতা বা উদ্ধার কর্তাকে প্রেম করা থেকে নিজেদের ভালোবাসা নিবৃত্ত করাতে যত্নবান থাকা"

(২) লোকেরা খ্রীষ্টের মূল্য দেয়না কেননা তারা এই জগৎকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে শ্রদ্ধা করে। স্পারজিউন বলেছেন, "জগতকে ও ইহার সমস্ত বাতুলতাকে ভালোবাসি বলেই আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি না।"

(৩)লোকেরা খ্রীষ্টকে মূল্য প্রদান করেনা কেননা তারা তাঁকে জানে না। স্পারজিউন বলেছেন, "খ্রীষ্টকে জানা ও খ্রীষ্টের বিষয়ে জানার মধ্যে এক বিরাট ব্যাবধান রয়েছে.... যারা খ্রীষ্টকে ভুল ভাবে চিন্তা করে তারা কোন ভাবেই তাঁকে জানতে পারে না... 'আমরা তাঁকে মান্য করিনা' কেননা আমরা তাঁকে জানি না।"

(৪) মানুষেরা খ্রীষ্টকে মূল্য দেয় না কেননা তারা আত্মিক ভাবে মৃত। স্পারজিউন বলেছেন, "আমরা যে খ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা করিনি তাই তাদের প্রয়োজনে বিস্মিত হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা আত্মিক রূপে আমরা মৃত ছিলাম... আমরা আমাদের 'অন্যায় কার্য্যে মৃত ছিলাম', এবং, ঠিক ল্যাজারাস তার কবরের মধ্যে যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনি, যত মুহূর্ত যায়, ততই আমরা আমাদের মন্দ কার্য্যে দূর্নীতি পরায়ন হয়ে উঠি।"

মনুষ্য জাতি পরিত্রাতাকে কেন প্রত্যাখান করেছে সেই বিষয়েই স্পারজিওন, এই যুক্তিগুলো প্রদান করেন, কেননা ঘটনা হল তারা তাঁর মধ্যে কোন মূল্যবোধ দেখতে পায় না। আমি ভাবছি সেটা কি আপনার জন্যেও প্রযোজ্য নয়?

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র, ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে; তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর *আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই*" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

এই সংবাদের বাক্য কিছু দুরাচারাত্বের বিষয় অনুভব করতে সাহায্য করেছে, যীশুর প্রতি আপনার অনমনীয় প্রতিরোধের বিষয়ে? আপনার হৃদয়ে এই দুর্নীতির বিষয়ে সামান্য হলেও কি কিছু অনুভব করছেন, যা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করেছে ও তাঁকে কোন মূল্যই দেয় নি? আপনার মধ্যে যদি আপনি সেই দুর্নীতির ভীষণ ভাবের বিষয়ে কিছু উপলব্ধি করেছেন, তবে আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি কেবল মাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আপনি ইহা করছেন, ঠিক যেমন ভাবে জন নিউটন উল্লেখ করেছেন,

কি বিস্ময়কর এই অনুগ্রহ! কি মধুর এই ধ্বনি
যা আমার মতো হতভাগ্যকে উদ্ধার করেছে!
এক সময়ে আমি হারিয়ে গেছিলাম, কিন্তু এখন আমাকে পাওয়া গেছে,
অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি।

তোমারই অনুগ্রহ আমার হৃদয়কে ভয় করতে শিখিয়েছে,
আর অনুগ্রহই আমার ভয়কে অব্যাহতি দিয়েছে;
যে অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তা কতোই না মূল্যবান
অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি।
("Amazing Grace" জন নিউটন দ্বারা, ১৭২৫-১৮০৭)

আপনি যদি অনুভব করেন আপনার হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও খ্রীষ্টের বিরুদ্ধাচারী, বিফল আর খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করার জন্য আপনি কোনভাবে শোচনীয়তা অনুভব করছেন, তাহলে কি আপনি তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবেন? আপনি কি খ্রীষ্টের ওপরে নির্ভর করবেন, যাকে এই জগৎ প্রত্যাখান ও অশ্রদ্ধা করেছে? আপনি যখন যীশুর উপর নির্ভর করেন তখন আপনি মুহূর্তের মধ্যেই পাপ ও নরক থেকে উদ্ধার লাভ করবেন তাঁর রক্ত ও ধার্মিকতার দ্বারা। আমেন।

খসড়া চিত্র

খ্রীষ্ট-বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে নিম্নতর

যিশাইয় ৫৩-র চতুর্থতম সংবাদ

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

(রোমীয় ৮:৭; মথি ২৭:৩০,২৬)।

১. **প্রথম, সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতি অবজ্ঞা ও পরিত্যাজ্যতার প্রতি পরিচালিত করে।** যিশাইয় ৫৩:৩এ

২. **দ্বিতীয়, সম্পূর্ন দূরাচারাত্ব খ্রীষ্টের মর্মপীড়া ও বিষাদের কারণ।**
যিশাইয় ৫৩:৩ বি; লূক ১৩:৩৪; ২২:৪৪

৩. **তৃতীয়, সম্পূর্ণ দূরাচারাত্ব মনুষ্যজাতির কাছে খ্রীষ্ট থেকে ইহার মুখকে লুকিয়ে রাখার কারণ হয়ে উঠেছে।**
যিশাইয় ৫৩:৩ সি; ২-য় করিন্থিয়ানস ১১:৪; মথি ২৪:২৪

৪. **চতুর্থ, মনুষ্য জাতির দুরাচারিত্ব খ্রীষ্টের মূল্যকে হ্রাস করে দেয়।**
যিশাইয় ৫৩:৩ ডি

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ – যথার্থ এবং ভ্রান্ত

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ৫-ম সংখ্যার উপদেশ

CHRIST'S SUFFERING – THE TRUE AND THE FALSE

(SERMON NUMBER 5 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ আর.এল.হাইমার্স,জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালের ১৭-ই মার্চ লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে সদাপ্রভুর দিনের এক সকালে একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, March 17, 2013

> "সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত" (যিশাইয় ৫৩:৪)

আমাদের পাঠ্যাংশের প্রথম অংশ বলে যে যীশু "আমদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন।" পদের এই অংশে তা মথি ৮:১৭ পদে উদ্ধৃত হয়েছে,

> "তিনি আপনি আমাদের দূর্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন করিলেন" (মথি ৮:১৭)

যিশাইয় ৫৩:৪ পদে ইহা যেমন সুনির্দিষ্ট ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে তেমনি মথি ৫৩:৪ পদে ইহা যেন আরো প্রয়োগ বিশিষ্ট। ডাঃ এডোয়ার্ড জে. ইয়াং বলেছেন, "মথি ৮:১৭ পদের নির্দেশ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, যদিও অসুস্থতার বিষয়ে এখানের যে বিশেষ চেহারা তা পাপের প্রতিই নির্দেশ করে; এই পদটি আবার পাপের পরিণাম দূর করার যে চিন্তা ধারা সেই বিষয়ের প্রতিই অন্তর্ভুক্ত করে। পীড়া হল পাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ"। (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** William B. Eerdmans Publishing Company, volume 3, p. 345).

মথি ৮:১৭ পদের যে প্রায়শ্চিত্ত তা অসুস্থতার আরোগ্য লাভের প্রতি ইংগিত প্রদান করে। কিন্তু আমাদের অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইহা কেবলমাত্র একটি আবেদন যা মথি-র দ্বারা দেওয়া হয়েছিল; আর পাঠ্যাংশে যে ভাবে ইহা দেওয়া হয়েছে তার মুখ্য অর্থ তা নয়। অধ্যাপক হেংস্টেনবার্গ যথার্থ ভাবে উল্লেখ করেন সেই দাস (খ্রীষ্ট) ইহার পরিণাম স্বরূপ পাপ সকল বহন করেন, আর তাদের মধ্যে অসুস্থতা এবং ব্যথা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ইহাকে এইভাবে লক্ষ্য করতে হবে মথি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই (যিশাইয় ৫৩:৪, সেই হিব্রু) স্বাভাবিক মান থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন, সেই ঘটনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন খ্রীষ্ট প্রসঙ্গত আমাদের অসুস্থতা সকল নিজের মধ্যে ধারণ করলেন।" (quoted in Young, ibid., page 345, footnote 13).

চারটি সুসমাচার সতর্কতার সংগে পড়ে দেখা যায় প্রমাণ স্বরূপ খ্রীষ্ট যেমন অসুস্থতা সুস্থ করলেন তেমনি ইহাকে রুপান্তর সাধন করে উদ্ধার করার দ্বারা তিনি মনকেও সুস্থ করতে পারেন। এর উদাহরণস্বরূপ এটাকে দেখা যেতে পারে দশজন কুষ্ঠ রোগীর জীবনে যারা যীশুর প্রতি চিৎকার করে বলে, "যীশু নাথ, আমাদের প্রতি দয়া করুন" (লূক ১৭:১৩)। যীশু তাদের মন্দিরে পাঠিয়ে দেন যেন তারা সেখানে যাজকদের দেখাতে পারে আর তারা যখন চলে যায় তখনি তারা সুস্থতা লাভ করে" (লূক ১৭:১৪)। খ্রীষ্টের পরাক্রমী শক্তির দ্বারা শারীরিক ভাবে আরোগ্যলাভ করেছিল, কথোপকথনের মধ্যে সে যখন যীশুর কাছে ফিরে আসে "তখন সে তার চরণে পড়ে ও তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান করতে থাকে" (লূক ১৭:১৬)। এর পরে যীশু তাকে বলেন, "উঠে চলে যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে"(লূক ১৭:১৯)। আর ইহা কেবল মাত্র তখনই যে আত্মিক ভাবে ও

সেই সঙ্গে শারিরীক ভাবে আরোগ্য পায়। আমরা দেখি যে খ্রীষ্ট এই প্রকার বহু অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেন যেমন ধরুন, তিনি অন্ধের চক্ষু খুলে দেন। প্রথমে তিনি মনে করেন যে যীশু হয়তো কেবলই "একজন ভাববাদী" (যোহন ৯:১৭)। পরে তিনি বলে ওঠেন,

> "আমি বিশ্বাস করি প্রভু। আর তখন সে তাঁকে প্রণাম করলো" (যোহন ৯:৩৮)।

ইহা কেবলমাত্র তখনই সেই ব্যক্তি উদ্ধার লাভ করেছিল,

অতএব আমরা এই নিষ্পত্তি নিতে পারি শারীরিক আরোগ্যতা হল পরবর্তী বিষয় আর যিশাইয় ৫৩:৪ পদের মুখ্য যে গুরুত্ব তা হল আত্মিক আরোগ্যতার উপরে। ডাঃ জে. ভারনন ম্যাগগী বলেছেন,

> যিশাইয়-র বই এর এই অনুচ্ছেদটি পরিষ্কার ভাবেই উদ্ধৃত করে যে আমরা আমাদের অপরাধ ও দোষ থেকে আরোগ্যতা লাভ করেছি (যিশাইয় ৫৩:৫)। আপনি হয়তো আমাকে বলবেন, "আপনি কি সেই বিষয়ে নিশ্চিত?" আমি জানি এই পদটি এই বিষয়েই বলছে কেননা পিতর বলেন, "তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই" (১-ম পিতর ২:২৪)। কি থেকে আরোগ্যতা লাভ করেছি? এখানে অত্যন্ত ভাবেই পরিষ্কার করে দিচ্ছেন যেখানে তিনি পাপের বিষয়ে কথা বলছেন (McGee, ibid., page 49).

এই ব্যাখ্যা আমাদের পাঠ্যাংশের প্রতি ফিরিয়ে নিয়ে যায়,

> "সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু, আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত" (যিশাইয় ৫৩:৪).

এই পদটি মুখ্যত দুটি অংশে বিভক্তঃ (১) প্রকৃত যে কারণে খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করেছেন, তা বাইবেলে দেওয়া হয়েছে; এবং (২) ভ্রান্ত যুক্তি যা অন্ধ লোকেরা বিশ্বাস করে।

১. প্রথম, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের প্রকৃত কারণ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে।

> "সত্য; আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন..." (যিশাইয় ৫৩:৪).

"সত্য" এই যে শব্দ তা খ্রীষ্ট যে জন্য দুঃখভোগ করেছেন তার তুলনা এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেই ভ্রান্ত যুক্তি যা অন্ধ লোকেরা বিশ্বাস করে। "সত্য" এটা হল প্রকৃত বাস্তব এক উক্তি; তথাপি ভ্রান্ত যুক্তির থেকে তা ভালো;

> "সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু, আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত" (যিশাইয় ৫৩:৪).

সেই সঙ্গে, "যাতনা" এবং "ব্যাথা" এই উভয়কে অবশ্যই বুঝে উঠতে হবে। হিব্রু ভাষাতে "যাতনা" শব্দের যে অর্থ তা হল "পীড়া।" যিশাইয় ১:৫-৬ পদের মধ্যে "পাপের" জন্য যিশাইয় ইহাকে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এখানেও বাস্তবে ইহা "পাপের"

এক সমার্থক শব্দ। যাতনাকে পাপের জন্য শারীরিক যাতনা এবং পীড়ার প্রতি নির্দেশ করে। ব্যথা নির্দেশ করে, "তীব্র যাতনার মধ্যে ব্যাথা বা পাপের জন্য বা পাপ থেকে এবং ব্যাথা, যন্ত্রণা ও তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা পাপই উৎপন্ন করে থাকে। আর এর অর্থই হল পাপের পীড়া এবং ইহার যন্ত্রণা।

এর পরে লক্ষ্য করুন "তুলিয়া লইলেন"। ইহার অর্থ হল "বহন করলেন।" কিন্তু "ইহা আবার তুলিয়া লওয়া বা [বহন করার] থেকেও বড় কিছু। এখানের যে চিন্তাধারা তা হল তুলে নেওয়া বা বহন করা" (Young, ibid., p. 345)। যা মানুষের ছিল খ্রীষ্ট সেই পাপকে নিজের উপরে বহন বা তুলে নিলেন, যেগুলোকে নিজের উপরে তুলে নিলেন আর সেই সমস্ত পাপ সকল বহন করলেন। খ্রীষ্ট যখন তার ক্রুশকে বহন করে কালভেরীর পথে বহন করলেন তখন তিনি যারা রুপান্তরিত বা কনভার্ট হবেন তাদের পাপ বহন করলেন। আর তাই প্রেরিত পিতর যা বলেন তখন তার অর্থ হল খ্রীষ্টের বিষয়ে,

> "তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজেদেহ কাঠের উপরে রাখলেন"(১-ম পিতর ২:২৪).

কেইল এবং ডেলিত'স কমেন্টারি যেভাবে উল্লেখ করেন,

> এর অর্থ এমন নয় যে [খ্রীষ্ট] আমাদের দুঃখভোগের সহভাগিতার মধ্যে প্রবেশ করলেন কিন্তু তিনি দুঃখভোগ আপনি নিজের উপরে নিলেন যা আমাদের বহন করার ছিল এবং বহন করার যোগ্য ছিলাম অতএব সেগুলোকে তিনি বহন করলেন তাই নয় কিন্তু সেগুলোকে আপনার নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বা শরীরের মধ্যে ধারণ করলেন যাতে তিনি আমাদের সেগুলোর হাত থেকে মুক্ত বা স্বাধীন করতে পারেন। যা অন্য একজনকে বহন করার হয় তা যখন অন্য এক ব্যাক্তি নিজের উপরে সেই দুঃখভোগকে বহন করেন অতএব তখন তিনি ইহার দ্বারা তার সংগে কষ্ট সহ্য করেন তাই নয় কিন্তু তার জায়গাতে তিনি কষ্ট সহ্য করেন আর এটাকেই বলা হয় *প্রতিকম্পন* (Franz Delitzsch, Th.D., ***Commentary on the Old Testament in Ten Volumes,*** William B. Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, volume VII, p. 316).

আমাদের পাপ সকল খ্রীষ্ট তার নিজের শরীরের উপরে ধারণ করিলেন এবং সেগুলোকে বহন করে তা দূর করে দিলেন, কালভেরী পর্বতে সেই ক্রুশের উপরে। আর সেখানেই তিনি আমাদের পাপের জন্য মূল্য চুকিয়ে দিলেন বা মিটিয়ে দিলেন। "এটাকেই বলা হয় প্রতিকম্পন"!!! "প্রচন্ডভাবেই তিনি লজ্জা ও অবজ্ঞা সহ্য করে গেলেন"। ইহাকে আমরা গাই!

> প্রচন্ডভাবেই তিনি লজ্জা ও অবজ্ঞার পাত্র হলেন
> আমার স্থানে তিনি নিন্দার পাত্র হলেন
> তাঁর রক্তে আমার ক্ষমার মুদ্রাঙ্কিত করলেন
> হাল্লেলূইয়া! কি মহান ত্রাতা!
> ("Hallelujah! What a Saviour!" by Philip P. Bliss, 1838-1876).

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন" (যিশাইয় ৫৩:৫).

> "শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন" (১-ম করিন্থীয় ১৫:৩).

"সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন....."
(যিশাইয় ৫৩:৪).

ডাঃ ডাব্লুউ. এ. ক্রিসওয়েল বলেছেন,

ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের মৃত্যু আমাদের পাপের ফল ও তার এক পরিণাম। প্রভু যীশুকে কে হত্যা করেছিলেন? প্রতাপের রাজকুমারকে প্রাণদন্ডে কে দন্ডিত করেছিলেন? যেখানে তিনি কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করলেন সেখানে কে তাঁকে পেরেক বিদ্ধ করলেন? সেই দোষ কার ছিল?... ইহাকে নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে, যে আমাদের সকলেরই ভুমিকা ছিল। কাঁটার সেই যে মুকুট তা তাঁর কপালের উপরে মাথাতে আমার পাপের জন্যই গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। সেই দাঁতালো পেরেকের দ্বারা আমার পাপ সকল তাঁর হাত দুটিকে বিদ্ধ করেছিল। আমার পাপ প্রচন্ড আঘাতে বর্শার দ্বারা তাঁর বক্ষকে বিদীর্ণ করেছিল। আমার পাপ সকল প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপরে পেরেক বিদ্ধ করেছিল। আমাদের প্রভুর যে মৃত্যু – সেটাই হল তার অর্থ। (W. A. Criswell, Ph.D., "The Blood of the Cross," ***Messages From My Heart,*** REL Publications, 1994, pages 510-511).

"শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন"
(১-ম করিন্থীয় ১৫:৩).

"সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩:৪).

"প্রচন্ডভাবেই তিনি লজ্জা ও অবজ্ঞা সহ্য করে গেলেন"। আসুন পুনরায় আমরা গান করি!

প্রচন্ডভাবেই তিনি লজ্জা ও অবজ্ঞার পাত্র হলেন
আমার স্থানে তিনি নিন্দার পাত্র হলেন
তাঁর রক্তে আমার ক্ষমার মুদ্রাঙ্কিত করলেন
হাল্লেলূইয়া! কি মহান ত্রাতা!

খ্রীষ্টের দুঃখভোগের যুক্তি হল *সেটাই – আপনার* পাপের জন্য মূল্য প্রদান করা। কিন্তু মনুষ্য জাতি তাদের অন্ধতা ও বিদ্রোহের জন্য এই সৌন্দর্য্যতাকে বিকৃত করে দিয়েছে খ্রীষ্টের পরিত্রাণকারী প্রতিকল্পনীয় মৃত্যুর সত্যতাকে মিথ্যায় পরিণত করেছে! যা আমাদের দ্বিতীয় বিষয়ের প্রতি এগিয়ে নিয়ে যায়।

২. দ্বিতীয়, লোকেদের দ্বারা দত্ত খ্রীষ্টের দুঃখভোগের ভ্রান্ত যুক্তি।

আমাদের পাঠ্যাংশের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করি, আসুন একত্রে উঠে দাঁড়িয়ে ইহাকে উচ্চস্বরে পড়তে থাকি।

"সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু, আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত"
(যিশাইয় ৫৩:৪).

আপনারা বসুন।

"তবু আমরা মনে করেছিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত"। "আমরা" আদমের বংশধর গণ। শয়তানের দ্বারা অন্ধ হয়ে গিয়েছি। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ যে পাপীর ক্ষমাদান করার বিকল্প তা দেখা থেকে আমরা পতিত হয়েছি, আমাদের পরিবর্তে

প্রতিকম্পনীয় ভাবে আমাদের জায়গায় তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। আমরা মনে করে ছিলাম তিনি হতভাগা বেকুব, হতে পারে পাগল বা বিভ্রান্তিকর ব্যক্তি অথবা ফরীশীরা যে ভাবে বলেছেন, "মন্দ আত্মাগ্রস্ত ব্যাক্তি", যিনি স্থিতিশীল নিয়মের বিরুদ্ধে মোহ সঞ্চার এবং নাটকীয় ভাবে কথা বলার দ্বারা নিজেই নিজের দুঃখভোগকে আহবান করছেন। জবের বন্ধুদের মতোই আমরা মনে করতাম তাঁর নিজের পাপ এবং বোকামি মানুষের অভিশাপ তাঁর বিরুদ্ধে এতোটাই ভীষণ পরিমাণে নেমে এসেছে। আমরা মনে করেছিলাম যে তিনি, সব থেকে বেশী করে শারীরিক ভাবে নির্যাতিত যিনি কিছুর জন্যই মৃত্যু বরণ করেন নি। কোন একটা সময়ে বা কোন উপলক্ষে অনেকে মনে করতো যীশুও ছিলেন অত্যন্ত চরম পন্থী। আমাদের মধ্যে অনেকে এই ধারণা পোষণ করে যে তিনি ধর্মীয় নেতাদের প্রকোপিত করে তুলেছিলেন আর তিনি নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছেন।

আঘাতপ্রাপ্ত? হ্যাঁ,আমরা জানতাম তিনি আঘাত পেয়েছেন। তিনি তিরষ্কৃত? হ্যাঁ, আমরা জানতাম যে তিনি তিরষ্কৃত। যাতনাগ্রস্ত? হ্যাঁ, সেটাও আমরা জানতাম। আমরা জানতাম যে তারা তাদের ঘুষির দ্বারা তাঁকে মুখে আঘাত করেছিল। আমরা জানতাম যে তারা তাঁকে চাবুক দিয়ে মেরেছিলেন। তিনি যে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ হয়েছিলেন তা আমরা জানতাম। প্রায় প্রত্যেকেই সেই ঘটনা জানতেন। কিন্তু আমরা সেগুলোকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করেছিলাম। আমরা অনুভব করতে পারিনি যে ইহা কেবলমাত্র আমাদের বেদনাসকল তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করলেন আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করলেন! আমাদের মনের মধ্যে তাঁকে যখন ক্রুশের উপরে পেরেক বিদ্ধ হতে দেখলাম তখন আমরা মনে করেছিলাম যে তিনি নিজের ভুল ও বিদ্রোহের জন্য শাস্তি ভোগ করছিলেন।

"কিন্তু তা নয়! ইহা কেবল মাত্র আমাদের অধর্মের জন্য, আমাদের অপরাধের জন্য তিনি তা করলেন যাতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি লাভ হতে পারে, যাতে আমরা আমাদের পাপ থেকে আরোগ্যতা লাভ করতে পারি। সত্য ঘটনা হল, আমরাই হলাম সেই লোক যারা বিপথগামী হয়েছিলাম, যারা নিজেরদের স্বার্থপর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করছিলাম আর আমাদের অপরাধ সকল ঈশ্বর তাঁর উপরে প্রদান করলেন, যিনি ছিলেন পাপরোহিত প্রতিকম্পন" (William MacDonald, ***Believer's Bible Commentary,*** Thomas Nelson Publishers, 1995, p. 979).

আমাদের দোষের জন্য তিনি দিলেন শাস্তি
আমাদের বন্ধন থেকে দিলেন মুক্তি
আর তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা, তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা
তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আত্মার আরোগ্যতা এল।
("He Was Wounded" by Thomas O. Chisholm, 1866-1960).

"সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু, আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত"
(যিশাইয় ৫৩:৪).

মিঃ গ্রীফিথ অনুগ্রহ করে সেই পদের গানটি পুনরায় গান।

সেটা কি আপনার জন্যেও সত্য? আপনি কি মনে করেন আপনার পাপ দূর করার পরিবর্তে যীশুখ্রীষ্ট অন্য কোন কারণে ক্রুশের উপরে মৃত্যু বরণ করেছেন? তাহলে সেই বিষয়ে জেনে আপনি যখন তা করেন যে খ্রীষ্ট আপনার স্থলে মৃত্যুবরণ করেছেন যেন আপনার পাপের দন্ড দূর করেন তবে আপনি কি সাধারণ বিশ্বাসে তাঁর উপর নির্ভর করবেন? আপনি কি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর বহুমূল্য রক্তের দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে ধৌত হয়ে ধার্মিক গণিত হবেন?

আমি আপনাকে বলতে চাই যে তাঁর দুঃখ ভোগ ও মৃত্যুর বিষয়ে আপনার মন থেকে সমস্ত প্রকার ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে দূর করে দিন। আপনার পাপের দন্ড মেটাবার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি এই মুহূর্তে

ঈশ্বরের দক্ষিণে স্বর্গে পিতার সঙ্গে বসে আছেন। আমি আপনাকে বলতে চাই তাঁর উপরে নির্ভর করুন আর আপনার পাপ থেকে উদ্ধার লাভ করুন।

কিন্তু যীশুর বিষয়ে এই বিষয়গুলো জানাটাই যথেষ্ট নয়। তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে আপনি সমস্ত ঘটনা জানার পরেও আপনি খ্রিষ্টিয়ান না'ও হতে পারেন। ক্রুশের উপরে যীশুর অকল্পনীয় মৃত্যুর সত্যতা বিষয়ে আপনি জানতে পারেন, তিনি যে পাপীর বদলে মৃত্যু বরণ করেছেন তাও আপনি জানতে পারেন আর তবুও আপনি পরিবর্তিত না'ও হতে পারেন। আপনাকে অবশ্যই যীশুর উপরে নির্ভর করতে হবে তিনি হলেন পুনরুত্থিত প্রভু। আপনি অতি অবশ্যই তাঁর উপরে নির্ভর করে তাঁর প্রতি সমর্পিত থাকুন। তিনিই হলেন পরিত্রাণের পথ। তিনি হলেন অনন্ত জীবনের দ্বার। এখনি তাঁর উপরে নির্ভর করুন আর তখনি আপনি ক্ষমা লাভ করে পাপ থেকে শুচি হবেন। মিঃ গ্রীফিথ এই অংশটা আবার গাইবেন। আপনি যদি পরিত্রাণের বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে চান, তবে আমরা যখন গানটি গাই তখন অনুগ্রহ করে পিছনের ঘরের দিকে চলে যান।

আমাদের দোষের জন্য তিনি দিলেন শাস্তি
আমাদের বন্ধন থেকে দিলেন মুক্তি
আর তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা, তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা
তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আত্মার আরোগ্যতা এল।

ডাঃ চান, যারা প্রতিক্রিয়া করেছেন অনুগ্রহ করে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। আমেন।

খসড়া চিত্র

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ - যথার্থ এবং ভ্রান্ত

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের **৫**-ম সংখ্যার উপদেশ

লেখকঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যাথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত" (যিশাইয় ৫৩:৪)

(মথি ৮:১৭; লূক ১৭:১৩,১৪,১৬,১৯; জন ৯:১৭,৩৮; ১-ম পিতর২:২৪)

১. **প্রথম, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের প্রকৃত কারণ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে,**
যিশাইয় ৫৩:৪এ,৫; ১-ম করিন্থীয় ১৫:৩

২. **দ্বিতীয়, লোকেদের দ্বারা দত্ত খ্রীষ্টের দুঃখভোগের ভ্রান্ত যুক্তি,**
যিশাইয় ৫৩:৪বি

যীশু আঘাতপ্রাপ্ত, আহত এবং প্রহৃত

(যিশাইয় ৫৩-র উপরে ৬ষ্ঠ সংখ্যার উপদেশ)

JESUS WOUNDED, BRUISED AND BEATEN

(SERMON NUMBER 6 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর এল হাইমার্স, জুনি.

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালের ২৩-শে মার্চ, শনিবারের সন্ধ্যায় লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 23, 2013

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেনঃ আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল; এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (যিশাইয় ৫৩:৫)।

রোমিয় অধ্যায়ের মধ্যে দুটি গ্রীক শব্দ রয়েছে যার একটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে কোন কিছুর বিষয়ে জানার জন্য আর ইহার জন্য সম্পূর্ন জ্ঞান লাভ করা বা জ্ঞান থাকা। রোমিয় ১:২১ পদে আমাদের বলা হয়েছে প্রাচীন লোকেরা "ঈশ্বরকে জানতেন"। "জানা" বা "জ্ঞাত" হওয়াটা হল গ্রীক শব্দ "নশিস"। ইহার অর্থ হল তারা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতেন। কিন্তু রোমিয় ১:২৮ বলে যে "তারা ঈশ্বরকে স্বীকার করেনি"। এখানে "স্বীকার" বলে যে শব্দ তা হল "এপিগনশিস"। ইহা নির্দেশ প্রদান করে নশিস (জানা), থেকে শক্তিযুক্ত হওয়া যা ব্যক্ত করে অত্যন্ত পরাক্রমশীল প্রভাবের সম্পূর্ণ বা পূর্ণ জ্ঞানকে (see W. E. Vine, নতুন নিয়মের শব্দ বিধানের এক ব্যাখ্যা, Revell, 1966, volume II, p. 301)। যদিও প্রাচীন কালের লোকেরা ঈশ্বর <u>সম্বন্ধে</u> বা সম্পর্কে জানতেন (নশিস), কিন্তু তাঁর বিষয়ে তাদের <u>ব্যক্তিগত</u> অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল না (এপিগনশিস)। তারা ব্যাক্তিগত ভাবে ঈশ্বরকে জানতো না।

আমরা যখন প্রভু ভোজের নিয়ম পালন করি, আমার মনে হয় রোমিয় প্রথম অধ্যায়ের সেই দুটি শব্দে আপনাদের কাউকে কাউকে বর্ণনা করে যারা আমাদের প্রতি লক্ষ্য বা দৃষ্টি করে যখন আমরা রুটি ভাঙা ও দ্রাক্ষারসের অনুষ্ঠান পর্ব পালন করি, কিন্তু তারা নিজে থেকে ইহাতে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না কেননা তারা উদ্ধার লাভ করে নি। প্রভু ভোজের অর্থ কি তা আপনি বাহ্যিক ভাবে এবং মনের দিক দিয়ে ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেন কিন্তু খ্রীষ্ট যে ইহার মধ্যে জীবন্ত ভাবে বর্ণিত হয়ে রয়েছে তা আপনি জানেন না। ইহার বিষয়ে আপনার সম্যক "জ্ঞান" (এক প্রকার নশিস) রয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্টের বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞান (এপিগনশিস) নেই। কেননা যীশুখ্রীষ্টকে আপনি নিজে থেকে জানেন না।

আর তাই আমাদের পাঠ্যাংশেও ইহা তদ্রুপ ছিল। আপনি হয়তো সেই শব্দের বাহ্যিক প্রকাশের বিষয়ে জানতে পারেন বা তাদের অর্থের বিষয়ে জ্ঞাত হতে পারেন, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিন যে অর্থ তা আপনি উপলব্ধি করতে পারেন না, একপ্রকার ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে এক পূর্ণ জ্ঞান যা "পরাক্রমের সঙ্গে আপনাকে প্রভাবিত করে" (ইবিড)। অতএব, এখানে আমার উদ্দেশ্য হল এই পাঠ্যাংশের প্রতি আভ্যন্তরিন যে অর্থ রয়েছে তার প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা, যেখানে আমার আশা এই যেন আপনি সেই বাক্যে জ্ঞানকে অর্জন করেন এবং যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এক গভীর সম্পর্ক উন্নত করেন।

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেনঃ আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল; এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (যিশাইয় ৫৩:৫)।

আপনি যদি পরিবর্তিত বা রুপান্তরিত হওয়ার আশা করছেন এটা হল সেই পদ যা আপনার হৃদয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি প্রার্থনা করি ইহা যেন আপনাকে আপনার মানবীয় মস্তিষ্কের জ্ঞান থেকে যীশুখ্রীষ্টের উপরে প্রকৃতভাবে নির্ভর করতে সাহায্য করে—যদি ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করেছেন আপনার পাপের দন্ড মেটাবার জন্য। এই পাঠ্যাংশের মধ্যে তিনটি মুখ্য অংশ রয়েছে।

১. প্রথম, আমাদের অপরাধের জন্য খ্রীষ্ট আঘাত প্রাপ্ত হলেন, আমাদের পাপাচারের জন্য অত্যাচারিত হলেন।

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন....." (যিশাইয় ৫৩:৫)

"কিন্তু" বলে প্রথম এই যে শব্দ তা চতুর্থ পদের শেষে, যে বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে সেই ভ্রান্ত চিন্তাধারার মধ্যে তুলনামূলক বৈষম্য তুলে ধরে যা হল তাঁর নিজের পাপ ও মূঢ়তা পূর্ণ কাজের জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যু বরণ করলেন এবং প্রকৃত যে ঘটনা তা হল আমাদের পাপের মূল্য মেটাবার জন্যই তিনি মৃত্যুদণ্ড ভোগ করলেন। ডাঃ এডওয়ার্ড জে. ইয়াং হলেন পুরাতন নিয়মের এক বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আবার আমার চাইনিজ পালক, ডাঃ টিমোথি লীনের ব্যক্তিগত বন্ধু, যিনি আবার পুরাতন নিয়মের এক মহা বিজ্ঞ ব্যক্তি। ডাঃ ইয়াং বলেছেন, "এখানে তিনি বলে যে সর্বনাম রয়েছে, তার উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে সেই শব্দকে আগে রাখা হয়েছে যা তুলনামূলক ভাবে দেখাচ্ছে যে যিনি উপযুক্তভাবেই শাস্তির যোগ্য, তিনি আমাদের সমস্ত অপরাধ বহন করলেন" (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, p. 347).

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন....." (যিশাইয় ৫৩:৫)

"আঘাত" এই যে শব্দ তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ ইয়াং বলেছেন এর জন্য হিব্রু যে শব্দ তার অর্থ হল "কোন কিছু ভেদ করা আর এই কাজ সম্পন্ন হয় স্বাভাবিক ভাবেই বর্শার দ্বারা আঘাত প্রদান করে মৃত্যু পর্যন্ত কার্য্য শনাক্ত করার মধ্য দিয়ে" (Young, ibid.)। হিব্রু শব্দের অর্থ হল "ভেদ করা," "ছেদ করা" (ibid.). সখরিয়র বইয়েতেও এই শব্দ পাওয়া যায় ১২:১০ পদে,

> "তাহাতে তাহারা যাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে" (সখরিয় ১২:১০)

এটা হল খ্রীষ্টের এক স্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী, যাঁর মাথাকে কাঁটার মুকুটের দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল, যাঁর হাত ও পা-কে ক্রুশের ওপরে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল, যাঁর বুকের পার্শ্বদেশ রোমিয় সৈন্যদের বর্শা দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়েছিল। প্রেরিত জন আমাদের যেভাবে বলেন,

> "কিন্তু একজন সেনা বর্শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল, তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল.... এই সকল ঘটিল যেন শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়..... (যাহা) বলে, তাহারা যাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে" (জন ১৯:৩৪,৩৬,৩৭)।

এরপরে পাঠ্যাংশ বলে, "তিনি আমাদের নিমিত্ত বিদ্ধ হলেন" (যিশাইয় ৫৩:৫)। "আঘাত" এই শব্দের হিব্রু অর্থ হল "চূর্ণ" করা (Young, ibid.)। খ্রীষ্টকে আঘাত ও চূর্ণ করার কাজ আরম্ভ হয় গেৎশিমানীর বাগানে যেখানে যীশু ছিলেন তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বের রাতে, যখন যীশু

> "পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হইয়া..... আর তাঁহার ঘর্ম যেন রক্তে ঘনীভুত বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভুমিতে পড়িতে লাগিল" (লূক ২২:৪৪)।

গেৎশিমানীর বাগানে আমাদের পাপের ভারে খ্রীষ্ট চূর্ণ হলেন যা সেখানে তাঁর উপরেই রাখা হয়েছিল।

বেশ কিছু ঘন্টা পরে, খ্রীষ্ট বারবার আঘাত ও চাবুকের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হন। ক্রুশারোপিত হওয়ার আগেই, তিনি এই বেদনার মধ্য দিয়ে যান আর তারপরে তাঁকে বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করা হয়। কিন্তু চূর্ন হওয়ার গভীর অর্থ, তিনি আমাদের পাপ ভার বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন তার কথাই বলে, ঠিক যে ভাবে প্রেরিত পিতর বলেছেন,

> "তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া নিয়া আপনি নিজ দেহ কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন..." (১-ম পিতর ২:২৪)।

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন...." (যিশাইয় ৫৩:৫)।

ডাঃ আইজাক ওয়াটস তার সেই জনপ্রিয় সঙ্গীতে ইহাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন,

> আমি যে অপরাধ করেছি তার জন্যই
> তিনি সেই গাছের উপরে আর্তনাদ করলেন?
> কি অদ্ভুত এই কৃপা! অনুকম্পা যেন অজানা!
> আর প্রেম হল অপরিমেয়!
> কি প্রবলই না এই প্রেম যার ফলে সূর্যও অন্ধকারে লুকায়
> আর তাঁর প্রতাপকে ভিতরে লুকিয়ে রাখে
> সেই খ্রীষ্ট, পরাক্রমী নির্মাতা, মৃত্যুবরণ করলেন
> সেই মানুষের জন্য যে সৃষ্টি পাপ নিমজ্জিত।
> ("Alas! And Did My Saviour Bleed?" by Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

২. দ্বিতীয়, আমাদের জায়গায় খ্রীষ্ট দণ্ডিত হলেন।

আমাদের পাঠ্যাংশের তৃতীয় যে উদ্দেশ্য তা হল,

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (যিশাইয় ৫৩:৫)।

ইহার অর্থ না জেনে আমি এই শব্দটি প্রায় বহুবার পড়েছি। ডাঃ দেকিতস ইহাকে এইভাবে অনুবাদ করেন, "আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল" (C. F. Keil and F. Delitzsch, ***Commentary on the Old Testament,*** Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, volume VII, p. 319). "ইহা ছিল আমাদের শান্তির জন্য.... আমাদের সার্বজনীন শান্তির জন্য, আমাদের আশীর্বাদের জন্যই হল এই দুঃখভোগ... যাকে তিনি সুনিশ্চিত করলেন" (ibid.). "শাস্তি" এই যে শব্দ তা হল "দণ্ড" প্রদান। ডাঃ ইয়াং বলেছেন, "তিনি যদি দাবী করেন যে সেই শাস্তি (দন্ড) যা (খ্রীষ্টের) শরীরে পড়েছিল তা ছিল প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে এই ভাবে যদি কেউ না পড়ে তবে তিনি পাঠ্যাংশ সেই ভাবে পড়ছেন না" (Young, ibid., p. 349)। ঈশ্বরের ন্যায় খ্রীষ্টের উপরে পড়ে এই ভাবে পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের

অভিশাপ প্রশমিত হয়ে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। যে জায়গাটিতে বহু আধুনিক ব্যাখ্যাকারী যেতে ভয় পান সেই জায়গাতে ডাঃ জন গীল গিয়েছিলেন এবং তিনি যখন তা বলেন তখন সেই জায়গাতে তিনি ঠিকই ছিলেন,

> আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর উপরে ছিল; যা হল আমাদের পাপের দন্ড তাঁর উপরে প্রদান করা হয়েছিল, যার ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে যে শান্তি এবং পুনঃমিলন তা তাঁরই দ্বারা করা হয়েছিল আর এই ভাবে ঐশ্বরিক শাপ প্রশমিত হয়েছিল। ন্যায় পরিতৃপ্ত হল, শান্তি স্থাপিত হল"। (John Gill, D.D., ***An Exposition of the Old Testament,*** The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. I, p. 312).

প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টের "প্রায়শ্চিত্তের" বিষয়ে বলেন ঈশ্বরের সেই তীব্র ক্রোধের কথার উল্লেখ করেন,

> "উহারা বিনামূল্যে খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য যুক্তি দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়, তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরুপে প্রদর্শন করিয়াছেন" (রোমিয় ৩:২৪-২৫)।

এলবার্ট মিডলেন "প্রায়শ্চিত্ত" শব্দের যে অর্থ তার বিষয়ে তাঁর সঙ্গীতে তিনি তা ব্যাখ্যা করেন যা মিঃ গ্রীফিথ এই সংবাদের আগে গেয়েছেন,

> যে শাপ তিনি বহন করেন তা কোন জিহবা স্বীকার করে না,
> এই শাপ আমারই উপযুক্ত;
> পাপ এখন পলায়ন করেছে; তিনিই ইহার সমস্ত ধারণ করেছেন,
> যেন পাপীদের স্বাধীন করেন।
> এখন আর এক বিন্দুও নেই;
> "ইহা সমাপ্ত হইল" এটাই ছিল তাঁর চিৎকার;
> সার্থক এক পাত্রে পান করার ফলেই
> ক্রোধের পাত্র সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে গেল।
> ("The Cup of Wrath" by Albert Midlane, 1825-1909).

আপনার বদলে খ্রীষ্ট শাস্তি ও দন্ড ভোগ করলেন আর সেটাই আপনার পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ন্যায় প্রশমিত করলো।

> "আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল"
> (যিশাইয় ৫৩:৫)

৩. তৃতীয়, তাঁর চাবুকের দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের শাপ সকল আরোগ্য করলেন।

অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে পাঠ্যাংশটি উচ্চস্বরে পাঠ করুন, শেষ এই যে উদ্দেশ্য তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করুন, "তাঁহার ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল",

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেনঃ আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল; এবং তাঁহার ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (যিশাইয় ৫৩:৫)।

আপনারা বসতে পারেন।

"আর তাঁহার ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"। "ক্ষত" এই যে শব্দ তার হিব্রু অর্থ হল (সুদৃঢ়) আঘাত। ১-ম পিতর ২:২৪ পদে প্রেরিত পিতর এই বিষয়ে উদ্ধৃতি করেন। পীটারের দ্বারা গ্রীক ভাষাতে এই যে শব্দ ব্যাবহৃত হয়েছে তার অনুবাদ

হল "ক্ষত"। ইহার অর্থ হল এক "গভীর চিহ্ন" বহন করা (সুদৃঢ় চিহ্ন)। আমি বিশ্বাস করি "তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" এই যে শব্দ যিশাইয় ৫৩:৫ এবং ১-ম পিতর ২:২৪ তা নির্দিষ্ট ভাবে যীশুর প্রতি চাবুকের মারকেই নির্দেশ করে। আমি নিশ্চিত কেননা সেই সমস্ত বাক্য নির্দিষ্ট ভাবে খ্রীষ্টকে চাবুক মারার প্রতি নির্দিষ্ট যা সৈন্যদের দ্বারা পিলাতের নির্দেশে সম্পন্ন করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন যিহুদির রোমিয় সম্রাট যিনি খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের সময়ে সেখানে শাসন করছিলেন। বাইবেল বলে,

> "তখন পিলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইলেন" (যোহন ১৯:১)

> "তখন তিনি তাহাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পন করিলেন" (মথি ২৭:২৬)।

গ্রীকে "চাবুক" বলে যে শব্দ অনুবাদ করা হয়েছে তার উপরে মন্তব্য করে ডাক্ল. ঈ. ভাইন এই ভাবে বলেছেন, "খ্রীষ্ট যে চাবুকের ঘা সহ্য করেন তা পিলাতের দ্বারাই পরিচালিত হয়। চাবুক বা কোড়া মারার জন্য রোমিয়দের যে পদ্ধতি তা হল সেই ব্যক্তিকে নগ্ন করে হাত দুটিকে পিছনে বেঁধে একটি থামে নতজানু করিয়ে দিয়ে.... গুল্মযুক্ত চাবুকের আঘাতে আঘাত করা হয়। সেই চাবুক (কোড়া) তৈরী হয় চামড়ার সরু ফালি দিয়ে যার অগ্রভাগে থাকে ধারালো হাড়বা শীসা যা সেই ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে তোলে। ইসুবিয়াস (ক্রনিকলস) এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন যিনি এই ভাবে যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জন্য শহীদ হন" (W. E. Vine, ***An Expository Dictionary of New Testament Words,*** Fleming H. Revell Company, 1966 reprint, volume III, pp. 327, 328)। "বেত্রাঘাত" বা "কোড়া প্রহার" বলে যে শব্দ তা যীশুর দ্বারা তাঁর ভবিষ্যবাণীর মধ্যেও ব্যবহৃত হয় যা তাঁর আগত দুঃখ ভোগের বিষয় উল্লেখ করে, যেখানে তিনি বলেন,

> "দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাইতেছি; আর মনুষ্য পুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইলেন; তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবে এবং বিদ্রুপ করিবার, কোড়া মারিবেন ও ক্রুশে দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পন করিবে....." (মথি ২০:১৮-১৯)।

খ্রীষ্টের কোড়া প্রহারের বিষয়ে স্পারজিউন এই মন্তব্য করেন,

> একটি রোমিয় স্তম্ভে (যীশুকে) আবদ্ধ অবস্থায় (বাঁধা) স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর ভাবে কোড়া প্রহার সহ্য করতে হয়। এখানেই সাংঘাতিকভাবে (চাবুকের) জঘন্য আঘাতে রক্তের মধ্যে যেন ক্ষত চিহ্ন, এখানে তাঁর আশীর্বাদ পূর্ণ শরীরে দেখুন কি সাংঘাতিক ব্যথার নমুনা। এরপরে লক্ষ করুন কি ভাবেই না তাঁর প্রাণ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে (আঘাত প্রাপ্ত)। কি ভাবেই না শরীরের মধ্যে সেই চাবুক তাঁর প্রাণকে টুকরো করে দিচ্ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তাঁর শরীরকে নিশ্চল করে তুললো সেই অত্যাচারে, তিনি আমাদের জন্য যা সহ্য করেছিলেন তা সত্যই অবিশ্বাসনীয়..... উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোন কিছু চিন্তা না করে ভাবগম্ভীর এই আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ধ্যান বা নিমগ্ন হন। আর আমি প্রার্থনা করি যেন আমি ও আপনি একত্রে মিলে এই বিষয়ে চিন্তা করতে সমর্থ হই খ্রীষ্টের সেই সীমাহীন দুঃখভোগের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের হৃদয় তাঁর প্রেমের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছে (C. H. Spurgeon, "Christopathy," ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1976 reprint, volume XLIII, p. 13).

স্পারজিউন পুনরায় বলেন যে আমাদের পাপের জন্যই তিনি কোড়া দ্বারা প্রহারিত হয়ে দুঃখভোগ করেন ও ক্রুশারোপিত হন। তিনি যখন কোড়া দ্বারা প্রহারিত হন ও ক্রুশের উপরে ক্রুশারোপিত হন ইহা কেবল মাত্র আপনার ও আমার জন্যই যীশু সেই সমস্ত বেত্রাঘাতের অনুভুতি সহ্য করেন। স্পারজিউন বলেন,

> আমরা নিশ্চিতভাবেই তাঁর দুঃখভোগের অংশী হয়েছি। সত্যই, আমরা সমান ভাবে নিশ্চিত কেননা "তাঁর মত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"। আমরা তাঁকে আঘাত করেছি (আপনি তাঁকে মেরেছেন), প্রিয় বন্ধু ও আপনি তাঁকে আহত করেছেন, অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি বলছেন "তাঁর ক্ষত দ্বারা আমি আরোগ্য লাভ করলাম" ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বিশ্রাম নেবেন না। আমরা যদি তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আরোগ্যতা লাভ করতে চাই তবে আমাদের অতি অবশ্যই তাঁর দুঃখভোগের প্রতি ব্যক্তিগত জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অতি অবশ্যই তাঁর সেই মহান বলিদানের প্রতি নিজেদের হস্ত উর্দ্ধে তোলার প্রয়োজন আর তাই তিনি যেমন ভাবে তা করেছেন সেই ভাবেই সেটাকে গ্রহণ করুন; কেননা খ্রীষ্ট যে আঘাত প্রাপ্ত হলেন (মার খেলেন) ইহা অত্যন্ত এক সাংঘাতিক বিষয় কিন্তু আমাদের আরোগ্য দান করার জন্য তিনি ক্ষত হলেন তা জানাটা সাংঘাতিক বিষয় নয়। পীড়া হিসাবে ঈশ্বরের দ্বারা এই পাপের প্রতি অনুশোচনা যদি না করা হয় তবে আরোগ্য লাভের সম্বন্ধে কথা বলার কোন মূল্যই হয় না (ibid., p. 14)... "তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"। ইহা ক্ষণ সময়ের সমাধান নয়; ইহা হল আরোগ্য সাধনের এমনি এক ঔষধ যা দেহের মধ্যে স্বাস্থ্য নিয়ে আনে ও আপনার মন ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, যাতে পরিশেষে আপনি (স্বর্গে) পবিত্র লোকেদের সঙ্গে ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসনের সম্মুখে, অন্য আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর স্তুতি করতে পারে, "তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"। রক্তবর্ণ খ্রীষ্টের নাম ধন্য হউক! সমস্ত সম্মান ও প্রতাপ এবং কর্তৃত্ব ও প্রশংসা চিরকাল তাঁরই হউক। আর অন্য সকলে যারা পাপ থেকে সুস্থতা লাভ করেছে তারা বসুন, আমেন ও আমেন" (ibid., p. 21)।

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (যিশাইয় ৫৩:৫)।

কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে এই ঘটনাটা জানলেই আপনাকে তা উদ্ধার প্রদান করবে না! এই পাঠ্যাংশে বর্ণিত সত্যতা যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার হৃদয়কে আকর্ষিত করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কনভার্টেড বা রুপান্তরিত হতে পারেন না! তাই এই পাঠ্যাংশ আপনার হৃদয়কে আকর্ষিত করুক। এই বাক্য আপনার মনের মধ্যে এমন ভাবে আলোড়িত হোক যেন খ্রীষ্টকে উপলব্ধি করার প্রতি আপনি আকাঙ্খিত থাকেন।

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেনঃ আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল; এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (যিশাইয় ৫৩:৫)।

ঈশ্বরের এই সমস্ত বাক্য যেন খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করার জন্য আপনাকে সাহায্য করে আর সমস্ত প্রকার পাপ থেকে আরোগ্য লাভ করুন, "তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমি পাপের নিদারুন যন্ত্রণার হাত থেকে এখন ও চিরকালের জন্য মুক্ত"। আমেন।

খসড়া চিত্র

যীশু আঘাতপ্রাপ্ত, আহত এবং প্রহৃত

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ,আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেনঃ আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল; এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"(যিশাইয় ৫৩:৫)। (রোমীয় ১:২১,২৮)

১. প্রথম, আমাদের অপরাধের জন্য খ্রীষ্ট আঘাত প্রাপ্ত হলেন, আমাদের পাপাচারের জন্য অত্যাচারিত হলেন,

যিশাইয় ৫৩:৫ এ; সখরিয় ১২:১০; যোহন ১৯:৩৪,৩৬,৩৭; লূক ২২:৪৪; ১-ম পিতর ২:২৪।

২. দ্বিতীয়, আমাদের জায়গায় খ্রীষ্ট দণ্ডিত হলেন,

যিশাইয় ৫৩:৫ বি; রোমীয় ৩:২৪-২৫। .

৩. তৃতীয়, তাঁর চাবুকের দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের শাপ সকল আরোগ্য করলেন,

যিশাইয় ৫৩:৫ সি; যোহন ১৯:১; মথি ২৭:২৬; ২০:১৮-১৯ ।

বিশ্বজনীন পাপ, নির্দিষ্ট পাপ, এবং পাপের আরোগ্যতা

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ৭-ম সংখ্যার উপদেশ

UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN, AND THE CURE FOR SIN

(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর.এল.হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২৪-শে মার্চ, ২০১৩ সালে লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে সকালের সময়ে সদাপ্রভুর দিনে একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, March 24, 2013

> "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি; প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩:৬)।

সাউদার্ন ব্যাপটিস্ট কনভেনসনের নাস্তিকবাদ ও ধর্মীয় গ্রন্থাগার কমিশনের সভাপতি হলেন ডাঃ রিচার্ড ল্যান্ড। ডাঃ ল্যান্ড জানেন যে আমরা এমন একটা দেশে বসবাস করছি যেখানে অদ্ভুত ভাবে খ্রীষ্ট ধর্মের ভিত্তিমূলক ঘটনাগুলো এড়িয়ে চলা বা অবজ্ঞা করা হয়। তিনি বলেছেন,

> আমেরিকার টাইম ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনে ধর্মীয় অভ্যাসের যে ঘাটতি.... সেই বিষয়ে আমি পড়ছিলাম। একটি অনুষ্ঠানে যাবার পরে এক দম্পতি এক (পরিচর্যাকারীর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তারা বলেন, "আমাদের কিশোর সন্তান জানতে আগ্রহী যে ক্রুশ চিহ্নযুক্ত দন্ডের উপরে যে ব্যক্তি রয়েছেন তার নাম কি ছিল"। তারা জানতেন না যে ইহা ছিল যীশুর প্রতিমূর্তি আর তারা এটাও জানতেন না যে সেটা ছিল একটা ক্রুশ ("The Man on the Plus Sign," ***World*** magazine, August 1, 2009, page 24).

ইহা অত্যন্ত ভীতিকর বিষয় কেননা বহু লোকের মধ্যে যীশুর সম্বন্ধে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণের জ্ঞান রয়েছে যে তিনি কে এবং তিনি কি করেছেন এই বিষয়ে। এই বিষয়ের প্রতি বেশিরভাগ ত্রুটি সেখানেই কেননা আমাদের বেশীর ভাগ মন্ডলীগুলোতে খ্রীষ্টের নিজের বিষয়ে প্রচার খুব সামান্যই হয়। কিন্তু রবিবার দিনেও তো আপনি মন্ডলীতে এই ভাবে গিয়ে থাকতে পারেন না যেখানে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে প্রচার হয় না বলে বিবেচনা করা যায় না! যীশু যখন ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করলেন যেন আমাদের তিনি সমস্ত পাপ থেকে পরিষ্কার করেন। স্পারজিউওন বলেছেন, "সেখানে এমন কিছু প্রচারক রয়েছেন যারা যিশু খ্রীষ্টের রক্তের বিষয়ে প্রচার করেন না, আর তাদের বিষয়ে আমার কাছে একটি বিষয় রয়েছে যা আমি বলতে চাই তা হল তাদের কাছে শোনার জন্য আপনি কোন সময় তাদের কাছে যাবেন না। তাদের কথা শুনবেন না! একটি পরিচর্যা কার্য্য যার যীশুর রক্তের সম্বন্ধে কোন কিছু করার নেই তা হলে ইহা হল জীবন হীন এক বিষয় এবং তা সম্পুর্ণ ভাবে মৃত আর তা কারোর কাছে কিছুই সাধন করে না"। (C. H. Spurgeon, "Freedom through Christ's Blood," August 2, 1874). খ্রীষ্ট যে আমাদের পাপ সকল বহন করবেন তার যে চিন্তাধারা তা যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়।

"সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন"
(যিশাইয় ৫৩:৪)

"কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন" (যিশাইয় ৫৩:৫)

"আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল"
(যিশাইয় ৫৩:৫)

"তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"
(যিশাইয় ৫৩:৫)

"আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩:৬)

"আমাদের জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল"
(যিশাইয় ৫৩:৮)

"তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্থ করিলেন" (যিশাইয় ৫৩:১০)

"তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন"
(যিশাইয় ৫৩:১১)

"তিনি অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন"
(যিশাইয় ৫৩:১২)

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে আমাদের বারংবার বলা হয়েছে আমাদের পাপের পরিবর্তে খ্রীষ্ট নিজের উপরে আমাদের সমস্ত দোষ ও যাতনা সকল বহন করবেন যেন তাদের জন্য সমস্ত মূল্য মিটিয়ে দেন।

কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমাদের পাঠ্যাংশে এক নতুন ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এখানে আমাদের যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে খ্রীষ্টকে কেন দুঃখভোগ করতে হবে, কেন খ্রীষ্ট, যিনি নিজেই নিরপরাধ তাঁকেই মানুষের অপরাধ সকল বহন করতে হল।

"আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি; প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩:৬)।

এই পাঠ্যাংশ স্বভাবত তিনটি বিচার্য বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. প্রথম, সমুদয় মানুষের যে পাপ তার স্বাভাবিক স্বীকার উক্তি।

ভাববাদী বলেছেন,

"আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি"
(যিশাইয় ৫৩:৬)

সমস্ত মনুষ্যজাতির বিষয়ে বিশ্বজনীন যে পাপ সেই বিষয়ে আমাদের কাছে অতি স্বচ্ছ এক বিবৃতি রয়েছে। "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হয়েছি"। প্রেরিত পৌল যখন এই কথা বলেন তখন তিনি ইহাকে আরো পরিষ্কার করে দেন,

"কারণ আমরা ইতিপূর্বে যিহুদি ও গ্রীক উভয়ের বিরুদ্ধে দোষ দিয়াছি যে, সকলেই পাপের অধীন। যেমন, লিখিত আছে,

> ধার্মিক কেহই নাই একজনও নাই, বুঝে এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষন করে এমন কেহই নাই" (রোমিয় ৩:৯-১১)।

"আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি," আমরা সকলেই ভ্রান্ত হয়েছি!

ঠিক মেষের মতোই যারা ঈশ্বরের নিয়মের ন্যায় যে বেড়াকে ভেঙে ফেলে সেই মতো আমরা সকলেই বিপথগামী হয়েছি, আমরা সকলেই ঈশ্বর থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়েছি। প্রেরিত পিতর বলেছেন,

> "কেননা তোমরা মেষের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছিলে"
> (১-ম পিতর ২:২৫)

এখানে পিতর মুখ্যত গ্রীক যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার অর্থ হল নিরাপত্তা ও সত্যতা থেকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি, প্রবঞ্চিত হওয়া (কঠিন অর্থে)। পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে মনুষ্য জাতির জন্য সেটাই হল বিশ্বজনীন এক বর্ণনা।

> "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি"
> (যিশাইয় ৫৩:৬)

মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয় কেননা পাপ স্বভাব তাকে পদচ্যুত করেছে তাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে আর এই ভাবে সে পশুর ন্যায় হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তা পশুর উপাদানে সজ্জিভূত নয়। কোন মানুষই সাধারণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন মেষে সজ্জিভূত নয়।

আপনি এই নগরীতে বসবাস করেন তাই স্বভাবত মেষের মুর্খতা সম্বন্ধে আপনি বেশি কিছু জানেন না। কিন্তু বাইবেলের সময়ে লোকেরা খুব ভালোভাবেই বোকা মেষের বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতেন। নিশ্চিতভাবেই তাদের মেষপালকের দ্বারা যত্ন নেওয়া হতো আর তা না হলে তারা বিস্মিত হয়ে পড়তো।

একটা বিষয়ের জন্য মেষেরা সব থেকে ভালো তা হল – কেবল বিস্মিত হওয়া। যদি বেড়ার মধ্যে কেবলমাত্র একটি গর্ত থাকে তখন মেষেরা সেটার মধ্য দিয়ে বাইরে গিয়ে বিস্মিত হয়ে পড়ে। আর মেষ একবার যখন বেড়ার বাইরে চলে যায় তখন ইহা আর ফিরে আসার চেষ্টা করে না। মেষ ক্রমে ক্রমে নিরাপত্তার স্থান থেকে আরো দুরবর্তী স্থানে এগিয়ে গিয়ে বিস্মিত হয়ে পড়ে। মানুষও ঠিক সেই প্রকার। মন্দ কাজ করার জন্য সে সর্বসময়েই অত্যন্ত বিজ্ঞ কিন্তু যেটা ভালো সেই বিষয়ে সে বোকা হয়ে পড়ে। এটা ঠিক গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর আরগাসের মতো, পাপ খুঁজে বার করার জন্য মানুষ যেন শত চক্ষু প্রয়োগ করে, কিন্তু ঈশ্বরের অন্বেষণ করার ক্ষেত্রে সে ঠিক বর্তমীয়সের ন্যায় অন্ধ! এই পাপ সম্বন্ধে প্রেরিত পৌল ইহাকে বিশ্বজনীন পীড়া হিসাবে উল্লেখ করেন যখন তিনি বলেন,

> "তৎকালে তমরা খ্রীষ্ট হইতে বিভিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধিকারের বহিস্থ, এবং প্রতিজ্ঞা যুক্ত নিয়মগুলির অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না আর তমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বর বিহীন ছিলে" (ইফিষীয় ২:১২)।

> "তাহারা চিত্তে অন্ধীভূত, ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভুত হইয়াছে, আন্তরিক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, হৃদয়ের কঠিনতা প্রযুক্ত হইয়াছে"
> (ইফিষীয় ৪:১৮).

এই পদগুলি আমাদের দেখায় যে মনুষ্য জাতি ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গিয়াছে।

"আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি"
(যিশাইয় ৫৩:৬)

এখন এখানে আমাদের পাঠ্যাংশে, সমগ্র মনুষ্য জাতির পাপের কথা সম্বন্ধে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা আরও দেখায় যে মনুষ্য জাতি ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গিয়েছে। ইহা এটাই দেখায় যে মনুষ্যজাতি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু শতাধিক ভ্রান্ত ধর্মে এবং ভ্রান্ত মতবাদে লিপ্ত হয়ে প্রতিমা পূজায়, এবং ভ্রান্ত দেব দেবী ও ভ্রান্ত খ্রীষ্টে মত্ত হয়ে উঠেছে, "তাহারা চিত্তে অন্ধীভুত, ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভুত হইয়াছে, আন্তরিক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, হৃদয়ের কঠিনতা প্রযুক্ত হইয়াছে" (ইফিষীয় ৪:১৮)।

২. দ্বিতীয়, প্রতিটি পাপের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাক্তিগত স্বীকার উক্তি।

পাঠ্যাংশ ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে চলেছে,

"আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন
আপন পাপের দিকে ফিরিয়াছি....." (যিশাইয় ৫৩:৬).

মনুষ্যজাতির পাপের স্বাভবিক যে স্বীকারোক্তি তা নির্দিষ্ট ভাবে প্রত্যেক ব্যাক্তির ব্যাক্তিগত স্বীকার উক্তির দ্বারা চালিত হয়েছে। *"আমরা সকলেই আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি"।* কেউই তাদের নিজের মনোনয়নের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ফেরেনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যাক্তি তাদের *"নিজেদের পন্থা বা পথের বিবেচনা সাধন করেছে"।* পাপের মুখ্য যে বিষয় তা এখানেই রয়েছে, আমাদের *নিজেদের পথ মনোনীত করতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করে বসে রয়েছি।* আমরা আমাদের নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারী হতে চেয়েছিলাম। আমরা নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত বা বশীভুত হয়ে থাকতে চাই নি।আমরা খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করে তাঁর কাছে প্রভু বলে নিজেদের সমর্পিত করি নি।

এই পাঠ্যাংশ দেখায় যে প্রত্যেকের এক বিশেষ পাপ রয়েছে তা হল *"তাদের নিজেদের পথ।"* প্রতিটি নর ও নারীর এক মুখ্য পাপ রয়েছে যেটা অন্যদের থেকে সম্পুর্ণ আলাদা। দুটি সন্তান যাদের একই পিতা মাতার দ্বারা বড় করে তোলা হয় তাদের মধ্যেও আচারগত ভাবে ভিন্ন প্রকার পাপ থাকে। একজন ব্যবহারিকভাবে ভাবে নিজের ইচ্ছায় সেই পাপ করে আর অন্য ব্যক্তি অন্য ভাবে করে থাকে। "আমরা প্রত্যেকেই নিজে *নিজের পথে* ফিরেছি"। একজন ইহার ডানদিকে অপর ব্যক্তি ইহার বাম দিকে। কিন্তু এনারা উভয়েই নিজে থেকে ঈশ্বরের পন্থাকে উল্লঙ্ঘন করেছে।

খ্রীষ্টের সময়ে সেখানে যিহুদী লোকেরা ছিলেন যারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধাচারন করতো। সেখানে এমন পাপী ব্যক্তিও ছিল যারা তাদের জীবন থেকে ঈশ্বরকে বাতিল করে দিয়েছিল। সেখানে আবার ফরিশীরাও ছিলেন যারা এটি ধার্মিকতায় বিশ্বাস করতেন, তারা মনে করতেন যে অন্যদের থেকে তারা খুবই ভালো। সেখানে আবার সদ্দুকীরাও ছিলেন যারা স্বর্গদূত এবং মন্দ আত্মাতেও বিশ্বাস করতো না। তারা শারীরিক ভাবে পাপ করতে পারে না। তারা অন্যদের মতো পাপপূর্ণ জীবনযাপন করতো না বা ফরিশীদের মতো অতি প্রাকৃতিক ভাবে জীবনযাপন করতেন না। কিন্তু তারা *নিজেদের ভাবধারায়* ঈশ্বরের সত্যতার বিরুদ্ধাচারণ করতো। তাদের সকলের প্রতিই ইহার বিষয় বলা যেতে পারে,

"আমরা সকলে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি"
(যিশাইয় ৫৩:৬)

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে বড় হয়েছেন তথাপি সুসমাচারের যে জ্যোতি রয়েছে তা প্রত্যাখানের মধ্যে আপনারা পাপ করেছেন। আর সেটাই হল *"আপনার নিজের পথ বা ইচ্ছা।"* অন্যরা আবার হয়তো এক নির্দিষ্ট পাপের বিষয়ে চিন্তা করছেন।

আপনি যখন ইহাকে স্মরণ করেন তখন অত্যন্ত গভীর ভাবেই সমস্যার মধ্যে পড়ে যান। তথাপি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টে নির্ভর এবং তাঁর মধ্যে শান্তি ও ক্ষমা লাভ করার পরিবর্তে ক্রমাগত ভাবে দোষী অনুভব করতে থাকেন। কেউ আবার খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে একই ভাবে দিনের পর দিন জীবন কাটাতে থাকেন। "আমরা সকলেই আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি।"

অন্য ব্যক্তি হয়তো বলতে পারে, "আমি আমার হৃদয় কঠিন করেছি। আমি খ্রীষ্টের প্রয়োজন ও সেই চেতনা উপলব্ধি করতাম, কিন্তু এখন তা আর করি না। এখন আমি ভয় পাচ্ছি কেননা সদাপ্রভু তাঁর অভিশাপের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করেছেন আমি তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারবো না। ঈশ্বর যে আমার উপরে তা প্রদান করবেন এই বিষয়ে আমি ভীতপ্রায়।" কিন্তু আমি চাই আপনি পাঠ্যাংশের পরবর্তী অংশগুলো সতর্কতার সংগে শুনুন, কেননা সেখানে তৃতীয় আরও একটি বিষয় রয়েছে যা দেখায় যে আপনার জন্য সেখানে এখনও আশা রয়েছে!

৩. তৃতীয়, তাঁর লোকেদের পাপের জন্য খ্রীষ্টের প্রতিকল্পনীয় বিজয়ী মৃত্যু।

অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ পদটি পড়ুন, শেষের যে অংশটির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করুন। "আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।"

> "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি; প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; *আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন"* (যিশাইয় ৫৩:৬)।

আপনারা সকলে বসতে পারেন। ডাঃ এডোয়ার্ড জে. ইয়াং বলেছেন,

> সেই দাসের দুঃখভোগের বিষয়ে পদের প্রথম অর্দ্ধ এই যুক্তি নির্দেশ করছে আর দ্বিতীয় ভাগটি নিশ্চিত করে প্রভু নিজেই সেই দাসকে দুঃখ ভোগের স্বীকার করালেন আমাদের সকলের জন্য তাঁর উপরে দুঃখ স্থাপন করার দ্বারা। এখানের যে ক্রিয়া পদ তা হল ("স্থাপন") যার অর্থ হল প্রচন্ডভাবে মুষ্ঠিঘাত করে আঘাত করা। যে দোষে আমরা দোষী তা আমাদের উপরে আঘাত করার জন্য ফিরে না এসে তাঁর উপরে তা পড়লো যা আমাদের উপরে পড়ার কথা কিন্তু তা বরং আমাদের বদলে খ্রীষ্টের উপরে পড়লো। সদাপ্রভু ঈশ্বর আঘাত প্রদান করলেন আমাদের দোষের জন্য তাঁকে আঘাত করার দ্বারা। যে দোষ আমাদের ছিল তার জন্য ঈশ্বর তাঁকেই আঘাতের কারণ করে তুললেন, তিনিই হলেন আমাদের প্রতিকম্পন শাস্তি যা আমাদের জন্য তিনি বহন করলেন, মেষেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মেষ পালক তাঁর নিজের জীবনকে দিলেন। (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 349-350).

> "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি; প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; *আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন"* (যিশাইয় ৫৩:৬)।

সংবাদের শিরোনামে "ব্যাক্তি বিশেষের পাপ যীশুর উপরে বর্তাইল", এই বিষয়ে স্পারজিউন বলেন,

> এখানে লটের লজ্জাজনক পাপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের আমি উল্লেখ করতে চাই না সেগুলো ডেভিডের পাপের থেকেও

> আলাদা। ডেভিডের পাপগুলি ছিল কালো পাপ, রক্তিম পাপ কিন্তু ডেভিডের পাপগুলি কোন মতেই মানসের মতো নয়; মানসের পাপগুলি আবার কোন মতেই পীটারের পাপের মতো নয়। পীটারের পাপ ছিল সামান্য আলাদা (প্রকার); এবং সেই মহিলা যিনি পাপী ছিলেন আপনি তাকে পীটারের ন্যায় উল্লেখ করতে পছন্দ করবেন না, না তো আপনি যখন তার চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন তাকে লিডিয়ার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন না; না তো আপনি যখন লিডিয়ার কথা চিন্তা করেন তখন কি আপনি ফিলিপীয়ার কারাগারের মধ্যে (যে পৃথক কথার বিষয় অনুভব করেন) তাছাড়া তাকে দেখতে পান। তারা সকলেই সমান, তারা সকলেই বিপথগামী হয়ে পড়েছে, কিন্তু তারা সকলেই কিন্তু আলাদা, ভিন্ন প্রকার, তারা সকলেই নিজে নিজের পথের প্রতি ফিরিয়াছে; কিন্তু....সদাপ্রভু ("তাদের সমস্ত অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন")... আপনি যখন সুসমাচারের মহান ঔষধের কাছে আসেন, যীশু খ্রীষ্টের মহামূল্যবান রক্তের কাছে আসেন, তখন সেখানেই আপনি....যাকে সব থেকে পুরাতন ডাক্তারেরা বলে থাকেন *ক্যাথলিকন,* বিশ্বজনীন এক ঔষধ, যা সমস্ত ব্যাধির প্রয়োজন সেটায়, সমস্ত পাপকে দূর করে দেয়, ইহার সমস্ত প্রকার দোষকে পৃথক করে দেয় আর ইহা কেবলমাত্র এই পাপের জন্যেই তৈরী হয়েছে (C. H. Spurgeon, "Individual Sin Laid on Jesus," ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume XVI, pp. 213-214).

খ্রীষ্টে নির্ভর করুন। খ্রীষ্টের প্রতি সমর্পিত হোন। তাঁর উপরে নির্ভর করুন তা হলে আপনি আর লজ্জিত হবেন না, "কেননা সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।"

> আমরা হলাম দোষী, নীচ ও অসহায়;
> তিনি ছিলেন দোষারহিত ঈশ্বরের মেষ;
> ইহাই হবে "সম্পূর্ণ এক প্রায়শ্চিত্ত"?
> হাল্লেলুইয়া! কি আশ্চর্য্য এই পরিত্রাতা!
> ("Hallelujah! What a Saviour!" by Philip P. Bliss,1838-1876).

আপনি কি যীশুতে নির্ভর করবেন? আপনি কি তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পন করবেন, তাঁর প্রতি সমর্পিত হবেন, ও তাঁর উপরে নির্ভর করবেন? আপনি কি তাঁর রক্তের দ্বারা ধৌত হতে চান, এবং ক্রুশের উপরে তাঁর প্রতিকল্পনীয় বলিদানের দ্বারা বিচারের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করবেন? সর্ব্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর আপনাকে সেই বিশ্বাস প্রদান করুন যেন খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করতে পারেন এবং তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পিত করে উদ্ধার লাভ করতে পারেন!

আসুন আমরা একত্রে মিলে উঠে দাঁড়াই। যীশুর উপরে নির্ভর করার জন্য আপনি যদি আমাদের সংগে কথা বলতে চান তবে অনুগ্রহ করে এই মুহূর্তে আপনার জায়গা ছাড়ুন এবং পিছনে যে অডিটরিয়াম রয়েছে সেখানে যান। ডাঃ কাগন আপনাকে নিরিবিলি একটি ঘরে নিয়ে যাবেন যেখানে আপনার সংগে আমরা খ্রীষ্টের প্রতি সমর্পনের বিষয়ে কথা বলতে পারি এবং সেই রক্তের দ্বারা আপনি ধৌত ও পরিষ্কৃত হতে পারেন! মিঃ লী অনুগ্রহ করে এখানে এসে তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন যারা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আমেন।

খসড়া চিত্র

বিশ্বজনীন পাপ, নির্দিষ্ট পাপ, এবং পাপের আরোগ্যতা

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ৭-ম সংখ্যার উপদেশ

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি; প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩:৬)।

(যিশাইয় ৫৩:৪, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২)

১. **প্রথম, সমুদয় মানুষের যে পাপ তার স্বাভাবিক স্বীকার উক্তি,**
যিশাইয় ৫৩:৬এ; রোমীয় ৩:৯-১১; ১-ম পিতর ২:২৫; ইফিষীয় ২:১২; ৪:১৮।

২. **দ্বিতীয়, প্রতিটি পাপের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যাক্তিগত স্বীকার উক্তি,**
যিশাইয় ৫৩:৬ বি।

৩. **তৃতীয়, তাঁর লোকেদের পাপের জন্য খ্রীষ্টের প্রতিকল্পনীয় বিজয়ী মৃত্যু,**
যিশাইয় ৫৩:৬ সি।

মেষের নীরব অবস্থান

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের অষ্টম সংখ্যার সংবাদ

THE SILENCE OF THE LAMB

(SERMON NUMBER 8 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালে, ২৪-শে মার্চ সদাপ্রভুর দিনে সান্ধ্যকালীন মুহূর্তে লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, March 24, 2013

> "তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরুপ তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭)।

খ্রীষ্টিয়ান শহীদদের সর্ব শেষ যে কথা তা শোনা সব সময়ই যেন এক অনুপ্রেরণামূলক। মৃত্যুর সময়ে তাদের কথা শোনাটা যেন আমাদের হৃদয়কে তুলে ধরে। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমের দিকে পলিকার্প ছিলেন একজন প্রচারক। ইংরাজীতে তার নাম হল পলিকার্প এবং লাতিন ভাষায় তার নাম হল পলিকার্পাস। পলিকার্প ছিলেন প্রেরিত যোহানের ছাত্র। বহু বছর পর তিনি অবিশ্বাসী বিচারকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, যিনি বলেন, "তুমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। ইহার প্রয়োজন নেই যে তুমি মৃত্যু বরণ কর....। তুমি প্রতিজ্ঞা কর তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। কি দোষ যদি বল হে "সম্রাট সীজার" আর সুগন্ধী উপহার কর? তোমার তা আছে কিন্তু সীজারের দ্বারা শপথ করা হল আমি আনন্দের সংগে তোমাকে মুক্ত করতে চাই। তুমি খ্রীষ্টকে অস্বীকার কর এবং বাঁচো।"

পলিকার্পাস উত্তর দিলেন, "৮৬-বছর আমি তাঁর(খ্রীষ্টের) সেবা করে এসেছি, আর তিনি আমার প্রতি কোন অন্যায় করেন নই। আর যিনি আমাকে উদ্ধার করেছেন সেই রাজার প্রতি আমি কি ভাবে নিন্দা করতে পারি"? বিচারক বললেন, "আমি তোমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারি।" পলিকার্পাস উত্তর দিলেন, "যে আগুনে আপনি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ভয় দেখাচ্ছেন কিন্তু একটি ঘন্টার মধ্যে তা নির্বাপিত হয়ে যাবে। আপনি কি তাহলে আগত বিচারের অগ্নিময় অবস্থার কথা জানেন না, তা হল হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য অনন্তকালীন বিচার ও ন্যায়? কিন্তু আপনি তাহলে দেরী করছেন কেন? আসুন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।"

এই বিচারের মল্লযুদ্ধে অগ্রগামী দূতেদের প্রেরণ করা হবে উচ্চরবে লোকেদের কাছে ঘোষণা করার জন্য "পলিকার্প নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার জন্য ঘোষণা করছেন!" "ওকে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মার!" এই ভাবে অবিশ্বাসীর দল তার প্রতি চিৎকার করতে থাকে। তার জন্য আগুনের এক জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছিল। বিচারক পলিকার্পের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে ক্রুশের উপরে আটকে দিতে নির্দেশ করেন। পলিকার্প শান্ত ভাবে বলে ওঠেন, "আমি যেমন আছি আমাকে তেমনি থাকতে দাও। যিনি আমাকে অগ্নিশিখা সহ্য করতে ধৈর্য্য দিয়েছেন তিনিই আমাকে সেই চিতাতে অনড় রাখবেন। বিনা নিরাপত্তাতেই যা তোমরা ক্রুশ থেকে আশা করছো।"

এরপরে পলিকার্প প্রার্থনায় নিজের স্বরকে উচ্চ করলেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকলেন কেননা, "বিশ্বাস করে মৃত্যুবরণ করার তিনি যোগ্য ব্যক্তি।" আগুন জ্বালানো হয় এবং আগুনের শিখা তার চারপাশে জ্বল জ্বল করে উঠলো। আগুনের টুকরো তার শিখাকে টুকরো করতে পারলো না, প্রাণদণ্ডকারী এক ছোরার আঘাত তাকে আঘাত করলো। আর এই ভাবেই প্রেরিত যোহনের ছাত্র এবং যিনি ছিলেন স্মৃণার পালক সেই পলিকার্পের জীবনের অবসান ঘটলো (see James C. Hefley, ***Heroes of the Faith,*** Moody Press, 1963, pp. 12-14)।

আমাদের গৌরবময় ব্যাপটিস্ট মিশনারি "জেন বুশিয়ারের সম্বন্ধে" স্পারজিউন বলেছিলেন, "যখন তাকে ক্রেনমার ও রিডলীর সামনে আনা হয়" ইংল্যান্ড মন্ডলীর দুজন বিশপ যারা এই ব্যাপটিস্টকে দোষারোপিত করে মরণ খুঁটিতে পুড়িয়ে দিতে বলেছিলেন, এই বলে যে পুড়িয়ে মারাটা হল সহজ মৃত্যুদণ্ড। তিনি তাদের বলেছিলেন, "ঠিক তোমাদের সকলের মতোই আমি নিজেও খ্রীষ্টের এক প্রকৃত দাসী, আর তোমরা যদি তোমাদের এই হতভাগী বোনকে মৃত্যুদণ্ড দাও তবে খুব সাবধান ও (সতর্ক হও) পাছে ঈশ্বর রোমের নেকড়ে বাঘদের তোমাদের ওপরে ছেড়ে দেয় আর তোমাদেরও ঈশ্বরের জন্য দুঃখভোগ করতে হবে।" এই কথা বলার দ্বারা তিনি কতোটাই না যথার্থ ছিলেন, কেননা এই উভয় ব্যক্তিদেরই বেশ কয়েক দিন পরে শহীদ হতে হয়! (see C. H. Spurgeon, "All-Sufficiency Magnified," ***The New Park Street Pulpit,*** volume VI, pp. 481-482)।

পলিকার্প এবং জেন বুশিয়ার বহু শতাব্দী যাবত আলাদা থাকলেও তাদের যখন মরণ খুঁটিতে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তখন তারা বিশ্বাসের বিষয়ে ভীষণ এক কথা বলেছিলেন। *তথাপি যখন মৃত্যু ও উৎপীড়নের দ্বারা ভয় দেখানো হয় তখন প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সেই ভাবে কিছুই করেন নি!* হ্যাঁ, তিনি সেই মহাযাজকের প্রতি কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, রোমীয় শাসনকর্তা পন্টিয়াস পীলাটের প্রতিও কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার প্রতি যখন চাবুকের মারের ও ক্রুশের উপরে পেরেক দ্বারা মৃত্যুদন্ড দেওয়ার সময় এল সেই সময়ে যিশাইয় ভাববাদীর বর্ণণাতে যে সুন্দর বর্ণণা পাওয়া যায় তা হল সেই সময়ে তিনি ছিলেন নীরব!

> "তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরুপ তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭).

তারা যখন তাঁকে মারতে থাকে তখন তিনি একটা শব্দও উচ্চারণ করেন নি! তারা যখন তাঁকে ক্রুশে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করে তখন তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি! আসুন আমরা আমাদের পাঠ্যাংশে ফিরে আসি এবং তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার দ্বারাও তার উত্তর দেওয়ার মধ্যে ইহার মধ্য থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করি।

১. প্রথম, যাকে যীশু বলা হয় এই ব্যক্তি কে ?

যার বিষয়ে ভাববাদীরা উক্তি করেন এই ব্যাক্তি তাহলে কে ছিলেন,

> "তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না....?"(যিশাইয় ৫৩:৭).

বাইবেল আমাদের বলে যে তিনি ছিলেন প্রতাপের প্রভু, ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্ব, যিনি মনুষ্যরুপ নিয়ে পুত্র ঈশ্বর হিসাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন! ধর্ম সূত্র যেভাবে বলে, "ঈশ্বর হইতে জাত ঈশ্বর।" আমরা যেন কোন মতেই চিন্তা না করি যে তিনি কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষক বা এক স্বাভাবিক ভাববাদী! এই ভাবে চিন্তা করার জন্য তিনি কোন জায়গাই আমাদের জন্য ছেড়ে যান নি; কেননা তিনি বলেছেন,

> "আমি এবং আমার পিতা আমরা এক" (যোহন১০:৩০)।

পুনরায়, তিনি বলেছেন,

> "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত হইবে"(যোহন ১১:২৫).

যদি অন্য কোন ব্যক্তি এই সমস্ত কথাগুলো বলে তবে আমরা তাকে মন্দ আত্মাগ্রস্ত, ভ্রান্তিজনক, বুদ্ধিভ্রষ্ট, উন্মাদ বা বিশৃঙ্খল ব্যক্তি বলবো! কিন্তু যীশু যখন এই কথা বলেন

যে তিনি ও পিতা ঈশ্বর তারা উভয়ে এক, এবং তিনি যখন বলেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন", আর এই প্রকার বিভিন্ন কথাতে আমরা থমকে যাই, এবং *এমনকি এই সমস্ত কিছুর থেকে খারাপ যেটা এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও আমরা বিস্মিত হয়ে পড়ি এই সমস্ত কিছুর উপরে তিনি যদি যথার্থ না হয়!*

যদিও অন্য বিষয়ে আমি সি. এস. লুইসের সঙ্গে সর্বদা একমত না হলেও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট চমৎকার এই যে উক্তি করেছেন তার বিষয়ে আমরা কি ভাবে অসম্মতি প্রকাশ করতে পারি? সি. এস. লুইস বলেছেন,

> তাঁর বিষয়ে লোকেরা যে সমস্ত বাতুল কথা বলে থাকে সেই প্রকার যা কিছু অন্য কোন ব্যক্তি বলে থাকে তার বিষয়ে আমি বাধা দিতে চাইঃ "যীশু যে নৈতিকভাবে এক মহান শিক্ষক তা গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরত্বের দাবী করেন তাতে আমি সম্মতি প্রকাশ করি না।" একজন ব্যক্তি যিনি স্বভাবতই মানুষ এবং যীশু যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই ভাবে কথা বলেন তিনি কোন ভাবেই এক নৈতিক শিক্ষক হতে পারেন না। হয় তিনি এক উন্মত্ত পাগল সেই দিক দিয়ে যিনি বলেন তিনি এক পোচ করা ডিম - আর তা না হলে তিনি হলেন নরকের দিয়াবল। আপনাকে নিশ্চিত ভাবেই আপনার মনোনয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। এই ব্যক্তি হয় ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন ও আছেনঃ অথবা এক পাগল ব্যক্তি বা তার থেকেও অধিক কিছু। *একজন বেকুব হিসাবে তাঁকে আপনি বন্ধ করে রাখতে পারেন বা এক মন্দ আত্মাগ্রস্ত হিসাবে তাঁকে আপনি থুতু দিতে পারেন, হত্যা করতে পারেন; অথবা আপনি তাঁর চরণে পড়ে তাঁকে প্রভু ও ঈশ্বর হিসাবে সম্মান জানাতে পারেন। কিন্তু আসুন আমরা যেন তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে অর্থহীন এমন কোন পৃষ্ঠপোষণ না করি যে তিনি কেবলমাত্র এক মহান মানবিক শিক্ষক। এই প্রকার কোন বিকল্পই তিনি আমাদের কাছে ছেড়ে যান নই। তিনি এই প্রকার অভিপ্রায় করে রাখেন নি* (C. S. Lewis, Ph.D., ***Mere Christianity,*** Harper Collins, 2001, p. 52)।

"এক মন্দ আত্মাগ্রস্ত হিসাবে তাঁকে আপনি থুতু দিতে পারেন; অথবা তাঁর চরণে পড়ে আপনি তাঁকে ঈশ্বর ও প্রভু বলে ডাকতে পারেন...। আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে", কেননা যীশু বলেছেন,

> "আমিই পথ, সত্য ও জীবনঃ আমাছাড়া কোন ব্যক্তিই পিতার নিকটে আসিতে পারে না"(যোহন ১৪:৬).

ইহা আপনি সেখানেই পাবেন! যীশুখ্রীষ্টকে আপনি বুদ্ধধর্ম বা হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের সংগে সমান করতে পারেন না, "কেননা যীশু আমাদের কাছে সেই প্রকার কোন বিকল্প আমাদের কাছে রেখে যান নই। এই প্রকার কোন অভিপ্রায়ও তিনি করে যান নি।" খ্রীষ্ট অন্য কোন বিকল্পই আমাদের কাছে ছেড়ে যান নই। তিনি বলেছেন, "আমা ছাড়া কোন মানুষই পিতার কাছে আসতে পারে না।" সি. এস. লুইস যেমন ভাবে বলেছেন, "তাঁকে আপনি থুতু দিতে বা তাঁকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন, অথবা আপনি তাঁর চরণে পড়ে তাঁকে আপনি ঈশ্বর ও প্রভু বলে ডাকতে পারেন.... এর জন্য আপনাকে অতি অবশ্যই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" ইহা কেবলমাত্র এক বা অন্যটি হতে পারে। এই বিষয়ে কোন ব্যক্তিই নিরপেক্ষ নয়! তারা হয়তো তা করার ভান করতে পারে কিন্তু তারা সত্য সত্যই নিরপেক্ষ নয়। এই প্রকার কোন অভিব্যাক্তিই তিনি আমাদের কাছে ছাড়েন নি।"

২. দ্বিতীয়, যাঁরা তাঁর প্রতি অত্যাচার এবং মৃত্যুদণ্ড দেন তাদের কাছে যীশু কেন পরাজিত হলেন?

ইহা কেন এই প্রকার

> "তিনি উপদ্রুত হলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭).

সবচেয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনষ্টাইন, যদিও খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না, তিনি বলেছেন,

> যীশুর বাস্তব উপস্থিতি উপলব্ধি না করে অন্য কোন ব্যক্তিই (চারটি) সুসমাচার অনুভব করতে পারে না। প্রতিটি বাক্যের মধ্যে তাঁর ব্যাক্তিত্ব স্পন্দিত হয়ে ওঠে। তাঁর মতো জীবনে কোন পৌরাণিক কাহিনীই পূর্ণমাত্রা ধারন করতে পারে না। (Albert Einstein, Ph.D., ***The Saturday Evening Post,*** October 26, 1929)।

তথাপি তিনি যখন প্রচন্ড চাবুক দ্বারা প্রহৃত হয়ে ক্রুশারোপিত হন তখন যীশু কিছুই বলেন নি! যারা তাঁকে মারে ও যারা তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয় তাদের কাছে নিজেকে বাঁচানো থেকে যীশু কেন পরাজিত হলেন? ফ্রেঞ্চ দার্শনিক রাউসিউ, যদিও একজন নাস্তিক, অদ্ভুত ভাবেই সেই উত্তরের কাছাকাছি যান সেই প্রশ্নের প্রতি যেখানে তিনি বলেন,

> সক্রেটীয়েরা জীবন যাপন ও মৃত্যু বরণ করেন ঠিক দার্শনিকের মতো, যীশু জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণ করেন ঠিক ঈশ্বরের মতো (Jean-Jacques Rousseau, French philosopher, 1712-1778)।

যীশু নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন নি কেননা এই পৃথিবীতে আগমন করার তাঁর চিরকালীন উদ্দেশ্য হল যেন ক্রুশের উপরে দুঃখভোগ ও মৃত্যু বরণ করেন। ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার এক বছর আগে যীশু এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

> "সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্য দিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে জেরুজালেমে যাইতে হইবে এবং প্রাচীনবর্গের প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে।" (মথি ১৬:২১).

দি এ্যাপ্লায়েড নিউ টেষ্টামেন্ট কমেন্ট্রি বলে,

> এই সবেমাত্র পিতর স্বীকার করেন যে যীশুই হলেন সেই খ্রীষ্ট, মশিহা, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র (মার্ক ৮:২৯)। কিন্তু তখনও পর্যন্ত পিতর বুঝে উঠতে পারেন নি যে এই পৃথিবীতে কি করার জন্য খ্রীষ্টের আগমন হয়েছে। ঠিক যেভাবে অন্যান্য ইহুদীরা চিন্তা করছিলেন ঠিক সেইভাবে তিনিও তাই মনে করেছিলেন যার সাধারন অর্থ হল খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছেন এক জাগতিক রাজা হিসাবে। অতএব যীশু যখন তাকে বললেন যে তাঁকে অনেকভাবে দুঃখভোগ করতে হবে এবং.... মৃত্যুবরণ করতে হবে; তখন পিতর এই বিষয়টাকে গ্রহণ করতে পারেন নাই। এই রুপ কথা বলার জন্য তিনি যীশুকে ধমক দিতে থাকেন। যীশুও বলেন যে, তিন দিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন। তিনি যে মৃত্যুবরণ করবেন যীশু যে এই বিষয় জানতেন তাই নয় কিন্তু মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়েও উঠবেন। শিষ্যেরা এই বিষয়টা

> কোন মতেই বুঝে উঠতে পারেনি। (Thomas Hale, ***The Applied New Testament Commentary,*** Kingsway Publications, 1996, pp. 260-261)।

কিন্তু আমাদের ইহা বুঝতে হবে, কেননা বাইবেল বলে,

> "পাপীদের উদ্ধার করার জন্যই খ্রীষ্ট যীশু এই জগতে আসিয়াছেন" (১-ম তীমথিয় ১:১৫)

ক্রুশের উপরে আমাদের পাপের জন্য তাঁর মৃত্যুর দ্বারা এবং তাঁর পুনরুত্থানের দ্বারা আমরা জীবন লাভ করেছি। তিনি যখন বেত্রাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ক্রুশারোপিত হন, তখন যীশু কোন কথা না বলার দ্বারা নিজেকে পরাজিত করেননি কেননা রোমিয় সম্রাট পীলাটকে তিনি যেভাবে বলেছেন, "আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এইজন্য জগতে আসিয়াছি।" (যোহন ১৮:৩৭)।

৩. তৃতীয়, যীশুর নীরব দুঃখভোগের বিষয়ে পাঠ্যাংশ আমাদের কি বলে ?

আসুন একসঙ্গে অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে যিশাইয় ৫৩:৭ পদটি আরো একবার পড়ি।

> "তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরুপ তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭)।

আপনারা বসুন।

"তিনি উপদ্রুত হলেন ও দুঃখভোগ স্বীকার করলেন," ডাঃ ইয়াং বলেছেন একে অনুবাদ করা যেতে পারে, "তিনি উপদ্রুত হওয়ার জন্য নিজেকে অনুমোদন জানালেন।" "উপদ্রুত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ বরণ করে নিলেন....। নিজেকে বাঁচাবার বা প্রতিবাদ করার জন্য নিজের মুখ থেকে কোন বাক্য ব্যয় করলেন না। এই পূর্ণতার বিষয়টি চিন্তা না করে একজন কোন ভাবেই ভবিষ্যবাণীর কথাকে পড়তে পারেন না, কেননা পীলাটের বিচার সিংহাসনের সম্মুখে এই প্রকৃত দাস একটা শব্দও মুখ থেকে বার করলেন না। 'তিনি যখন তিরষ্কৃত হন তখন পুনরায় উলটে তিরষ্কার করলেন না' (তিনি যখন দুঃখভোগ করেন তখন তিনি ভয় পেলেন না)।" (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 348-349)।

> "তখন পীলাট তাহাকে কহিলেন, তুমি কি শুনিতেছ না উহারা তোমার বিপক্ষে কত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে? *তিনি তাহাকে এক কথারও উত্তর দিলেন না;* ইহাতে দেশাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্যের জ্ঞান করিলেন" (মথি ২৭:১৩-১৪)।

> "পরে প্রধান যাজকেরা তাঁহার উপরে অনেক দোষারোপ করিতে লাগিল। পীলাট তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবে না? দেখ ইহারা তোমার উপরে কত দোষারোপ করিতেছে। কিন্তু যীশু আর কিছু উত্তর করিলেন না; তাহাতে পিলাটের আশ্চর্য্য বোধ হইল" (মার্ক ১৫:৩-৫)।

> "তিনি উপদ্রুত হইলেন তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না, মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত

> হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরুপ তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭)।

যিশাইয় ৫৩:৭ খ্রীষ্টকে এক মেষের সঙ্গে তুলনা করে। পুরাতন নিয়মে মানুষেরা পশু নিয়ে, ঈশ্বরের কাছে আসত বলিদান দেওয়ার জন্য। বলিদানের জন্য একটি মেষ প্রস্তুত করা হতো বলিদানের জন্য সেখানে তারা পশুর লোমগুলোকে ছেদন বা কাটতো। সেই সময়ে মেষী শান্ত ও নীরব হয়ে দঁড়িয়ে থাকতো। ঠিক যেমন বলিদানের সময় মেষী নীরব থাকে, ঠিক "সেই ভাবেই তিনিও তাঁর মুখকে খুললেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭)।

ব্যাপ্টিস্মদাতা যোহনও তাঁকে মেষের সংগে তুলনা করে বলেন,

> "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষ শাবক যিনি জগতের পাপ ভার বহন করিয়া লইয়া যান" (যোহন ১:২৯)।

আপনি যখন বিশ্বাস সহকারে যীশুতে নির্ভর করেন তখন ক্রুশের উপরে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত আপনার পাপের সমস্ত মূল্যকে মিটিয়ে দেয় আর আপনি তখন ঈশ্বরের সামনে পাপরোহিত, দোষহীন হিসাবে দাঁড়াতে সক্ষম হন। ক্রুশের উপরে আপনার সমস্ত দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এবং যে রক্ত তিনি সেখানে দিয়েছেন তার দ্বারা আপনার পাপ পরিষ্কৃত হয়েছে।

ডেভিড ব্রেইনার্ড, যিনি হলেন ভারতীয় আমেরিকানদের বিখ্যাত মিশনারি তিনি এই সত্যতাকে তাঁর পরিচর্যা কাজের সর্বত্রই ঘোষণা করেন। তিনি যখন, ভারতীয় আমেরিকানদের কাছে প্রচার করেন তখন তিনি বলেন, "আমি কোন সময়েই যীশু এবং তাঁর ক্রুশারোপণের কাছ থেকে দূরে চলে যাই নি। আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে একবার এই লোকেরা সেই মহানতার দ্বারা আকর্ষিত হলে....আমাদের জন্য খ্রীষ্টের বলিদানের অর্থ উপলব্ধি করতে পারলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার জন্য আমাকে কোন নির্দেশ প্রদান করার প্রয়োজন হবে না" (Paul Lee Tan, Th.D., ***Encyclopedia of 7,700 Illustrations,*** Assurance Publishers, 1979, p. 238)।

আজও সেটা প্রকৃত সত্য সেটা আমি জানি। একবার আপনি যখন সেটা দেখেন,

> "শাস্ত্রানুযায়ী খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেন" (১-ম করিন্থীয় ১৫:৩),

আর আপনি যখন একবার ক্রুশারোপিত ও জীবিত পরিত্রাতার কাছে সমর্পিত হন তখনই আপনি এক খ্রীষ্টিয়ানে রুপান্তরিত হন। পরবর্তী যে বিষয়টা তা ব্যাখা ও বোঝার জন্য তুলনামূলক ভাবেই সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে, *বিশ্বাসেই যীশুতে নির্ভর করুন আর তাহলেই আপনি পরিত্রাণ লাভ করবেন!*

স্পারজিউন বলেছেন, "তিনি যখন মৃত্যুবরণ করছেন তখন আমার ধর্মতত্বে চারটি ছোট শব্দ আমি পেয়েছি তা হল, '*যীশু আমার* জন্য মরেছেন।' আমি বলবো না যে আমাকে যদি পুনরায় উঠতে হয় তবে এই বিষয় প্রচার করবো কিন্তু ইহার উপরে মৃত্যুবরণ করাটাই হল সবথেকে বড় বিষয়। *যীশু আমার* জন্য মরেছেন।" (Tan, ibid.) আপনি কি তা বলতে পারবেন? আপনি কি বলতে সক্ষম হবেন যে "যীশু আপনার জন্য মরেছেন?" যদি তা না হয় তবে কি আজকের রাত্রিতে আপনি পুনরত্থিত পরিত্রাতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবেন? আপনি কি বলবেন, যীশু আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আর তাঁর রক্ত ও ধার্মিকতার দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্রাণের জন্য আমি তাঁর কাছে সমর্পিত ও নির্ভর করেছি? এটা করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে এক সাবলীল বিশ্বাস প্রদান করুন। আমেন।

অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে গানের পাতাতে ছয় নম্বর গানটি গান, "আর ইহা কি হতে পারে?" লেখক চার্লস ওয়েসলি।

আর ইহা কি আমার লাভের বিষয়
যেন পরিত্রাতার রক্তে এক আসক্তি রাখি?
আমার জন্য মরে যিনি ব্যাথা সহিলেন?
আমার জন্য যিনি মৃত্যু অনুসরণ করলেন?
অদ্ভুত এই প্রেম, কি ভাবে সম্ভব!
যেখানে আমার ঈশ্বর, আমার জন্য মরবে?
অদ্ভুত এই প্রেম, কি ভাবে সম্ভব!
যেখানে আমার ঈশ্বর, আমার জন্য মরবে?
("And Can It Be?", Charles Wesley, 1707-1788).

যীশু যে আপনার পাপ ক্ষমা ও আপনার আত্মা উদ্ধার করেছেন এই বিষয়ে আপনি যদি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য চেতনা পাচ্ছেন তবে আমরা আপনার সংগে কথা বলতে আগ্রহী। তাই অনুগ্রহ করে আপনার চেয়ার ত্যাগ করে পিছনের ঘরটিতে চলে যান। ডাঃ কাগান আপনাকে একটা শান্ত জায়গাতে নিয়ে যাবেন যেখানে আমরা কথা বলতে পারি। তাই এই অডিটোরিয়ামের পিছনে এখনই চলে যান। মিঃ লী, অনুগ্রহ করে এখানে এসে যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। আমেন।

খসড়া চিত্র

মেষের নীরব অবস্থান

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের অষ্টম সংখ্যার সংবাদ

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরুপ তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭)।

১. প্রথম, যাকে যীশু বলা হয় এই ব্যাক্তি কে ?
যোহন ১০:৩০;১১:২৫;১৪:৬

২. দ্বিতীয়, যাঁরা তাঁর প্রতি অত্যাচার এবং মৃত্যুদণ্ড দেন তাদের কাছে যীশু কেন পরাজিত হলেন?
মথি ১৬:২১;১-ম তীমথিয় ১:১৫; যোহন ১৮:৩৭

৩. তৃতীয়, যীশুর নীরব দুঃখভোগের বিষয়ে পাঠ্যাংশ আমাদের কি বলে ?
মথি ২৭:১৩-১৪; মার্ক ১৫:৩:৩-৫; যোহন ১:২৯; ১-ম করিন্থীয় ১৫:৩

প্রায়শ্চিত্তের এক বর্ণণা

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ৯ নম্বর সংবাদ

A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT

(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

৭-ই এপ্রিল ২০১৩ সালে লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে সদাপ্রভুর দিনে সকালে এক সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, April 7, 2013

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দয়ের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল" (যিশাইয় ৫৩:৮)

যিশাইয়-র আগের পদটি আমাদের বলেছিল খ্রীষ্টের নীরব অবস্থানের বিষয়,

> "তিনি উপদ্রুত হইলেন, তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন; তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষ শাবক যেম্নন হত হইবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকেদের সম্মুখে নীরব হয়, সেইরুপ তিনি মুখ খুলিলেন না" (যিশাইয় ৫৩:৭)

ডাঃ এডোয়ার্ড জে. ইয়াং "তাঁর দুঃখভোগে খ্রীষ্টের নীরব ধৈর্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন, এখানে সেই ভাববাদী দুঃখভোগের বিষয়ে আরও পুঙ্খনাপুঙ্খ বিষয়কে তুলে ধরেন" (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** Eerdmans, 1972, volume 3, p. 351)।

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দয়ের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল" (যিশাইয় ৫৩:৮)

এই পদটি স্বভাবত তিনটি বিষয়কে নিয়ে বর্ণনা করছে (১) খ্রীষ্টের দুঃখভোগ, (২) খ্রীষ্টের ধৈর্য এবং (৩) আমাদের পাপের জন্য খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্বকারী প্রায়শ্চিত্ত।

১. প্রথম, এই পাঠ্যাংশ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের এক বর্ণনা প্রদান করে।

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন....কেননা তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন" (যিশাইয় ৫৩:৮)

গেৎশিমানী বাগানে খ্রীষ্টকে বন্দী করা হয়েছে। মন্দিরে মহা যাজকদের প্রহরায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁকে সেই প্রধান যাজক এবং স্যানহ্যান্ড্রিনের কায়ফাসের সামনে হাজির করা হয়েছে, সেখানে যিহুদীদের মুখ্য বিচারালয় রয়েছে। সেই বিচারালয়ে তাঁকে মিথ্যা সাক্ষী দ্বারা আজ্ঞা প্রদান করা হচ্ছে। যীশু বললেন,

> "আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি; এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং স্বর্গের মেঘের মধ্যে আসিতে দেখিবে" (মথি ২৬:৬৪)।

তখন মহা যাজক বলিলেন,

> "তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল এ মরিবার যোগ্য। তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুতু দিল ও ঘুষি মারিল, আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়া কহিল, রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল, কে তোকে মারিল" (মথি ২৬:৬৬-৬৭).

> "প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকেদের প্রাচীন বর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল" (মথি ২৭:১).

কিন্তু রোমীয় আধিকারিকদের ইহা করার কোন অধিকার ছিলনা, আর তাই,

> "আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাটের নিকট সমর্পণ করিল" (মথি ২৭:২)।

পীলাট যীশুকে প্রশ্ন করিলেন,

> "আর তিনি যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন" (মথি ২৭:২৬)।

আর এইভাবেই আমাদের পাঠ্যাংশের বিষয়টুকু সম্পূর্ণ হল,

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দয়ের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল" (যিশাইয় ৫৩:৮)

যিহুদী স্যানহেড্রিন এবং পীলাটের দ্বারা যীশুর এই যে বন্দীত্ব তা এই বাক্যকে পরিপূর্ণতা প্রদান করলো "তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন।" কায়ফাসার এবং পীলাটের সামনে যে পরীক্ষা তা এই উচ্চারিত অংশকে পূর্ণতা দিল "আর বিচার দ্বারা।" তাকে বিচার সভা ও বন্দীত্ব থেকে নিয়ে যাওয়া হল এমন একটা পর্বতে যার নাম হল কালভেরী, যেখানে তিনি ক্রুশে ক্রুশারোপিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন আর এইভাবে সেই উক্তির পূর্ণতা আসে, "তাঁকে জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হতে হইল।"

ডাঃ জন গীল (১৬৯৭-১৭৭১) বলেছেন,

> *তাঁকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা এবং বিচারদণ্ডের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল;* এইভাবেই তাঁর জীবনকে হিংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এক মিথ্যা ও ভুয়ো ন্যায় নীতির দ্বারা; পক্ষান্তরে সত্য সত্যই এক ভীষণ মন্দ অন্যায় তাঁর প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছিল; তাঁর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছিল, মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা ঘুষ প্রদান করে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল, এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলার হলফ করে অসত্য আচরণ করা হয়; প্রেরিত ৮:৩২ অনুযায়ী মন্দ ভাবে হস্ত বিস্তার করে তাঁর জীবনকে এই ভাবে দূর করে দেওয়া হয় ["তিনি হত হইবার জন্য মেষের ন্যায় নীত হইলেন এবং লোমচ্ছেদকের সামনে মেষ শাবক যেমন নীরব থাকে সেই রুপ তিনি মুখ খুলিলেন না"]। তাঁকে এই ভাবে অবমাননা করার মধ্য দিয়ে বিচার দণ্ড প্রদান করা হয়ঃ তিনি স্বাভাবিক ন্যায় লাভ করেননি

(John Gill, D.D., ***An Exposition of the Old Testament,*** The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume V, p. 314)।

আমাদের পাঠ্যাংশ যেমন ভাবে বলে,

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন....আর তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন" (যিশা ৫৩:৮)

২. দ্বিতীয়, সেই পাঠ্যাংশ খ্রীষ্টের বংশাবলী সম্পর্কে এক বর্ণনা প্রদান করে।

পাঠ্যাংশের মাঝখানে যে বাক্যাংশ রয়েছে যা কোন ভাবেই হোক না কেন ব্যাখা করা কঠিন,

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দয়ের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল...." (যিশাইয় ৫৩:৮)।

"তাঁর বংশের বিষয়ে কে ঘোষণা করবে?" ডাঃ গীল বলেছেন যে উচ্চারিত এই অংশটি "সেই সময়ের কথা বলে যে সময়ে তিনি বসবাস বা জীবন যাপন করছিলেন ও সেই লোকেদের মধ্যে তিনি ছিলেন, যারা তাঁর প্রতি অসভ্য আচরণ করেছিল এবং সেই মন্দতার জন্য তারা দোষী, যা কোন ভাবেই মনুষ্যের কথায় ও কলমে বর্ণণা করা যায় না" (Gill, ibid.)। ঈশ্বর পুত্রের বিরুদ্ধে চরম যে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় তাঁর প্রতি আনা হয়েছিল এই বিষয় আমরা যখন পড়ি তখন ইহা আমাদের হৃদয় মধ্যে কান্না নিয়ে আসে! ঠিক যেমন ভাবে যোসেফ হার্ট (১৭১২-১৭৬৮) তার দুঃখার্ত গানের মধ্যে তা ব্যক্ত করেছেন,

> দেখুন কি ধৈর্যেই না যীশু দাঁড়িয়ে আছেন,
> (এই সাংঘাতিক স্থানে) বিদ্রুপের মধ্যে!
> পাপীরা সর্ব্বশক্তিমানের হাতকে বন্ধন করেছে,
> আর তাদের সৃষ্টি কর্তার মুখে থুতু দিয়েছে।
>
> কাঁটার দ্বারা তাঁর মন্দিরকে রক্তাক্ত ও গভীর ভাবে ক্ষত করেছিল,
> রক্তের ধারা প্রতিটি জায়গাতে বহিয়েছিল,
> গাঁটালো চাবুকের দ্বারা তার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করেছিল,
> কিন্তু সেই ধারালো কশাঘাত তাঁর হৃদয়কে বিদারিত করেছিল।
>
> অভিশপ্ত ক্রুশকাষ্ঠে তারা তাঁকে নগ্ন পেরেক বিদ্ধ করেছিল
> উপরে স্বর্গ ও পৃথিবীতে তা প্রকাশ করেছিল,
> ক্ষত এবং রক্তের এক প্রদর্শনে প্রদর্শিত করেছিল,
> প্রেমের আঘাতের অসাধারণ ব্যাক্তিত্বকে!
> ("His Passion" by Joseph Hart, 1712-1768; altered by the Pastor; to the tune of "'Tis Midnight, and on Olive's Brow")

জন ট্র্যাপ (১৬০১-১৬৬৯) বলেছেন, "তাঁর উদ্ভবের বিষয় কে বর্ণণা বা ব্যক্ত করতে পারে? যে সময়ে তিনি বসবাস করেছিলেন সেই সময়কার মানুষের যে অন্যায় অত্যাচার ছিল (কে তা বর্ণণা করতে পারে)?" (John Trapp, ***A Commentary on the Old and New Testaments,*** Transki Publications, 1997 reprint, volume 3, p. 410)।

মানবীয় ভাবধারায় ইহা ব্যাখা করা খুবই কঠিন যে কেন সেই সমস্ত যিহুদী নেতারা যীশুকে ক্রুশারোপিত করতে চাইছিলেন, আর কেন সেই সমস্ত রোমিয় সৈন্যরা,

"গুল্ম দ্বারা তাঁর মাথায় আঘাত করেছিল ও তাঁর উপরে থুতু দিয়েছিল এবং তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল" (মার্ক ১৫:১৯-২০)।

> "আর তারা তাঁর প্রাণদন্ডের যোগ্য কোন দোষ না পাইলেও তাহারা পীলাটের নিকটে যাচ্ঞা করিল, যেন তাঁহাকে বধ করা হয়" (প্রেরিত ১৩:২৮)

জন ট্র্যাপ যে ভাবে ইহাকে উল্লেখ করেছেন, "তাঁর উদ্ভবের বিষয়ে কে বর্ণনা ও ব্যাক্ত করতে পারে?... যে সময়ে তিনি বসবাস করেছিলেন সেই সময়ের মানুষেরা যে অন্যায় অত্যাচার করেছিল কে তা বর্ণনা করতে পারে।"

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দয়ের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল...." (যিশাইয় ৫৩:৮)

ডাঃ ইয়াং বলেছেন "ঘোষনা" এই অব্যয় যা ইঙ্গিত করে ধ্যানের অথবা কোন কিছুর উপর গম্ভীর চিন্তা করা....। (তাঁর মৃত্যুর যে অর্থ) সেই বিষয়ে তারা বিবেচনা করতে পারতো কিন্তু তারা তা করেনি" (Young, ibid., p. 352)।

আজকে ইহা কি ভাবে ভিন্নতা নিয়ে আসে? বহু লক্ষাধিক মানুষ ক্রুশের উপরে যীশুর মৃত্যু সম্বন্ধে শুনলেও ইহার বিষয়ে গম্ভীর ভাবে কোন চিন্তাই তারা করে নাই। "তারা এই বিষয়ে বিবেচনা করতে পারতো, কিন্তু তারা তা করেনি।" খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের বিষয়ে কে বেশি চিন্তা করে? আপনি কি করেন? আপনি কি খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেন আর আপনার কাছে ইহার অর্থটাই বা কি?

জন ট্র্যাপ বলেন, "যে সময়ে তিনি জীবন যাপন করেন সেই সময়কার মানুষের অন্যায় যে অত্যাচার তার বিষয়ে কে বর্ণনা করতে পারে? আর এমন কি সেই সমস্ত লোকেরা যারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল তারাও বর্তমানের অপরিত্রাণপ্রাপ্ত যে লোকেরা রয়েছেন তাদের মতোই ছিল। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর বিষয়ে যে তাৎপর্য্য তা নিয়ে লোকেরা গম্ভীর ভাবে কিছুই চিন্তা করে না। আমাদের নাট্যশালায় "খ্রীষ্টের যন্ত্রণা" চিত্রটা যখন আসে তখন সংবাদের বহু ধারাভাষ্যকারীরা বলেছিল যারা এই চলচ্চিত্রটি দেখেছে তাদের মধ্যে এক গভীর প্রভাব ফেলেছে। তারা বলেছিলেন সুসমাচারের মধ্যে ইহা উদ্দীপনাময় আসক্তিকে উন্নত করবে। কেউ কেউ আবার বলেছিলেন ইহা যুবকবৃন্দের দলকে মন্ডলীর মধ্যে নিয়ে আনার জন্য এক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

এই চলচ্চিত্রটি ২০০৪ সালে মুক্তি পায়। যা হল আজ থেকে নয় বছর আগে। সেই সমস্ত ব্যাখাকারীরা যা বলেছিলেন তা দেখার জন্য আমাদের কাছে যথেষ্ট সময় ছিল। সেই চলচ্চিত্রের মধ্যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের যে বিভৎস বাস্তবতা অঙ্কন করা হয়েছে সেই বিষয়ে যারা তা দেখেছেন তা নিশ্চিত ভাবেই এক মানসিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই চলচ্চিত্রটি যারা দেখেছেন তাদের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলেনি। তারা তাদের জীবনে পাপপূর্ণ এবং স্বার্থপর অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে।

আপনি দেখুন, কেননা ইহাই হল পাপের পর্যাপ্ত নির্যাস। যারা যীশুকে জানে না তারা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের উপরে কেবলমাত্র সামান্য মাত্রাতেই এই অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করে। কিন্তু সবথেকে উত্তম ভাবে ইহা কেবল মাত্র সামান্য অনুশোচনা মাত্র। তারা ফিরে যায় "নেটের মধ্য" ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে কাজ করার জন্য, যেখানে থাকে অর্থের প্রতি তাদের লোভ, তাদের ভক্তিহীন জীবন, তাদের সীমাহীন ভিডিও খেলা, রবিবার দিনে মন্ডলীতে খাওয়া দাওয়া থেকে বিরত থাকা, যে ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন তার বিষয়ে অতি অল্প পরিমাণে চিন্তা করা এবং খ্রীষ্ট যিনি তাদের উদ্ধার করতে পারেন, যিনি ক্রুশের উপরে দুঃখভোগ করেছেন তার বিষয়ে অত্যন্ত কম সময় চিন্তা করা। তাঁর উদ্ভবের বিষয়ে কে বর্ণনা করতে পারে? যীশু যখন ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন সেই সময়কার যে প্রজন্ম

বসবাস করছিলেন আসলে আপনার প্রজন্মের মতো সমান কেন? আর আপনি যদি নিজের বিষয়ে সৎ তবে সেটাই কি আপনার জন্য এক পরিশুদ্ধ বর্ণনা ছিল না? এই সমস্ত কিছুর উপরে, ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করার জন্য আপনি কতটা সময় ব্যয় করেন? খ্রীষ্টের বলিদানের রক্ত ও ক্রুশ আপনার জীবনে কতটা প্রভাব ফেলে? আপনি যদি নিজের বিষয়ে সৎ তবে আমার মনে হয় আপনি সেই কথাই বলবেন আপনি সেই প্রজন্ম থেকে কোন ভাবেই ভিন্ন নয় যারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করেছিলেন, যারা তাঁকে ক্রুশারোপিত করেছিলেন আর তারা নিজেদের ইচ্ছাতেই, নিজেরা নিজেই স্বার্থপর ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। আর সেটাই হল পাপের প্রকৃত সারমর্ম। সেটাই হল পাপের প্রকৃত স্বভাব। সেটাই প্রমাণ করে আপনি পাপী আর আপনি ঠিক তাদের মতোই, যারা খ্রীষ্টের সময়ে ছিলেন তাদের ন্যায় দোষী। এমন কি আপনি যদি এখানে প্রতি রবিবার মন্ডলীতে যোগদান করেন, তবে আপনার মধ্যে হয়তো "ঈশ্বরভক্তির আদর্শ" আসতে পারে (২-য় তীমথিয়য় ৩:৫)। আপনার পক্ষেও কি ইহা যথার্থ নয়? "আপনি যে পাপ করেছেন এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হয়ে পড়েছেন?" (রোমিয় ৩:২৩)। আর যেহেতু এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনার জন্য সত্য তাহলে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিশাপ ও বিচারের হাত থেকে আপনি কিভাবে পালাতে পারেন? রেভারেন্ড ইয়ান এইচ. মারে তার সাম্প্রতিক সময়ের বই ডাঃ মার্টিন লয়েড জোনসের জীবনীতে বলেছেন,

> ডাঃ লয়েড জোনসের জন্য ঈশ্বরের সামনে মানুষের দোষের প্রকৃত ঝুঁকির বিষয়ে প্রচারের অর্থ হল ঐশ্বরিক ক্রোধের অবশ্যম্ভাবিতা প্রচার করা যা ইতিমধ্যেই অপরিত্রাণ প্রাপ্তদের প্রতি আর যা ইতিমধ্যেই পাপের শাস্তি স্বরুপ নরকের মধ্যে আসতে চলেছে, যেখানে নরকের কীট মারা যায় না এবং সেখানের অগ্নি কোন সময়ে নিভে যায় না" (Iain H. Murray, ***The Life of Martyn Lloyd-Jones,*** The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317)।

৩. তৃতীয়, সেই পাঠ্যাংশ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের গভীর অর্থের বিষয়ে বর্ণনা করে।

আসুন অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে যিশাইয় ৫৩:৮ পাঠ করি। এখানের শেষ বাক্যের যে উদ্দেশ্য তার প্রতি মনোযোগ করি, "আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত হানিল।"

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দয়ের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল...." (যিশাইয় ৫৩:৮)

আপনারা সকলে বসতে পারেন।

ডাঃ মেরিল এফ. উংগার বলেছেন,

> সপ্তদশ শতাব্দীর জন্য (যিশাইয় ৫৩-র মশীহামূলক ব্যাখ্যা) যিহুদী খ্রীষ্টিয়ান কর্তৃত্বকারীদের ইহা ছিল একমাত্র ব্যাখ্যা। (পরবর্ত্তী সময়ে যিহুদীরা) উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই সেই অধ্যায়ের বিষয়টি পরিত্যাগ করেন খ্রীষ্টের অসাধারণ পরিপূর্ণতার জন্য (Unger, ibid., p.1293)।

আজকে বহু ইহুদী পন্ডিত বলেন যে যিশাইয় বইয়ে ৫৩ অধ্যায়ের সম্পূর্নটাই খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়ে নয়, যিহুদীদের দুঃখভোগের বিষয়েও বলে থাকে। যদিও যিহুদীরা ভ্রান্ত খ্রীষ্টিয়ানদের হাতে প্রচন্ড ভাবে কষ্ট ভোগ করলেও ইহা আমাদের পাঠ্যাংশের প্রকৃত অর্থ হতে পারে না, কেননা ইহা সহজ ভাবেই বলে, "আমার জাতির অধর্মের জন্যই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল" (যিশাইয় ৫৩:৮)। এই বাক্যাংশের জন্যই "আমার জাতির অধর্মের

জন্যই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল", এই বিষয়ে ডাঃ হেনরী এম. মরিস বলেন, "তিনি মৃত্যুবরণ করেন 'আমার জাতির জন্য' – তা হল, ইস্রায়েল – যা এই অনুচ্ছেদে দেখাচ্ছে (খ্রীষ্ট) ইস্রায়েল নন, যার বিষয়ে অনেকে ইহা সেই ভাবে ঘোষনা করে থাকেন" (Henry M. Morris, Ph.D., ***The Defender's Study Bible,*** Word Publishing, 1995, p. 767)। এটাই হল সেই প্রকৃত অর্থ, কেননা যিহুদী লোকেরা আঘাত প্রাপ্ত হলেন না বরং খ্রীষ্টই সেই জায়গাতে তাদের জন্য আঘাত প্রাপ্ত হলেন, তিনি আঘাত প্রাপ্ত হলেন তাদের পাপের জন্য, যেন তাদের পাপের জন্য এবং আমাদের জন্যও মূল্য প্রদান করতে পারেন। আমাদের পাপের দণ্ড মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ক্রুশারোপিত হলেন!

ডাঃ জন গীল এই কথা বলেছেন, "আমাদের জাতির অধর্মের জন্য তিনি আঘাত প্রাপ্ত হলেন" এই বিষয়টি যেমন যিহুদী লোকেদের জন্য প্রযোজ্য তেমনি তা আমাদের জন্যও, মনোনীত খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যও প্রযোজ্য – যা দেখাচ্ছে যে খ্রীষ্ট আঘাত প্রাপ্ত ও যাতনা বহন করলেন উভয়দের পাপের জন্যই, যথা ইস্রায়েলের পাপের জন্য এবং "তাঁর লোকেদের' পাপের জন্য, যারা হলেন খ্রীষ্টিয়ান (Gill, ibid., p. 314)। আমার মনে হয় ডাঃ গীল সেই শব্দের অর্থকে বের করে আনেন,

> "আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল" (যিশাইয় ৫৩:৮)।

তাঁর লোকেদের জন্য পাপের মূল্য বা দণ্ড মেটাবার জন্যই খ্রীষ্ট সেই ক্রুশের উপরে "আঘাত প্রাপ্ত" হলেন আর তা যিহুদী বা পরজাতি উভয়ের জন্যই। তাঁর মৃত্যু হল অতিকম্পনশীল, খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন আমাদের পাপের দন্ড মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। ইহা হল তুষ্টিসাধন করা, পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের যে ক্রোধ তা ঘোরানো বা ঈশ্বরের ক্রোধকে পাপীদের মধ্য থেকে ঘোরানো।

কিন্তু সেখানে আবার একটি শর্ত রয়েছে। আপনার পাপের জন্য খ্রীষ্টকে অভিষ্টমূলক ভাবে মূল্য দেওয়ার জন্য আপনাকে অতি অবশ্যই বিশ্বাসে তাঁর উপরে নির্ভর করতে হবে। ক্রুশের উপরে পাপের জন্য খ্রীষ্টের মূল্য প্রদান করাটা যারা খ্রীষ্টে নির্ভর করে না বা নির্ভর করা থেকে বিরত থাকে তা তাদের উদ্ধার প্রদান করেনা। ইহা কেবল মাত্র আপনি যখন যীশুর উপরে নিজেকে অর্পণ করেন তখনই আপনার পাপ সকল পরিত্রাতার রক্তের দ্বারা ঈশ্বরের নথি থেকে মুছে ফেলা হয়।

আপনি এই পদের সমস্ত ঘটনা অবগত হয়েও হারিয়ে যেতে পারেন। এই ঘটনার বিষয়ে দিয়াবলের সম্পূর্ন জ্ঞান রয়েছে কিন্তু ইহা তাদের উদ্ধার করে না। প্রেরিত জ্যাকব বলেছেন, "ভুতেরাও (দিয়াবল) তাহা বিশ্বাস করে ও ভয়ে কাঁপে" (জ্যাকব ২:১৯)। খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু সম্বন্ধে দিয়াবলের কেবলমাত্র "মস্তিষ্কের জ্ঞান" রয়েছে। আপনি যদি উদ্ধার লাভ করার ইচ্ছা করছেন তবে আপনাকে অতি অবশ্যই খ্রীষ্টের উপরে সমর্পিত হয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করতে হবে। আপনাকে অতি অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা রুপান্তরিত বা কনভার্ট হতে হবে, অথবা তাঁর ক্রুশারোপণের বিষয়ে সমস্ত প্রকার স্মরণীয় জ্ঞান বা চিন্তাধারা নিয়ে আপনি নরকে যাবেন।

ডাঃ এ. ডব্লুউ. টোজারের কথা শুনুন যেখানে তিনি "সিদ্ধান্তবাদের" বিরুদ্ধে এবং প্রকৃত রুপান্তর বা আলাপ-আলোচনার বিষয়ে বলেন। ডাঃ টোজার বলেছেন,

> ধর্মীয় আলাপ আলোচনার সমস্ত প্রকার সম্পাদন গঠিত হয়েছে যান্ত্রিক ভাবে এবং আধ্যাত্মবাদ ছাড়াই। বিশ্বাসকে এখন অনুশীলন করা যেতে পারে এক বয়ামহীন নৈতিক জীবনের প্রতি এবং আদমের আত্মমর্য্যাদাহীন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই। খ্রীষ্টকে "গ্রহণ করা" যেতে পারে গ্রহণকারী ব্যাক্তির আত্মার মধ্যে তাঁর প্রতি কোন প্রকার বিশেষ প্রেম উৎপন্ন করা ছাড়াই (A. W. Tozer, D.D., ***The Best of A. W. Tozer,*** Baker Book House, 1979, page 14)।

"ধর্মীয় বিষয় আলোচনার সমস্ত প্রকার কার্যকলাপ সম্পাদিত হয়েছে আত্মিক আধ্যাত্মবাদ ছাড়াই" - আর আমি তাকে এইভাবে সংযোজন করে বলতে পারি যা প্রায় সময়ে খ্রীষ্ট বিহীন অবস্থায়! "সংকল্পকারী" কেবলমাত্র সরলভাবে সত্বর একটা প্রার্থনা উচ্চারণ করতে চায়, ব্যাপ্তিস্ম গ্রহণ কর আর ইহার মধ্যেই লেগে থাক। সেখানে প্রায় সময়ে খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান অল্প সময়েই উল্লেখিত হয়। প্রায় ক্ষেত্রে সেগুলোকে সম্পূর্নভাবেই ছেড়ে দেওয়া হয়। বাইবেল এইভাবে তা শিক্ষা দেয় না। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে আপনাকে অতি অবশ্যই পাপের জন্য দোষী অনুভব করতে হবে এবং আপনি নিজে কখনোই আপনাকে পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন না, খ্রীষ্টই একমাত্র ভরসা, তাঁর কাছে নিঃস্বার্থে, সরল অন্তঃকরণে সমর্পিত হতে হবে। আর কেবলমাত্র তখনই, আপনি সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানতে সক্ষম হবেন যিশাইয় ভাববাদীর সেই কথা বলার অর্থ কি, যখন তিনি বলেন,

> "আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল"
> (যিশাইয় ৫৩:৮)।

আপনি যখন বিশ্বাসে যীশু খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করেন তখন তাঁর রক্ত আপনার সমস্ত পাপকে শুচি করে আর আপনি এক রুপান্তরিত ব্যক্তি হন - কিন্তু এর আগে তা আপনার প্রতি ঘটে না। আপনি যদি উদ্ধার পেতে চান তবে আপনাকে অতি অবশ্যই যীশুর উপরে নির্ভর করতে হবে!

আসুন আমরা একত্রে উঠে দাঁড়াই। যীশুর উপর নির্ভর করার বিষয়ে আপনি যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান তবে এই মুহূর্তে আপনার চেয়ার ছেড়ে এই অট্টালিকার পিছনের ঘরের দিকে যান। ডাঃ কাগান আপনাদের একটি নিরিবিলি শান্ত জায়গাতে নিয়ে যাবেন, যেখানে তিনি আপনাদের সংগে কথা বলবেন যীশুর উপরে সমর্পিত হওয়ার বিষয়ে আর আপনি তাঁর পবিত্র রক্তের দ্বারা ধৌত ও পরিষ্কৃত হতে পারেন। মিঃ লী, অনুগ্রহ করে এখানে এসে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন যারা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। আমেন।

খসড়া চিত্র

প্রায়শ্চিত্তের এক বর্ণণা
যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের নবম(৯) সংবাদ

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

> "তিনি উপদ্রব আর বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন; তৎকালীয়দয়ের মধ্যে কে ইহা আলোচনা করিল যে, তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল" (যিশাইয় ৫৩:৮)
>
> (যিশাইয় ৫৩:৭)

১. প্রথম, এই পাঠ্যাংশ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের এক বর্ণণা প্রদান করে,
যিশাইয় ৫৩:৮এ; মথি ২৬:৬৪; ৬৬-৬৭; ২৭:১-২,২৬; প্রেরিত ৮:৩২

২. দ্বিতীয়, সেই পাঠ্যাংশ খ্রীষ্টের বংশাবলী সম্পর্কে এক বর্ণণা প্রদান করে,
যিশাইয় ৫৩:৮বি; মার্ক ১৫:১৯-২০; প্রেরিত ১৩:২৮; ২-য় তীমথিয় ৩:৫; রোমিয় ৩:২৩

৩. তৃতীয়, সেই পাঠ্যাংশ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের গভীর অর্থের বিষয়ে বর্ণণা করে,
যিশাইয় ৫৩:৮; জেমস ২:১৯

খ্রীষ্টিয়ান সমাধিস্থকরণে আপাত অবাস্তবতা

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের দশম সংবাদ)

THE PARADOX OF CHRIST'S BURIAL

(SERMON NUMBER 10 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর.এল.হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালে ৭-ই এপ্রিল লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে সদাপ্রভুর দিনের এক সন্ধ্যায় এই সংবাদ প্রচারিত হয়
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, April 7, 2013

> "আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না" (যিশাইয় ৫৩:৯)

খ্রীষ্টের সমাধিকে নিয়ে কতগুলো সংবাদ আপনি শুনেছেন? আমি তো এমন কি একটা পর্যন্ত শুনিনি, যদিও আমি মন্ডলীতে ৫৯ বৎসর রয়েছি এবং ৫৫ বৎসর প্রচারকার্য্য করছি তবুও আমি ইহা শুনিনি। খ্রীষ্টের সমাধিকে ঘিরে আমি কোন সংবাদ বা উপদেশ পড়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না! সমস্ত কিছুর মধ্যে আমরা হয়তো এর বেশী করে শুনলেও তাঁর সমাধি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। প্রসঙ্গত, সুসমাচারের মধ্যে ইহা হল দ্বিতীয় বিষয়বস্তু।

> "শাস্ত্রানুযায়ী আমাদের পাপের জন্যই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন" (১-ম করিন্থিয়ানস ১৫:৩)।

সেটাই হল সুসমাচারের প্রথম বিষয়,

> "আর তিনি কবরপ্রাপ্ত হইলেন" (১-ম করিন্থিয়ানস ১৫:৪)।

সেটাই হল সুসমাচারের দ্বিতীয় বিষয়।

আমরা যদি ইহার দ্বিতীয় বিষয়ের কথা উল্লেখ না করি তা হলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে আমরা প্রচার করি? বর্তমানে আমরা সমগ্র সুসমাচারের মধ্যে, বিশেষ করে প্রথম অথবা তৃতীয় সুসমাচারের প্রতি আলোকপাত করছি! আধুনিক প্রচারের মধ্যে সেটাই হল দূর্বলতা। সুসমাচারকে অতি অবশ্যই আমরা যেন মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু করে তুলি। আমাদের অতি অবশ্যই খ্রীষ্টের প্রতি সবথেকে বেশি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁকেও তাঁর প্রায়শ্চিত্তমুলক কাজের জন্য আমাদের প্রচারের মধ্যে এক মুখ্য স্থান দেওয়া উচিত।

এই ঘটনায় আমার বিলাপের বিষয় হল আজ প্রায় মুহূর্তে সেই ভাবে তেমন কোন প্রচার নেই। এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সম্মত। আজকে সেখানে উত্তম প্রচারের বড়ই অভাব, আর বাস্তবে তা অল্পই বটে! কিন্তু এইভাবে তা সত্য কেন হবে? বৃহত্তর ভাবে ইহা এইজন্য কেন না সেখানে সুসমাচার প্রচার খুবই কম। হারিয়ে যাওয়াদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার পরিবর্তে পালকেরা এখন বরং "খ্রীষ্টিয়ানদেরই শিক্ষা দিতে থাকেন" যদিও আক্ষরিকভাবে তাদের মন্ডলীগুলোতে হারানো আত্মারা বা লোকেরা পরিপূর্ণ থাকলেও তারা কেবল শিক্ষাই দিতে থাকেন! "নৈতিক শিক্ষা" যাকে খ্রীষ্টিয়ান বলা যায় তাকে এক মহান প্রচার বলে বিবেচনা করা যায় না। খ্রীষ্ট যখন মুখ্য প্রসঙ্গ হয়ে না ওঠে তখন প্রচার কোন ভাবেই মহান প্রচার হয়ে উঠতে পারে না!

সুসমাচারের জ্ঞান খ্রীষ্টের ঘটনাবলী জানার থেকেও ভালো বিষয়। সুসমাচারের প্রকৃত জ্ঞান হল খ্রীষ্টকে জানার প্রকৃত জ্ঞান। যীশু বলেছেন,

> "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়" (যোহন ১৭:৩)।

জর্জ রাইকার বেরি বলেছেন, "জানা" এই যে শব্দে তাঁকে এই অংশে অনুবাদ করা হয়েছে, "অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে.... জানা" (***Greek-English New Testament Lexicon***)। প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার অর্থ হল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আপনাকে খ্রীষ্টকে জানতে হবে। কেবলমাত্র ঘটনার সাধারণ জ্ঞান আপনাকে উদ্ধার দিতে পারে না। আমাদের পাপের জন্য তাঁর যে মৃত্যু তা আপনাকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জানতে হবে। তাঁর কবরস্থ বা সমাধিপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টাকেও আপনাকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হবে। তাঁর পুনরুত্থানের শক্তিকেও আপনাকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। সেটাই হল উদ্ধার ও পরিত্রাণের পন্থা। আর সেটাই হল অনন্ত জীবনের পথ।

> "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়" (যোহন ১৭:৩)।

এই অভিজ্ঞতা যদি আপনার নেই তবে আমার মনে হয় আমি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছি। আপনি যে প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান নয় এই বিষয়ে সেখানে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না কেননা প্রকৃত যে পরিবর্তন বা কনভার্সন সেই বিষয়ে আপনি তা উপলব্ধি করতে পারছেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজের মনকে পরিবর্তন করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সমস্যা হবে ও ভ্রান্তির মধ্যে পড়বেন, যীশুর চরণে পড়ুন আর কেবলমাত্র তাঁর মধ্যেই প্রকৃত উদ্ধারকে খুঁজে বার করুন।

খ্রীষ্টকে জানার জন্য আপনাকে অতি অবশ্যই ক্রুশের কাছে আসতে হবে আর কেবল মাত্র বিশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যিনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশের উপরে উৎসর্গ করেছেন। কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই আপনাকে খ্রীষ্টের কবরের কাছে আসতে হবে এবং

> "আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে ব্যাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি" (রোমীয় ৬:৪)।

কেননা কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার দ্বারা আমরা "জীবনের নূতনতায় চলার জন্য' উত্থাপিত হয়েছি (রোমিয় ৬:৪ বি)।

অতএব আমরা আমাদের পাঠাংশের এই পর্যন্ত এসে তাঁর কবর প্রাপ্তির বিষয়ে শিখেছি যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে সেই বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

> "আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না" (যিশাইয় ৫৩:৯)

এই পদে আমরা খ্রীষ্টের কবর প্রাপ্তির আপাত অবাস্তবতা, এক স্পষ্ট বাস্তবতা এবং ইহার রহস্যকে খুঁজে পাই। আর তার পরেই আমরা সেই রহস্যের উত্তর খুঁজে পাই।

১. প্রথম, তাঁর কবর প্রাপ্তির আপাত অবাস্তবতা।

> "আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন....." (যিশাইয় ৫৩:৯)

খ্রীষ্টের সময়ে "দুষ্টগণ" ছিল দস্যু। "ধনবান"-কে বিবেচনা করা হতো সম্মানীয় ব্যাক্তি। তাহলে কিভাবে তাঁর কবর দুষ্টগণের সঙ্গে এবং সেই একই সঙ্গে "তাঁর মৃত্যুতে ধনবানের সমান হল?" এই বিষয়টা প্রাচীন যিহুদী ব্যাখ্যাকারীদের বিব্রত করে তুলেছিল। ইহা ছিল এক তাদের মনের আপাত অবাস্তবতা, আপাত দৃষ্টিতে এক অসংগতিপূর্ণ।

কিন্তু এই যে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা তা যোহন লিখিত সুসমাচারে সমাধান করা হয়েছে। যীশু দুজন দস্যুর মাঝখানে মৃত্যুবরণ করেন, তাদের একজন তাঁর বাঁদিকে এবং অপর জন তাঁর ডান দিকে। আমাদের পাঠ্যাংশে তাদের "দুষ্টলোক" বলে নির্দেশ করা হয়। যীশু প্রথমে মৃত্যুবরণ করলেও দুজন দস্যু বেশ কিছু সময় পর্যন্ত তখনও বেঁচেছিল।

> "সেই দিন আয়োজনের দিন, অতএব বিশ্রাম বারে সেই দেহ গুলি যেন ক্রুশের উপরে না থাকে কেননা ওই বিশ্রাম মহাদিন ছিল - এই নিমিত্ত যিহুদীগণ পীলাটের নিকটে নিবেদন করিল, যেন তাহাদের পা ভাঙিয়া তাহাদিগকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়" (যোহন ১৯:৩১)

সৈন্যরা সেই দুই দস্যুর পাগুলো ভেঙে দেয়। এই কাজ করতে হয়েছিল যাতে তারা কোনমতে নিজেদের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে ও যাতে তারা অতি শীঘ্র মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু যীশু তাদের মাঝখানে যে ক্রুশে ছিলেন, সেখানে যখন আসে তখন তিনি ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য তাদের একজন তাঁর কুক্ষিদেশে বর্শার আঘাত করে। তখন তাঁর দেহ থেকে রক্ত ও জল বার হতে থাকে যা দেখায় যে তিনি হৃদপিন্ড বন্ধ হওয়ার দরুন মৃত্যুবরণ করেছেন।

> হস্তিদন্তের শুভ্র সিংহাসনের উপরে বিরাজ করার জন্য তিনি মরেন নি,
> তিনি মৃত্যুবরণ করলেন কালভেরী ক্রুশের উপরে;
> যা কিছু তিনি লাভ করেছিলেন পাপীদের জন্য তিনি সবই হারালেন,
> আর একটি ক্রুশ থেকেই তাঁর রাজ্যকে তিনি নিরীক্ষণ করেন।
> এবড়ো খেবড়ো একটি ক্রুশ তাঁর সিংহাসন হয়ে ওঠে,
> কেবল মাত্র তাঁর হৃদয় হল তাঁর স্বর্গরাজ্য;
> রক্তে রঞ্জিত ক্রুশই তাঁর সিংহাসন হয়ে উঠলো,
> আর তাঁর মাথার উপরেই তাঁর সিংহাসনকে লিখে রাখলেন।
> ("A Crown of Thorns," Ira F. Stanphill, 1914-1993).

কিন্তু অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছিল। যীশুর শরীরের দাবী জানাবার জন্য দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিল। তারা ছিলেন আরমাথিয়ার যোসেফ, এক ধনবান ব্যাক্তি এবং বেশ কিছু সংখ্যক যিহুদী স্যানহ্যান্দ্রিন ও নিকোদীমাস যিনি ছিলেন যিহুদীদের অধ্যাপক, যিনি আগেও এক রাত্রিবেলা যীশুর কাছে এসেছিলেন (যোহন ৩:১-২)। তারা উভয়েই গুপ্ত শিষ্য ছিলেন, কিন্তু এখন তারা এই প্রথম প্রকাশ্যে এলেন। এই কাজ করার জন্য তারা বাস্তবে জীবনের এক বড় ঝুঁকি নিলেন। ডাঃ মাকগী বলেছেন,

> আমরা যেন এই ব্যাক্তির বিষয়ে ততটা সমালোচক না হই। তারা পিছনের দিকেই ছিলেন কিন্তু এখন প্রভুর শিষ্যরা যেন মেষেদের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে গুপ্ত ভাবে আবরিত রয়েছেন কিন্তু এই দুই ব্যাক্তি প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছেন। (J. Vernon McGee, Th.D., ***Thru the Bible,*** Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 494).

আরিমাথিয়ার যোসেফ এবং নিকোদীমাস যীশুর শরীরকে নিয়ে গেলেন। যোসেফ ছিলেন ধনবান ব্যক্তি আর তিনি যীশুর শরীরকে তাঁর নূতন সমাধিস্থানে নিয়ে গেলেন।

> "আর তিনি শৈলে খুদিয়াছিলেন আর কবরের দ্বারে একখান বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন" (মথি ২৭:৬০)।

এই ভাবেই খ্রীষ্টের কবরের আপাত অবাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। হ্যাঁ, তিনি দুষ্টদের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিলেন, তা তিনি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দুইজন দস্যুর মাঝেই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু তাঁকে কবরে রাখা হল এই ভাবে যেখানে "মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সমান হইলেন" (যিশাইয় ৫৩:৯) ধনবানের কবরে তাঁকে রাখা হল। খ্রীষ্ট এক দুষ্ট ব্যাক্তির ন্যায় মৃত্যু উপলব্ধি করেছেন কিন্তু তাঁকে রাখা হল। খ্রীষ্ট এক দুষ্ট ব্যাক্তির ন্যায় মৃত্যু উপলব্ধি করেছেন কিন্তু তাঁকে ধনবানের সঙ্গে এক সম্মানীয় কবরে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এটাই দেখায় যে আমাদের প্রভুর অবমাননার সমাপ্তি হচ্ছে। তাঁর শরীর সেই দুজন দস্যুর সঙ্গে সাধারন কবরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয় নি। তিনি যে সম্মানের যোগ্য ঠিক সেই ভাবেই সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিশ্রামের জন্য শায়িত করা হয়েছিল। আর এই ভাবে আপাত অবাস্তবতার মধ্যে যা প্রায় সময়েই প্রাচীন র‍্যাব্বাইদের বিস্মিত করে যারা এই বিষয়ে অধ্যয়ন করেন, সেই বিষয়ে আমাদের পাঠ্যাংশ ইহাকে অত্যন্ত সরল করে তোলে।

> "আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন....." (যিশাইয় ৫৩:৯)

কিন্তু খ্রীষ্ট তিনি তাঁর কবরকে কেন দুষ্টদের এবং ধনবানের সঙ্গী করলেন সেই বিষয়ে আরো একটি যুক্তি রয়েছে। আমি যে ভাবে বলেছি, যিহুদী লোকেরা বিবেচনা করতেন যে দস্যুগণ এবং নিয়ম অমান্যকারীরা হল "দুষ্ট ব্যক্তি" আর "ধনবানের" বিষয়ে তারা মনে করতেন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। যে ঘটনার দ্বারা যীশু "তাঁর কবরকে এইরুপ করলেন" যা এই উভয় দলকেই দেখায় যে "দুষ্টগণ" এবং "ধনবান" উভয়কে আলাদা করার ক্ষেত্রে প্রাচীন র‍্যাব্বাইয়েরা ভুল জায়গাতে রয়েছেন। তারা কোন মতেই দুটো দুটো দল নয়। কিন্তু এই উভয় দলই হল পাপী।

আর বর্তমান দিনেও এই বিষয়টি অত্যন্তভাবেই বাস্তব। যেভাবে তারা "দুষ্টলোকেদের" বলতেন ঠিক সেই ভাবে শ্রদ্ধাশীল ও সম্মানীয় লোকেরাও সমান ভাবেই পাপী ব্যাক্তি। আমি যখন সংবাদের এই অংশটি লেখার জন্য বসি তখন এক বার্তা বিপনণকারী আমাকে ফোন করে বলে "রক্ষণশীল" দলের পরিচর্যা কাজের জন্য দান করতে। সেই বার্তা প্রেরণকারী বাক্তি বলে নিম্নলিখিত কোন ঘটনাগুলো আমেরিকার সামনে বিচার্য্য বিষয় বলে আপনি মনে করেন—যথা গর্ভপাত, ইজ্রায়েলকে সমর্থন করা থেকে পতন অথবা সমলিঙ্গের বিবাহ?" আমি বললাম, ইহার কোনটাই নয়। আমেরিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছে তা হল আমাদের পালকেরা তাদের মন্ডলীতে সদস্যদের যে পাপ রয়েছে সেই বিষয়ে প্রচার করে না। আমার এই কথা বলার অর্থ কি? আমার বলার অর্থ এটাই গর্ভপাত, সমলিঙ্গের বিবাহ এবং ইজ্রায়েলকে সমর্থন করার অক্ষমতা হল এক উপসর্গ মাত্র, সেগুলো প্রকৃত অসুস্থতা নয়। তা হল অসুস্থতার উপসর্গ মাত্র। আপনি উপসর্গ সারিয়ে তোলার জন্য কাজ করতে পারেন কিন্তু আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহার গুরুত্বপূর্ণ পীড়া নিয়ে আদান প্রদান করছেন ততক্ষণ ইহা কোন ভাবেই দীর্ঘকালীন ক্ষেত্রে কোন ভালো কাজ করবে না। আর এই পীড়া হল পাপ - পাপ যা উদারমনা ও রক্ষণশীল এই উভয়কেই মেরে ফেলছে - সেই পাপ যা গণতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র উভয়কেই ধ্বংস করছে। আবার এই পাপ "দুষ্টতা" এবং "ধনবান" উভয়েরই সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে।

পাপ হৃদয়ের মধ্যেই শায়িত রয়েছে। মানুষের হৃদয় হল ভুল, তা কেবল মাত্র ইহার বাহ্যিক প্রকাশ ভঙ্গিই নয়। পাপ তার অন্তরের অন্তস্থলের চিন্তাধারা ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আপনার পাপী হৃদয় আপনাকে সেই বিষয়গুলোই চিন্তা করার জন্য বলে যেগুলো ভুল ও মন্দ। তারপরে আপনার পাপপূর্ন স্বভাব আপনাকে পরিচালিত করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার জন্য আর যে বিষয়ে আপনি চিন্তা করছেন সেই বিষয়ে পাপ করতে সাহায্য করে। পাপ আপনার আভ্যন্তরীন জীবনে আধিপত্য করে এবং আপনার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহায্য করে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পরিচালিত করে। ঈশ্বরের

বিরুদ্ধে আপনার হৃদয়ে যে বিদ্রোহ ভাব এতটাই প্রবল যাতে আপনি যা কিছুই করুন না কেন ইহা আপনাকে পরিবর্তন করতে পারে না বা আপনার উপরে যে নিয়ন্ত্রণ তাকে ভেঙে ফেলতেও পারে না। আপনাকে অতি অবশ্যই সেই জায়গাতে আসতে হবে যেখানে আপনি প্রেরিতগণের সংগে বলতে সক্ষম হবেন "দুর্ভাগা মনুষ্য আমি, এই মৃত্যুর দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করিবে" (রোমিয় ৭:২৪)। আর কেবল মাত্র তখনই তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে "সেই দুষ্টগণ" এবং "সেই ধনবানের" সঙ্গে যীশু, তাঁর যে কবরকে তৈরী করেছেন তার গুরুত্ব বুঝতে আপনি সক্ষম হবেন। আপনার পশ্চাৎভূমি যাই হোক না কেন খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করে কবর প্রাপ্ত হয়েছেন যাতে আপনার পাপ সকলের ক্ষমা হয় এবং তা দূর করে ফেলা হয়। ডাঃ জে. উইলবার চ্যাপম্যান তাঁর একটা গানে ইহাকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন, "কবরের মধ্য দিয়ে, তিনি আমার পাপ সকল দূর করিলেন" ("One Day" by Dr. J. Wilbur Chapman, 1859-1918)। কেবল মাত্র খ্রীষ্টই আপনার পাপ পূর্ণ হৃদয়ের বিদ্রোহকে পরিবর্ত্তন করতে পারেন!

> "আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন....." (যিশাইয় ৫৩:৯)

২. দ্বিতীয়, আপাত অবাস্তবতার ব্যাখ্যা।

আমাদের পাঠ্যাংশের দ্বিতীয় ভাগ দেখায় যে কেন খ্রীষ্ট, যদিও দস্যুগণের সংগে অসম্মানীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তখন সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কবর প্রাপ্ত হচ্ছেন। অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশটি পড়ুন যার বিষয়বস্তু আরম্ভ হচ্ছে এই শব্দ দিয়ে "তাঁর মুখে ছল ছিল না....(যিশাইয় ৫৩:৯)।

> "আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না" (যিশাইয় ৫৩:৯)

আপনারা বসতে পারেন।

খ্রীষ্টের সম্মানীয় কবর প্রাপ্তি সম্পর্কে ইহা আমাদের কাছে এক যুক্তি প্রদর্শন করে। এই সম্মান তাঁর কাছে সংগতিপূর্ণ এই জন্য কেননা তিনি কোন ছল বা বিদ্রোহ করেননি। কোন দস্যুপনা বা মন্দ কার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে অথবা হত্যা ও মনুষ্য জাতির প্রতি নিষ্ঠুরতার কার্য্যে দোষী ছিলেন না। কোন দাঙ্গাবাজিকে তিনি উত্তেজিত করেন নি বা যিহুদী ও রোমীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলাও শুরু করেন নি। আর তাঁর মুখে কোন ছলও ছিল না। কোন ভ্রান্ত বা ভুল শিক্ষা তিনি শেখান নি। তাঁকে যেভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছিল সেই ভাবে তিনি নিজে লোকেদের প্রবঞ্চিত করেন নি। আর তা ছিল সব থেকে বেপোরোয়া এক মিথ্যা। প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা করা থেকে কাউকে আকর্ষিত করার চেষ্টাও তিনি করেননি। তিনি ক্রমাগত ভাবে মোজেস ও ভাববাদীদের বিধানের সম্মান ও সেই বিষয়ে ক্রমাগত ভাবে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। তিনি তাদের রাজ্যের ও তাদের ধর্মের কোন শত্রুও ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি কোন পাপের বিষয়ে দোষীও ছিলেন না। প্রেরিত পিতর সেই খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেন, ,

> "তিনি পাপ করেন নাই, তাঁহার মুখে কোন ছল পাওয়া যাই নাই" (১-ম পিতর ২:২২)

ডাঃ ইয়াং বলেছেন, "তাঁর অসম্মানীয় মৃত্যুর পরেও খ্রীষ্টকে এক সম্মানীয় ভাবেই কবরস্থ করা হয় তাঁর পরিশুদ্ধ নির্দোষিতার জন্য। (যেহেতু) তিনি তাঁর অপরাধী দস্যুদের মতো

ব্যবহার করেন নি তাই তাদের সংগে তিনি অসম্মানীয় কবরের অংশীদার হন নি কিন্তু ধনবানের সংগে এক সম্মানীয় কবরে সমাধিস্থ হলেন।"

এই বিষয়টা আমাকে মহাশয়, উইনষ্টন চার্চিলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যিনি তার পিতার পাশেই গ্রামের একটি মন্ডলীর জায়গাতে এক সম্মানীয় কবরপ্রাপ্তি মনোনীত করেন, যেখানে তার পিতার শত্রুরা এবং তার নিজের শত্রুরা শায়িত থাকলেও সেই জায়গাকে সব থেকে কম সম্মানীয় হিসাবে বিবেচনা করলেন না, এখানেই লোকেদের মধ্যে যারা ইংল্যান্ডের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তথাপি এক সমারোহ ও উৎসবের মতো করেই ওয়েষ্টমিনস্টার অ্যাবিতে হিটলার ও তার নাজি শাসন ব্যবস্থার মুখে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কাজে আপস নিষ্পত্তি করে সমাধিপ্রাপ্ত করা হয়। যদিও চার্চিল একজন নুতন জন্ম প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না তথাপি তিনি ছিলেন এক সম্মানীয় ব্যক্তি।

নিশ্চিত ভাবেই যীশু ছিলেন এক মহান ব্যক্তি যিনি জীবন যাপন করেছিলেন। হ্যাঁ, তিনি মানুষ ছিলেন ও আছেন যাকে বলা হয় "তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু" (১-ম তীমথিয় ২:৫)। তাঁর মহানতা এই ঘটনার উপরেই আধারিত যে পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমাদের পাপের জন্য তাঁর জীবন ইচ্ছাকৃত ভাবেই সেই মূল্য প্রদান করেছে। ঠিক ক্রুশারোপিত হওয়ার অল্পসময় আগে, যীশু বলেছেন,

> "কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে; ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই" (যোহন ১৫:১৩)

এক অসম্মানীয় ক্রুশ তাঁর সিংহাসন হয়ে উঠলো,
তাঁর হৃদয় ছিল কেবলমাত্র তাঁরই হৃদয়;
ঘন তাজা রক্তের মধ্যে তিনি তাঁর প্রেমকে লিখলেন,
এবং নিজের মাথার উপরেই পরিধান করলেন সেই কাঁটার মুকুট।

আর এখন, হে আমার বন্ধু যাকে খ্রীষ্টিয়ান বলা হয় সেই যীশুকে নিয়ে তোমরা কি করবে? সি. এস. লুইস ইহাকে যেমন ভাবে উল্লেখ করেছেন, সেখানে সম্ভাব্য দুটি প্রতিক্রিয়া আছে – "আপনি তাঁর প্রতি থুতু দিতে পারেন এবং দিয়াবল হিসাবে তাকে মারতে পারেন অথবা তাঁর চরণে পড়ে আপনি তাঁকে প্রভু এবং ঈশ্বর বলে ডাকতে পারেন।" ইহার কোনটা আপনার জন্য? তৃতীয় এক মাত্র মনোনয়ন হল যেন তাঁকে আপনি সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে যান এবং তাঁর ব্যথা ও দুঃখভোগের অর্থকে প্রাধান্য না দিয়ে আপনি আপনার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাদের জন্য আমি সব থেকে বেশী দুঃখ পাই যারা পরিত্রাতাকে এই রকম অসম্মানের দ্বারা আচরন করেন। আমার প্রার্থনা আপনি যেন তাদের একজনের মতো না হন। তারা হল তাদের মধ্যেই যাদের টি. এস. ইলিয়ট বলে থাকেন "আন্তরিকতাহীন মনুষ্য" যার অর্থ হল তারা কেবলমাত্র সেই মুহূর্তে আনন্দের জন্য জীবন যাপন করেন। হ্যাঁ, আমি প্রার্থনা করি যেন আপনি তাদের একজনের মতো না হন, কেননা নরকের মধ্যে তাদের এক গভীর শূণ্য জায়গা হবে।

আসুন ভুলে যাই সেই গ্যেৎসিমানি;
আসুন ভুলে যাই তাঁর মর্ম পীড়া;
আসুন আমার জন্য তাঁর ভালোবাসাকে ভুলে যাই,
আমাকে কালভেরীর প্রতি পরিচালিত করি।
("Lead Me to Calvary," Jennie E. Hussey, 1874-1958).

আমি প্রার্থনা করি যেন আপনি যীশুর কাছে আসেন, আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর উপরে নির্ভর করুন এবং প্রকৃত খ্রীষ্টিয় মতামত পোষণের দ্বারা মৃত্যু থেকে জীবনে প্রবেশ করুন।

আসুন আমরা একত্রে মিলে উঠে দাঁড়াই। আপনি যদি যীশুর দ্বারা পাপ থেকে পরিষ্কৃত হয়ে আমাদের সংগে কথা বলতে চান তবে এই মুহূর্তে পিছনে অডিটরিয়ামের দিকে যান। ডাঃ কাগান আপনাকে একটি শান্ত জায়গায় পরিচালনা করবেন যেখানে আমরা

একসঙ্গে কথা বলবো। মীঃ লী অনুগ্রহ করে এখানে আসুন ও যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।.

খসড়া চিত্র

খ্রীষ্টিয়ান সমাধিস্থকরণে আপাত অবাস্তবতা

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের দশম সংবাদ)

লেখকঃ ডাঃ আর.এল.হাইমার্স, জুনি.

"আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরুপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন, যদিও তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না" (যিশাইয় ৫৩:৯)

(১-ম করিন্থীয় ১৫:৩-৪; যোহন ১৭:৩; রোমিয় ৬:৪)

১. প্রথম, তাঁর কবর প্রাপ্তির আপাত অবাস্তবতা,

যিশাইয় ৫৩:৯এ; যোহন ১৯:৩১; মথি ২৭:৬০; রোমিয় ৭:২৪।

২. দ্বিতীয়, আপাত অবাস্তবতার ব্যাখ্যা,

যিশাইয় ৫৩:৯ বি; ১-ম পিতর ২:২২; ১-ম তীমথিয় ২:৫; যোহন ১৫:১৩।

তুষ্টি সাধন করা!

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ১১ নম্বর সংবাদ)

PROPITIATION!

(SERMON NUMBER 11 ON ISAIAH 53)

লেখকঃ ডাঃ আর.এল.হাইমার্স,জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালে ১৩-ই এপ্রিল লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে শণিবারের সন্ধ্যায় এক সংবাদ প্রচারিত হয়
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, April 13, 2013

> "তথাপি তঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ূ হইবেন এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

আজকে রাত্রিতে আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলতে চলেছি তা অপছন্দ হবে এমন কি যারা ইহা শুনিবেন তারা ঘৃণা করতে থাকবেন। আজকে ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকেদের মধ্যে এই প্রকার ভুল অিভপ্রায় রেয়েছ। যখন কোন ব ক্তি বাইেবেলর ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বেল তখন ইহা নেিতবাচক প্রতিক্রয়ার প্রভাব ফেল, বেিশষত বেিশষ কিছু ধরেনর প্রচারকেদর মেধ ।

বেশ কিছু বৎসর আগে আমাকে এক প্রাচীন পালকের দ্বারা বলা হয়েছিল যেন প্রায় একদল যুবক যেখানে একশত ব্যক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে সুসমাচার মূলক সংবাদ প্রদান করি। আগেও আমি তিনবার বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছি আর তাই আমি মনে করলাম মন্ডলী যা চাইছে তা আমি জানি। কিন্তু এই সময়ে আরো দুজন তরুন পালক এই তত্ত্বাবধানের মধ্যে ছিলেন। আমি পরিত্রাণ মূলক এক সংবাদ প্রচার করলাম, যেখানে ঈশ্বরের বিচার সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করে খ্রীষ্টের সুসমাচার দিয়ে এক স্বচ্ছ উপস্থাপনার মধ্যে তা সমাপ্ত করলাম। সাতাশ জন যুবক ব্যক্তি সেই আমন্ত্রণে প্রতিক্রিয়া জানালেন। এদের মধ্যে সকলেই এই প্রথম বিশ্বাস করছে আর এদের মধ্যে এক চতুর্থাংশই ছিল কলেজে পড়া ছাত্র যারা সেখানে উপস্থিত ছিল।

এদের মধ্যে একজন মনে করলো যে সেই দুজন তরুন পালক এই প্রকার এক প্রতিক্রিয়াতে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সংবাদের পরে এদের উভয়ের মুখেই গোমড়া ভাবের ছায়া প্রকাশমান হল। তারা আমাকে ধন্যবাদের কোন নোটই লেখেনি আর তারা আমাকে কোন সম্মানীয় দক্ষিণাও পাঠায় নি যেটা কিনা মন্ডলীর এক স্বাভাবিক আচরণ বা অভ্যাস ছিল। তাদের এই প্রকার শীতলতম অনুত্তেজনায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়লাম। পরবর্তী সময়ে আমি শিখলাম যেখানে তারা হয়তো মনে করলো যে আমি অত্যন্ত নেতিবাচক ছিলাম যেখানে ঈশ্বর যে পাপের বিচার করেন সেই বিষয়ে যুবকদের সতর্ক না করেই আমার নিমন্ত্রণ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই তখন থেকেই আমি আবিষ্কার করলাম যে এই ভাবেই আধুনিক সময়ের বহু পালক তাদের মতবাদকে পোষণ করেন। "তাদের কাছে কেবল মাত্র সুসমাচার প্রদান করুন। কেবল মাত্র ঈশ্বরের প্রেমের কথা বলুন। লোকেদের উত্তেজিত করবেন না ও তাদের অস্বস্তির মধ্যে ফেলবেন না।" প্রায় সময়েই আমি দেখেছি আজকের প্রচারকেরা এই ভাবেই তা অনুভব করে। কিন্তু আমি দৃঢ় প্রত্যয় এই ভাবে চিন্তা করার মধ্যে সেখানে এক সাংঘাতিক খামতি থেকে যাচ্ছে, কিছু অপ্রতুল ভাব এবং সুসমাচারমূলক প্রচারের যে দর্শন তার মধ্যে কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে।

ডাঃ এ. ডব্লউ. টোজার বলেছেন, "যে ব্যাক্তি প্রথমে ঈশ্বরের ভয়ের বিষয়ে জানতে না পারছে সেই ভাবে কোন ব্যাক্তিই ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে জানতে পারবে না"(***The Root of Righteousness,*** Christian Publications, 1955, p. 38).আমি বিশ্বাস করি এই বিষয়ে

তিনি যথার্থ ছিলেন, "যে ব্যক্তি প্রথমেই ঈশ্বরের ভয় সম্বন্ধে জানতে না পারছে সেই ভাবে কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না।" ডাঃ মার্টিন লয়েড জোন যথার্থ ভাবেই ডাঃ টোজার যে বিষয়ে বলেছেন তিনি সেই বিষয়ে বিশ্বাস করেন। ইয়ান এইচ. মারে বলেছেন,"ডাঃ লয়েড জোনের জন্য ঈশ্বরের সামনে মানুষের অপরাধের প্রকৃত সংকটের বিষয় প্রচার করার অর্থ হল স্বর্গীয় রোষ বা কোপের যে নিশ্চয়তা সেই বিষয়ে প্রচার করা..... নরকের যে শাস্তি সেই বিষয়ে প্রচার করা.... তিনি নিরীক্ষণ করেন যে বাইবেল ভিত্তিক প্রচারে সতর্কীকরণ করাটা হল এক গুরুত্বপুর্ণ অংশ। নরক কোনমতেই এক তত্ব নয়...."(Rev. Iain H. Murray, ***The Life of Martyn Lloyd-Jones,*** The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).

ডাঃ লয়েড জোনস পুনরায় বলেন, "সমস্ত কিছুর মধ্যে সব থেকে সাংঘাতিক পাপ হল ঈশ্বরের বিষয়ে ভ্রান্ত ভাবে চিন্তা করা যার বিষয়ে স্বাভাবিক মানুষ ভীষণ ভাবে দোষী" (ibid.,p.316)। এরই মধ্যে পুনরায় ডাঃ জন আর. রাইসের মধ্যে আমি এক জ্ঞান খুঁজে পাই, যেখানে সেই বিশিষ্ট ব্যাপটিস্ট সুসমাচার প্রচারক দৃশ্যত এই একই বিষয় বলেন যা ডাঃ টোজার এবং ডাঃ লয়েড জোনস বলেছেন। ডাঃ রাইস বলেছেন,

> বাইবেলের ঈশ্বর হলেন ভয়াবহ ঈশ্বর, এক ভীতিপ্রদ ভগবান, এক প্রতিশোধ দাতা ঈশ্বর আবার সেই সংগে দয়াশীল ঈশ্বর (John R. Rice, D.D., ***The Great and Terrible God,*** Sword of the Lord Publishers, 1977, p. 12).

ডাঃ রাইস বলেছেন,

> আধুনিক সময়ের প্রচার ব্যবস্থা বা বিধান বা অনুগ্রহ ছাড়া, বিশ্বাস অনুতাপ ছাড়া, ঈশ্বরের দয়া ঈশ্বরের ক্রোধ বা কোপ ছাড়া, স্বর্গের বিষয়ে প্রচার নরকের বিষয়ে প্রচার ছাড়া.... আর ইহা হল ঈশ্বরের বাক্যের যে সত্যতা সেই বিষয়ে বিপথগামী করে তোলা। ইহা ঈশ্বরকে ভ্রান্তভাবে উপস্থাপন করে। ইহা হল ঈশ্বরের সংবাদকে অসৎভাবে উপস্থাপন করা। ঈশ্বর হলেন ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, এক সাংঘাতিক ঈশ্বর, তিনি এমন এক ঈশ্বর যিনি পাপের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর,এক ঈশ্বর যিনি প্রতিশোধ নেন, এমন এক ঈশ্বর যাকে ভয় করা দরকার, তিনি এমন ঈশ্বর যার সম্মুখে পাপীরা কম্পমান হয় (ibid., pp. 13, 14).

আমেন! আর বৎসর ব্যাপী তাদের সংবাদ পড়ে আমি সেই বিষয়ে জানি যে ডাঃ টোজার এবং ডাঃ লয়েড জোন তারা জন আর. রাইসের সংগে সম্পূর্ণ ভাবে এই বিষয়ে একমত হবেন। "ঈশ্বর হলেন পাপের বিরুদ্ধে ক্রোধশীল ঈশ্বর।"

ঈশ্বরকে আমরা যখন সেই ভাবে দেখি, ঠিক বাইবেল যে ভাবে তাঁকে উপস্থাপন করে তবে যিশাইয় ৫৩:১০ পদে আমাদের যে পাঠ্যাংশ রয়েছে সেই বিষয়ে আমাদের কোন সমস্যাই হবে না। সেই পাঠ্যাংশ পিতা ঈশ্বরের কেন্দ্রবিন্দু যা আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর যীশুর প্রতি করেছেন,

> "তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)
>
> "তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্ত বলিরুপে প্রদর্শন করিয়াছেন" (রোমিয় ৩:২৫)

ডাঃ ডাব্লউ. এ. ক্রিসওয়েল বলেছেন, "প্রায়শ্চিত্ত হল ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের কার্য্য যার দ্বারা পাপের বিরুদ্ধে ধার্মিক ঈশ্বরের যে দাবী তা তিনি পূরণ করেছেন যেখানে তিনি ঈশ্বরের

ন্যায়পরায়ণতাকে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং সেই সংগে মানুষের যে দোষ তা তিনি অবলুপ্ত করেছেন" (W. A. Criswell, Ph.D., ***The Criswell Study Bible,*** Thomas Nelson Publishers, 1979, p. 1327, note on Romans 3:25).

> "তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্ত বলিরুপে প্রদর্শন করিয়াছেন"
> (রোমিয় ৩:২৫)

The Reformation Study Bible সেই পদের বিষয়ে বলে, "খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন প্রায়শ্চিত্ত রুপ বলি হিসাবে যা পাপীদের বিরুদ্ধে স্বর্গীয় ন্যায়কে পরিতৃপ্ত করেছে ও ক্ষমা এবং ধার্মিকতা বহন করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু পল অতি সতর্কতার সংগে ইংগিত প্রদান করে যে সেই প্রায়শ্চিত্ত (ঈশ্বরের পুত্রের) আমাদের প্রেম করার প্রতি পিতা ঈশ্বরের কাছে যুক্তি প্রদান করেনি। এর বিপরীতটাই হল প্রকৃত সত্য – ঈশ্বরের প্রেম তাঁকে তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করার আদর্শ হয়ে উঠলো" (***The Reformation Study Bible,*** Ligonier Ministries, 2005, p. 1618, note on Romans 3:25).

> "তিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে তিনি সমর্পণ করিলেন" (রোমিয় ৮:৩২)

আমাদের পাঠ্যাংশ যেমনভাবে বলছে,

> "তথাপি তঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

এই পাঠ্যাংশে আমরা দেখতে পাই যে খ্রীষ্টের যাতনার সময়ে ঈশ্বরই ছিলেন প্রকৃত রচয়িতা। খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করে মৃত্যু বরণ করলেন, "তিনি ঈশ্বরের নিরুপিত যন্ত্রণা (নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে) ও পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হলেন" (প্রেরিত ২:২৩)। শাস্ত্রের মহান ও সাংঘাতিক ঈশ্বর খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। যোহন ৩:১৬ বলে "ঈশ্বর তাঁর একজাত পুত্রকে <u>দান</u> করলেন"(যোহন ৩:১৬)। রোমিয় ৮:৩২ বলে, "তিনি নিজপুত্রের প্রতি <u>মমতা করলেন না</u> কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁহাকে তিনি সমর্পণ করলেন" (রোমিয় ৮:৩২)। পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যে অভিশাপ তা হল প্রায়শ্চিত্ত কেননা ইহা কেবলমাত্র তাঁর পুত্র যীশুর উপরেই বর্তিল। আমাদের পাঠ্যাংশ যেমন ভাবে বলে,

> "তথাপি তঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

এখানে যিশাইয় আমাদের "দৃশ্যের বাইরে নিয়ে যেতে চান" এটাই দেখানোর জন্য যে পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে তীব্র উত্তেজনার এক ঘৃণ্য অনুভুতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ও ক্রুশারোপিত হতে হয় যাতে ঈশ্বর তিনি সন্তুষ্ট হন আর এইভাবে পাপীদের পরিবর্তে তাঁর ক্রোধ যীশুর উপরে এসে পড়লো। আমাদের পাঠ্যাংশে আমরা দেখতে পাই যে (১) ঈশ্বর তাঁকে আঘাত করলেন; (২) ঈশ্বর তাঁকে যাতনাগ্রস্ত করলেন; (৩) ঈশ্বর তাঁর মনকে এমন ভাবে তৈরী করে পাপের জন্য উৎসর্গ করলেন।

১. প্রথম, ঈশ্বর যীশুকে আঘাত করলেন।

> "তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল"
> (যিশাইয় ৫৩:১০)

"চূর্ণ" শব্দের অর্থ অনুবাদ করা হয়েছে "ভেঙে ফেলা।" "তাঁকে ভেঙে ফেলাটা প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছিল।" ডাঃ এডোয়ার্ড জে. ইয়াং বলেছেন, "খ্রীষ্টের নির্দোষিতা সত্ত্বেও

সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল তাঁকে চূর্ণ করা বা ভেঙে ফেলা। তাঁর যে মৃত্যু তা দুষ্ট লোকেদের হাতে ছিল না কিন্তু তা ছিল সদা প্রভুর হাতে। আর যারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিল তা সেই সমস্ত ব্যাক্তিদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না, কিন্তু তারা এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার বাইরে ছিলেন। তারা কেবলমাত্র সেটাই করছিলেন যেটা সদাপ্রভু করার জন্য তাদের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।" (Edward J. Young, ***The Book of Isaiah,*** William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, pp. 353-354).

আমি যেভাবে বলেছি, যা পরিষ্কার ভাবেই রোমিয় ৩:২৫ পদে খ্রীষ্টের বিষয়ে দেখানো হয়েছে,

> "তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্ত বলিরুপে প্রদর্শন করিয়াছেন"
> (রোমিয় ৩:২৫)

আর, যোহন ৩:১৬ বলে যে,

> "ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করিলেন" (যোহন ৩:১৬)

পাপের বিরুদ্ধে তাঁর অভিশাপকে তোষণ করার প্রতি এবং পাপী মানুষের জন্য পরিত্রাণকে সম্পন্ন করার প্রতি।

> "তথাপি তঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল" (যিশাইয় ৫৩:১০)

গ্যেৎশিমানি উদ্যানে সেই শুরু থেকেই, পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে চূর্ণ ও ভেঙে ফেলতে থাকলেন। ম্যাথুজের দ্বরা আমাদের বলা হয়েছে সেই গ্যেৎশিমানি বাগানে ঈশ্বর বলেছেন, "আমি পাল রক্ষককে আঘাত করিব" (মার্ক ১৪:২৭)। আর এইভাবে ঈশ্বর যীশুকে আক্রান্ত করলেন, তাঁকে চুর্ণ করলেন এবং গেৎশিমানি উদ্যানের অন্ধকারে আমাদের পাপের জন্য এক বিকল্প রুপে তিনি দুঃখভোগ করে নিজেকে ভাঙতে থাকলেন। স্পারজিউন এই বিষয়ে বলার সময়ে বললেন,

> আর এখনই ছিল সেই সময় যেখানে আমাদের প্রভুকে পিতার হাত থেকে এক নিশ্চিত পাত্রকে গ্রহণ করতে হলো। যিহুদীদের কাছ থেকে নয়, বিশ্বাসঘাতক যিহুদার হাত থেকে নয়, ঘুমন্ত শিষ্যদের কাছ থেকে নয়, যে দিয়াবল পরীক্ষার জন্য আসে এখন তার হাত থেকেও নয় (গ্যাৎশিমানিতে),কিন্তু ইহা ছিল এমন পাত্র, যা এমন ব্যাক্তির দ্বারা পুর্ণ, যাতে তিনি জানতেন, তিনি হলেন তাঁর পিতা; এ হল এমন পাত্র যা তাঁর প্রাণকে মানসিক ভাবে বিভ্রান্ত করেছিল এবং তাঁর অন্তরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তিনি ইহা থেকে পান করতে অনিচ্ছুক (পিছিয়ে যাচ্ছিলেন), আর তাই আপনাকে নিশ্চিত হওয়া দরকার সেই পান পাত্রের একটি ফোঁটা শারিরীক যন্ত্রণার থেকেও ভয়ঙ্কর আর তাই ইহা থেকে পান করতে চাইছিলেন না.....। ইহা ছিল এমন কিছু যা অবিশ্বাস্যভাবেই সাংঘাতিক, বিস্ময়াতীত ভাবেই সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর, যা তাঁর কাছে কেবলমাত্র পিতার হাত থেকেই আসে। ইহা যা ছিল তা আমাদের সমস্ত সন্দেহকে দূর করে দেয়, কেননা আমরা পড়েছি, "তাঁকে চূর্ণ করা সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল...।" আমাদের সমস্ত পাপকার্য্য প্রভু তাঁর উপরে দিলেন। যদিও তিনি পাপ জানতেন না তথাপি আমাদের জন্য তাঁকে তিনি পাপ স্বরুপ করলেন। আর তাই এটাই পবিত্রতাকে অতিরিক্ত ভাবে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে....। তাঁকে অতি অবশ্যই পাপীদের জায়গাতে দুঃখভোগ করতে হবে। আর

> এখানেই গ্যেৎশিমানির উদ্যানে সমস্ত মর্মবেদনার গুপ্ত বিষয় যা আমার পক্ষে আপনার কাছে [সম্পূর্ণ ভাবে] ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এটা এতটাই সত্য।
>
> 'আর এইজন্যই ঈশ্বর, কেবল মাত্র ঈশ্বরই,
> যেখানে তাঁর মর্মবেদনা সম্পূর্ন জ্ঞানাতীত।'
>
> (C. H. Spurgeon, "The Agony in Gethsemane," ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1971 reprint, volume XX, pp. 592-593).

"তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করা সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল"
(যিশাইয় ৫৩:১০)

মানুষের পাপের ভারে, গ্যেৎশিমানি উদ্যানে তিনি নিজেকে ঢেলে দিলেন, খ্রীষ্ট চূর্ণ বিচূর্ণ হলেন, আমাদের পাপের ভারে তাঁকে চুর্ন বিচূর্ন হতে হয়েছিল যাতে,

> "পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হইয়া আরো একাগ্র ভাবে প্রার্থনা করিলেন, আর তাঁর ঘর্ম যেন রক্তের ঘনীভুত বড় বড় ফোঁটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল" (লূক ২২:৪৪)

এখন পর্যন্ত মানুষের কোন হাতই তাঁকে স্পর্শ করেনি। এখন পর্যন্ত তিনি বন্দী হননি, না'তো এখন পর্যন্ত তিনি মার খেয়েছেন, না তো তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে বা ক্রুশারোপিত করা হয়েছে। না, ইহা ছিলেন পিতা ঈশ্বর যিনি তাঁকে সেই গ্যেৎশিমানি উদ্যানেই চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। ইহা ছিলেন পিতা ঈশ্বর যিনি বলেছিলেন, "আমি পাল রক্ষককে আঘাত করিব।"(মথি ২৬:৩১)। আর এটাই যিশাইয়র ভাববাদী ভবিষ্যবাণী করেছেন,

"তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করা সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল"
(যিশাইয় ৫৩:১০)

> যে কোপে তিনি ক্লান্ত তা কোন জিহবাই বলতে পারে না,
> সেই কোপ আমারই প্রাপ্য;
> পাপের সেই শাস্তি যা আমার প্রাপ্য তা তিনি গ্রহণ করলেন,
> যেন পাপীদের মুক্ত করেন!
> ("The Cup of Wrath" by Albert Midlane, 1825-1909;
> to the tune of "O Set Ye Open Unto Me").

২. দ্বিতীয়, ঈশ্বর যীশুকে যাতনাগ্রস্ত করলেন।

> "তথাপি তঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন" (যিশাইয় ৫৩:১০)

পুনরায়, ইহা কেবলমাত্র ঈশ্বর যিনি তাঁর একজাত পুত্রকে যাতনাগ্রস্ত করেন যা তিনি দুঃখভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। ডাঃ জন গিল বলেছেন,

> তিনি তাঁকে যাতনাগ্রস্ত (দুঃখভোগের শিকার হতে দিলেন) করলেন... তিনি তাঁকে রেহাই দিলেন না কিন্তু দুষ্ট লোকেদের হাতে তাঁকে ছেড়ে দিলেন মৃত্যু বরণ করার জন্যঃ তাঁকে গ্যাৎশিমানি উদ্যানে প্রচন্ড যাতনা দিলেন যেখানে তাঁর মন অত্যন্ত ভাবেই দুঃখার্ত হয়ে উঠলো এবং ক্রুশের উপরে, তিনি যখন ইহার উপরে পেরেক বিদ্ধ হয়ে মানুষের পাপের ভার সকল বহন করলেন এবং তাঁর পিতার পাপ তাঁহার উপরে পড়লো আর তখন তিনি তাঁর নিজের মুখকে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে নিলেন যার দ্বারা তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ? এই

> ভাবে মনের ও শরীরের দিক দিয়ে তিনি তাঁকে বেদনাগ্রস্ত করলেন (John Gill, D.D., ***An Exposition of the Old Testament,*** The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. V, page 315).

যীশু ইচ্ছাকৃত ভাবেই যাতনা ও অভিশাপের বেত্রাঘাত এবং ক্রুশারোপণের শিকার হলেন, আমাদের পাপের জন্য তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই দুঃখভোগ করলেন, কেননা তিনি বলেছেন,

> "কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহারই ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য" (যোহন ৬:৩৮)

> "সেই ব্যাক্তি ঈশ্বরের নিরুপিত যন্ত্রণা ও পূর্ণ জ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলেন" (প্রেরিত ২:২৩)

> "তিনি আমাদের নিমিত্ত পাপস্বরুপ হইলেন" (গালাতিয়ানস ৩:১৩)

> "আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত"
> (১-ম যোহন ২:২)

> "তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরুপে প্রদর্শন করিয়াছেন" (রোমিয় ৩:২৫)

> পাপে তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন তা কোন জিহবাই বলতে পারে না,
> সেই কোপ ছিল আমারই প্রাপ্য;
> পাপের সেই শাস্তি যা আমার প্রাপ্য, তা তিনি গ্রহণ করলেন
> যেন পাপীদের মুক্ত করেন!
> ("The Cup of Wrath" by Albert Midlane, 1825-1909).

> "তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করা সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল"
> (যিশাইয় ৫৩:১০)

৩. তৃতীয়, ঈশ্বর যীশুর প্রাণকে পাপের জন্য উৎসর্গ করলেন।

আসুন আমরা উঠে দাঁড়িয়ে পাঠ্যাংশটি উচ্চস্বরে পড়ি যার সমাপ্তি হচ্ছে "দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে।"

> "তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

আপনারা বসতে পারেন।

পাঠ্যাংশের আরম্ভেই "তথাপি" বলে যে শব্দ রয়েছে তা লক্ষ্য করুন। ইহা নয় পদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করছে, "যদিও তিনি দৌরাত্ম করেন নাই, আর তাঁহার মুখে ছল ছিল না। তথাপি..."(যিশাইয় ৫৩:৯-১০)। যদিও যীশু কোন পাপ করেন নি, "তথাপি তাঁহাকে চুর্ণ করার জন্য সদাপ্রভুর মনের ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে যাতনাগ্রস্ত করলেন ....।" ডাঃ গাবলিনের ব্যাখ্যা বলে, "দশম পদটি হল প্রায় তাঁর আপাতদৃষ্টির মর্মাহত এক উপস্থাপনা, ব্যাক্তিগত ধার্মিকতার জন্য খ্রীষ্টের চুড়ান্ত নিষ্পত্তির অনাদর করা কিন্তু এর পরেই পাঠক এই দুঃখভোগের প্রতি কম্পনশীল স্বভাবের প্রতি ফিরে আসেন...। প্রথমে ঈশ্বরকে এতটা নিষ্ঠুর বলে দেখা যায়নি কিন্তু অত্যাশ্চর্য্যভাবেই অনুগ্রহশীল" (Frank E. Gaebelein, D.D., General Editor, ***The Expositor's Bible Commentary,*** Zondervan, 1986, volume 6, p. 304).

"তথাপি তঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

"যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন" (রোমীয় ৮:৩২)

"তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহ কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন.... আর তাঁহার ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।" (১-ম পিটার ২:২৪)

"যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ স্বরুপ করিলেন যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরুপ হই" (২-য় করিন্থীয় ৫:২১)

"তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে"
(যিশাইয় ৫৩:১০)

যে পাপে তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন তা কোন জিহবাই বলতে পারে না,
সেই কোপ ছিল আমারই প্রাপ্য;
পাপের সেই শাস্তি যা আমার প্রাপ্য, তা তিনি গ্রহণ করলেন
যেন পাপীদের মুক্ত করেন!
("The Cup of Wrath" by Albert Midlane, 1825-1909).

"তথাপি তঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

পাপের জন্য খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের এক উৎসর্গীকৃত ব্যাক্তি। আমার জায়গায় প্রতিকম্পন হিসাবে খ্রীষ্ট মৃত্যু বরণ করলেন আপনার পাপের মূল্য মেটাবার জন্য, আপনার উপর থেকে ঈশ্বরের অভিশাপকে দূর করার জন্য এবং তা নিজের উপরে বহন করার জন্য খ্রীষ্ট আপনার জন্য বিকল্প হিসাবে ঈশ্বরের কাছে তুষ্টি সাধনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলেন। তাঁর হাত ও পা দুটি দিয়ে পেরেক বিদ্ধ করে দেওয়ার বিষয় চিন্তা করেন, ইহা আপনার জন্যই করা হয়েছে। ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন যেন ঈশ্বরের প্রতি এক ধার্মিক অবস্থার মধ্যে আপনাকে নিয়ে আনেন। স্পারজিউন বলেছেন,

পাপের জন্য মানুষকে অনন্তকালীন আগুনে দণ্ড পেতে হবে; ঈশ্বর যখন খ্রীষ্টকে প্রতি কম্পন হিসাবে নিলেন, তখন ইহা খুবই সত্য, তিনি খ্রীষ্টকে অনন্তকালীন আগুনে প্রেরণ করেননি কিন্তু তার উপরে প্রবল মনোবেদনা চাপিয়ে দিলেন, তা এতটাই আশাহীন, যে তা এমন কি অনন্তকালীন আগুনের ক্ষেত্রেও এক বৈধ পাওনা.....কেননা খ্রীষ্ট সেই সময় ও ঘন্টায় আমাদের সমস্ত পাপকে গ্রহণ করলেন যা অতীত, বর্তমান এবং সামনের দিনের, আর তাদের জন্য শাস্তি ভোগ করলেন এই জন্য যাতে আমরা আর কোন ভাবেই শাস্তি না পাই, কেননা আমাদের (জায়গায়) পরিবর্তে তিনি দুঃখভোগ করলেন। আপনি কি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, যে কিভাবে পিতা ঈশ্বর তাঁকে চুর্ন বিচুর্ণ করলেন? তিনি যদি তা না করতেন তাহলে খ্রীষ্টের দৈহিক যন্ত্রণা যা আমাদের দুঃখভোগের জন্য (প্রাপ্য) তার মধ্য দিয়ে গিয়ে তাঁকে দুঃখভোগ করতে (নরকে) হতো না।
(C. H. Spurgeon, "The Death of Christ," ***The New Park Street Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume IV, pp. 69-70).

তথাপি খ্রীষ্টের মৃত্যু নরক থেকে সমস্ত মানুষকে উদ্ধার করবে না। কেবলমাত্র যারা খ্রীষ্টে নির্ভর করে তারাই উদ্ধার পাবে। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন পাপীদের জন্য আর তা কেবলমাত্র পাপীদের জন্যই; তিনি তাদের জন্যই মৃত্যুবরণ করেছেন যারা অন্তর থেকে অনুভব করেন যে তিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও খ্রীষ্টের অন্বেষণ করছেন তাদের ক্ষমা করার জন্য।

আপনার মধ্যে পাপের যে চেতনা বোধ এবং যীশুকে লাভ করার জন্য আপনার যে বোধশক্তি এতটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যা দেখায় যে তাঁর মৃত্যু আপনার পাপের আরোগ্য প্রদান করে। যারা কিছুটা থমকে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করেন আর অনন্তকালীন শান্তি লাভ করার জন্য এগিয়ে যাবেন কেননা খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরে যে মূল্য দিয়েছেন তা তারা প্রত্যাখান করেছে।

এই বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে কঠিন ভাবে চিন্তা করুন। টপলেডির সেই মহান সঙ্গীত "তুষ্টিসাধন" সম্বন্ধে দীর্ঘক্ষণ কঠিন ভাবে চিন্তা করুন।

তাঁর পিতার শাপ বহন করার জন্য
তিনি এক দোষরহিত এক মেষকে দিলেন;
তাঁর রক্তাক্ত ক্ষত দেখে জানতে পারি
আমার নাম সেখানে লেখা রয়েছে।

সদাপ্রভুর সামনে দিয়ে ফিনকি দিয়ে তাঁর রক্ত,
নীলাভাব লালরক্ত স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয়
তার প্রতিটি ক্ষত; চিৎকার করে ঘোষণা করে
মানুষের প্রতি তাঁর অদ্ভুত প্রেম।

আমার জন্য, পরিত্রাতার রক্ত প্রাপ্য করে,
সর্বশক্তিমান হলেন বলিদান;
পেরেক বিদ্ধ হওয়ার প্রতি যে হাত তিনি দিলেন
তা আমাকে তাঁর সিংহাসনে পরিচালিত করলো।
("Propitation" by Augustus Toplady, 1740-1778;
to the tune of "At the Cross").

তাহলে এখন কেন আপনি যীশুতে নির্ভর করছেন না? তাঁকে নির্ভর করা থেকে কোন বিষয়টা আপনাকে দূরে রেখেছে? গুপ্ত কোন পাপ আপনি লুকিয়ে রাখছেন যা আপনাকে যীশুর উপরে নির্ভর করা থেকে বিরত রাখছে? ভ্রান্ত এবং মুর্খামীর ন্যায় কোন ইচ্ছা পরিত্রাতা থেকে আপনাকে দূরে রাখছে? কোন বিষয়টি হারানোর ভয় আপনার কাছে গুরুত্ব আরোপ করছে আপনাকে থমকে দিতে? খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করা থেকে মানবিক কোন যুক্তি আপনাকে দূরে রাখছে যিনি দন্ডাজ্ঞার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের ভীষণ শাপকে নিজের মধ্যে পরিধান করলেন? সেই সমস্ত চিন্তাধারা আপনার পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে – "ঈশ্বরের মেষশাবকে" নির্ভর করুন, যিনি জগতের পাপ ভার বহন করে নিয়ে যান (যোহন ১:২৯)। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষায় আছেন। আর দেরী করবেন না। আজ রাত্রে, তাঁর উপরে নির্ভর করুন। অনুসন্ধান কক্ষ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য খোলা রয়েছে যারা তাঁর অনুসরণ করার ইচ্ছা রাখছে, তাঁর উপরে নির্ভর করে উদ্ধার লাভ করতে চাইছে।

খসড়া চিত্র

তুষ্টি সাধন করা!

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ১১ নম্বর সংবাদ)

লেখকঃ ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

(লূক ১৬:২৩; রোমীয় ৩:২৫; ৮:৩২; প্রেরিত ২:২৩; জন ৩:১৬)।

১. প্রথম, ঈশ্বর যীশুকে আঘাত করলেন,

যিশাইয় ৫৩:১০এ; মথি ২৬:৩১; মার্ক ১৪:২৭; লূক ২২:৪৪।

২. দ্বিতীয়, ঈশ্বর যীশুকে যাতনাগ্রস্ত করলেন,

যিশাইয় ৫৩:১০বি; জন ৬:৩৮।

৩. তৃতীয়, ঈশ্বর যিশুর প্রাণকে পাপের জন্য উৎসর্গ করলেন,

যিশাইয় ৫৩:১০সি; যিশাইয় ৫৩:৯-১০ এ; রোমীয় ৮:৩২; ১-ম পিটার ২:২৪; ২-য় করিন্থীয় ৫:২১; জন ১:২৯।

পরিত্রাতার বিজয়!

যিশাইয় ৫৩-অধ্যায়ের দ্বাদশ (১২) উপদেশ

THE SAVIOUR'S TRIUMPH!

(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)

ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালের ১৪-ই এপ্রিল লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে সদাপ্রভুর দিনে এক সকালবেলা এই সংবাদ প্রচারিত হয়
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, April 14, 2013

> "তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ূ হইবেন এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

যিশাইয় ৫৩-র প্রথমভাগ খ্রীষ্টের তুষ্টিসাধনকারী মৃত্যু সম্বন্ধে বলে। এই বিষয়ে আমি গত রাত্রে প্রচার করেছিলাম। এই পদের প্রথম অর্দ্ধাংশ দেখায় যে তাঁর পুত্রের দুঃখভোগ করবার পেছনে পিতা ঈশ্বরই প্রতিনিধি, তিনিই হলেন একজন যিনি ইহাকে চূর্ণ করলেন। ডাঃ মেরিল এফ. উঙ্গার বলেছেন, "তাঁকে প্রবল মনোবেদনার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু চুর্ণ করলেন" (Merrill F. Unger, Ph.D., ***Unger's Commentary on the Old Testament,*** Moody Press, 1981, volume II, p. 1299)। যিশাইয় ৫৩-অধ্যায়ের প্রথম অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ১০-পদ বলে,

> "তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন, তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে...." (যিশাইয় ৫৩:১০এ)

কিল এবং ডেলিটজ এর *Commentary on the Old Testament* বলে,

> এই প্রকার গভীর যাতনার মধ্যে চূর্ণ করে ও গভীর দুঃখের দ্বারা মানুষ [খ্রীষ্টকে] যন্ত্রণা প্রদান করেছিলেন; কিন্তু এর মুখ্য যে [কারণ] তার পিছনে ছিলেন ঈশ্বর নিজে, যিনি মানুষের পাপকে তাঁর আনন্দের, তাঁর ইচ্ছার এবং পূর্ব নির্ধারিত পরামর্শের জন্যই [সেবা] করেছিল (Eerdmans, 1973 reprint, vol. VII, part II, p. 330).

কিন্তু এখন আমরা যিশাইয় ৫৩:১০ পদের দ্বিতীয় অংশে দেখি যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ থেকে কি বেরিয়ে আসছে ও তাঁর দুঃখভোগ কি উৎপন্ন করছে। তাঁর যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যু তাঁর বিজয়ী পুনরুত্থানের এক ভিত্তিস্থল এবং এই পৃথিবীতে তাঁর লোকেদের এক বিজয় স্থাপন করে দিয়েছে! অনুগ্রহ করে পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে পদের অর্দ্ধেক অংশটিকে পড়ুন ও সেই শব্দ থেকে আরম্ভ করুন "তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন।"

> ".....তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ূ হইবেন এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশাইয় ৫৩:১০বি)

আপনারা সকলে বসতে পারেন। খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে কি আশ্চর্য্য ফল সেই অংশ থেকে আসছে তা লক্ষ্য করুন!

১. প্রথম, তিনি আপন বংশ দেখিবেন!

"তিনি আপন বংশ দেখিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১০)

সেটাই হল যীশুর যন্ত্রণা ভোগের প্রথম পরিণাম। "তিনি আপন বংশ দেখিবেন" ইহা নির্দেশ করে খ্রীষ্টের আত্মিক বংশ, তাঁর বংশ। লক্ষ লক্ষ লোক খ্রীষ্টকে জানতে পেরেছে আর তাঁর "বংশে" পরিণত হয়েছে। যীশু যখন এই কথা বলেন তখন তিনি এই ভাবে ভবিষ্যৎবাণী করেন,

"আর পূর্ব ও পশ্চিম হইতে এবং উত্তর ও দক্ষিণ হইতে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে বসিবে" (লূক ১৩:২৯)

সেই পঞ্চাশত্তমীর দিন থেকে, বিশ্বের সমুদয় দেশ থেকে অগণিত লোক খ্রীষ্টের কাছে এসেছেন। আর পরিশেষে খ্রীষ্ট যখন স্বর্গ থেকে পুনরায় এই জগতে ফিরে আসবেন তখন,

"তাঁর বংশ দেশের অধিকারী হবে" (গীতসংহিতা ২৫:১৩)

কিন্তু তাঁর বংশকে দেখার জন্য তাঁর আগমন পর্যন্ত খ্রীষ্টকে অপেক্ষা করার দরকার নেই। ঠিক মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পরেই তারা তাঁকে দেখেছে ও তিনিও তাদের দেখেছেন! প্রেরিত পৌল বলেছেন,

"আর তিনি সেফাসকে [পিটার], পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন; তাহার পরে একেবারে পাঁচশতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে। তাঁহার পরে তিনি জ্যাকবকে, পরে সকল প্রেরিতকে দেখা দিলেন" (১-ম করিন্থীয় ১৫:৫-৮)।

তাঁর বংশ তাঁকে দেখিবে। প্রেরিত যোহন ইহাকে যেমন ভাবে উল্লেখ করেছেন,

"যাহা আদি হইতে ছিল। যাহা আমরা শুণিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় লিখিয়াছি" (১-ম যোহন ১:১)।

তিনি যখন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তখন তিনি আপন বংশকে দেখিলেন,

"আর সেই দিন.... যীশু আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আপন দুই হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন। অতএব প্রভুকে দেখিয়া শিষ্যেরা আনন্দিত হইলেন" (যোহন ২০:১৯-২০)।

"তিনি আপন বংশ দেখিবেন।"

তারা তাঁকে দেখেছিল এবং তিনি তাদের দেখেছিলেন আর তারা ছিল তাঁর বংশ, তাঁর আত্মিক সন্তান সন্ততি! তিনি যখন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন তখন তিনি তাঁর বংশকে দেখিলেন!

স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পরে বা স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পরে পবিত্র আত্মার পরাক্রমী শক্তি পরাক্রমের সংগে পরিচালিত হলে বহু হাজার সংখ্যক পরিবর্তিত বা রুপান্তরিত হন। পুনরায় যিশাইয় বইয়েতে যে ভাববাণী করা হয়েছিল তা পরিপূর্ন হয়। স্বর্গ থেকে অবলোকন করে, যীশু তাঁর বংশকে দেখলেন। আর এইরুপ আমরা প্রেরিত বইয়ের সর্বত্র তা দেখতে

পাই। গৌরবের মধ্যে পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট অবলোকন করলেন এবং দেখলেন বিপুল সংখ্যক তাঁতে নির্ভর করলেন এবং তাঁর বংশে পরিণত হলেন।

আর এইভাবে শতাব্দী ব্যাপি তাই হয়ে চলেছে। যীশু স্বর্গ থেকে অবলোকন করলেন আর সমুদয় বিশ্বে বিপুল সংখ্যায় তাঁর বংশ যে বর্ধিষ্ণু হয়ে চলেছে তা দেখলেন; এই ভাবে "পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে তা পরিপূর্ণ করলেন এবং ... স্বর্গের সিংহাসনে বসলেন" (লূক ১৩:২৯)।

হ্যাঁ, সেই প্রতিজ্ঞা বহু লক্ষাধিক সময়ে ইতিহাসের সর্বত্রই এবং এই পৃথিবীর কোণে কোণে পূর্ণতা লাভ করেছে।

"তিনি আপন বংশ দেখিবেন।"

আপনি যখন বিশ্বাসে খ্রীষ্টের কাছে আসেন, তখন তিনি আপনাকেও দেখবেন। আর সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই যারা তাঁর বংশ তাদের মধ্যে আপনি প্রবেশ করবেন তা এই পৃথিবীতে এবং স্বর্গে।

"তিনি আপন বংশ দেখিবেন।"

পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট সেই প্রকার আশীর্বাদপূর্ণ এবং গৌরবজ্জ্বল এক দৃশ্য অবলোকন করেছেন তাতে আমরা কতোই না আনন্দিত – সমস্ত জাতি এবং বংশের মধ্য থেকে নারী ও পুরুষ তাঁর উপরে বিশ্বাস করছেন আর চিরকালের জন্য তাঁর সংগে যোগদান করছেন! হ্যাঁ,

"তিনি আপন বংশ দেখিবেন।"

একদিন রাত্রে আমি ও আমার স্ত্রী উভয়ে এক অদ্ভুত ডিভিডি দেখি। ইহা দেখাচ্ছে যে ইরাণে, একের পর এক মুসলমানেরা খ্রীষ্টের প্রতি ফিরে খ্রীষ্টিয়ান হচ্ছেন। ইরাণের এক মুসলমান মহিলা বলেছেন, "আমি আমার সমস্ত আশা যেন হারিয়ে ফেলেছি।" এর পরে তিনি যীশুতে নির্ভর করলেন। এক যুবক ব্যক্তি বললেন,"আমি মুসলমান থাকতে চাইনা।" তিনি নিজেও যীশুতে নির্ভর করে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন। ১৫০০ বৎসরের মধ্যে অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় ইরাণে বহু লোক যীশুর উপরে নির্ভর করছেন! মুসলমান দেশগুলিতে হাজার হাজার যুবক যুবতীরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খ্রীষ্টিয়ান হচ্ছেন! আজকে মুসলমান বিশ্বেও "তাঁর বংশ" যে গুণণশীল হারে বর্ধিষ্ণু হচ্ছে ইহা যীশু দেখছেন! আর আমাদের উপদেশ ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সেখানেও, সেই আরব জগতে পৌঁছে যাচ্ছে!

আর সেই শেষ বিজয়ে, খ্রীষ্ট যখন এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করতে আসবেন তখন তিনি তাঁর নিজের প্রতাপেই উপস্থিত হবেন, আর তখন তিনি রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু হিসাবেই রাজত্ব করার জন্য ফিরে আসবেন,

"তাঁহার বংশ দেশের অধিকারী হইবে" (গীতসংহিতা ২৫:১৩)

কেননা সদাপ্রভুর মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে "তিনি আপন বংশ দেখিবেন!" "যীশু রাজত্ব করবেন।" আসুন ইহাকে গাই!

পুত্ররুপেই যীশু রাজত্ব করিবেন
সেই ভাবেই তাঁর কার্য্যকারী যাত্রা এগিয়ে যাবে
তাঁর রাজত্ব এক সীমা থেকে অপর সীমায় প্রসারিত হবে
যতক্ষণ পর্যন্ত না চন্দ্রের আলো নিষ্প্রভ হয়।
("Jesus Shall Reign" by Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

২. দ্বিতীয়, তিনি তাঁকে দীর্ঘায়ূ করবেন!

যীশুর মৃত্যুতে আরো একটি মহৎ ফল দেখার জন্য আসুন আমরা আবার আমাদের পাঠ্যংশের দিকে মানে যিশা ৫৩:১০ এর কথায় ফিরে আসি।

"তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ূ হইবেন...."
(যিশাইয় ৫৩:১০)

খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রভাব হলো, "তিনি তাঁকে দীর্ঘায়ূ করবেন," কেননা তিনি যখন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর জীবন সমাপ্ত হয় নি। মৃত্যুতে কবরের মধ্যে তাঁকে বেশী সময় থাকতে হয় নি। তৃতীয় দিনের আগমন হয়, আর বিজয়ী খ্রীষ্ট জীবনে ফিরে আসেন। তিনি মৃত্যুর শৃঙ্খলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন এবং কবর থেকে বেরিয়ে আসেন, আর পুনরায় মৃত্যু তাঁকে আর দেখতে হয় নি! "ফলতঃ তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তাদ্বারা তিনি পাপের সম্বন্ধে একবারই মরিলেন এবং তাঁহার যে জীবন আছে, তাদ্বারা তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত আছেন"(রোমিয় ৬:১০)।

"কারণ আমরা জানি, মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন বলিয়া খ্রীষ্ট আর কখনও মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্ত্তৃত্ব নাই" (রোমিয় ৬:৯)

আসুন আমরা গাই "তিনটি বিষণ্ণ দিন!"

তিনটি বিষণ্ণ দিন সত্বর চলে গেল;
গৌরবের সঙ্গে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন;
সমস্ত গৌরব আমাদের জীবন্ত ত্রাতার! হাল্লেলুইয়া!
হাল্লেলুইয়া! হাল্লেলুইয়া! হাল্লেলুইয়া!
("The Strife is O'er," translated by Francis Pott, 1832-1909).

"তিনি তাঁকে দীর্ঘায়ূ করিবেন,"

"কিন্তু তিনি অনন্তকাল থাকেন..... কারণ তাদের [আমাদের] নিমিত্ত অনুরোধ করনার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন"
(হিব্রুজ ৭:২৪,২৫)

স্পারজিউন বলেছেন, "স্বর্গের উচ্চতম স্থান থেকে এই পৃথিবীতে তাঁর অগণিত বংশের প্রতি অবলোকন করলেন। স্বর্গে যত তারকা রয়েছে, গ্রীষ্মের অগণিত ধুলিকণার ন্যায় যীশু খ্রীষ্টের বংশ রয়েছে" (C. H. Spurgeon, ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume 51, p. 565).

"তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ূ হইবেন...."
(যিশাইয় ৫৩:১০)

৩. তৃতীয়, তাঁর কার্য্য সকল সমৃদ্ধশালী হবে!

আসুন একত্রে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি, এই শেষ অনুচ্ছেদটির প্রতি সতর্ক ভাবে মনোযোগ রাখি, আসুন এই শব্দ দিয়ে শুরু করি "এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ।"

"তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ূ হইবেন এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

যীশুর মৃত্যুর সেটাই হল তৃতীয় পরিণাম, "এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" স্পারজিউন বলেছেন,

তিনি নতুন জীবন নিয়ে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার উনবিংশতিতম শতাব্দী উত্তীর্ণ হলেও তিনি আজও জীবিত আছেন, আর আমরা জানি তাঁর দিন সকল, যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবী থাকার তা ক্রমাগত ভাবেই জীবিত থাকবে। এমন কি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর দিন প্রসারিত হচ্ছে, পরে তিনি

> পিতার হস্তে ঈশ্বরের রাজ্যকে সমর্পণ করবেন। যদিও পর্বত সকল অবলুপ্ত হয়, যদিও আকাশের আচ্ছাদন সকল গুটিয়ে ফেলা হয়, "হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরকাল স্থায়ী;" (Spurgeon, ibid.).

> "আর তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে"
> (যিশাইয় ৫৩:১০)

সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য, উত্তম আনন্দ ও ইচ্ছা তাঁর হাতে "সমৃদ্ধশালী হবে।" পিতা ঈশ্বর যীশুকে বলেছেন,

> "আমি তোমাকে জাতিগণের দীপ্তিস্বরুপ করিব, যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত আমার পরিত্রাণ স্বরুপ হও" (যিশাইয় ৪৯:৬)

> "আর জাতিগণ তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে, রাজগণ তোমার অরুণোদয়ের আলোর কাছে আসিবে.... জাতিগণের ঐশ্বর্য্য তোমার কাছে আসিবে" (যিশাইয় ৬০:৩-৫)

> "দেখ, উহারা দূর হইতে আসিবে; আর দেখ উহারা উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে আসিবে; আর ঐ লোকেরা সীনীম (চীন) দেশ হইতে আসিবে" (যিশাইয় ৪৯:১২)

> "আর তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

বেশ কিছু মাস আগে আমরা চীনের একটি ডিভিডি প্রদর্শন দেখেছিলাম যা "The Voice of the Martyrs" দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল। ইহা ছিল মোজেস সাই নামে একজন বৃদ্ধ চাইনিজ ব্যক্তির জীবন সাক্ষ্য। "সমাজ তন্ত্র বিপ্লবের" সময়ে প্রায় কুড়ি বৎসরেরও বেশী বৎসর সাম্যবাদীদের দ্বারা একটি বন্দীশালায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এইজন্য কেননা তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি গভীর শূণ্যতা ও হতাশার মধ্যে ভুগছিলেন। এরপরে তিনি বলেন, যীশুর আওয়াজ তার কানে বলে, "হে আমার সন্তান, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট।" ভাই সাই বলেন এই আওয়াজ তিনি তিনবার শুনতে পান। তিনবার যখন এই কথা তার হৃদয়ে উদ্বেলিত হয় তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এই কথা শুনে "হে আমার সন্তান, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট।" তিনি এইভাবে যখন খ্রীষ্টের পরাক্রমী শক্তির কথা বলেন তখন কৃতজ্ঞতায় চোখের জল ঝরতে থাকে যা তাকে সেই সাম্যবাদীদের জেল থেকে উদ্ধার করে।

এরপরে সেই ভিডিও বদল করে কাট ছাঁট কিছু অংশ দশ হাজার সংখ্যক সাম্যবাদী দলের কাছে প্রদর্শন করা হয় যারা আক্ষরিক অর্থে মাও-সে-তুং এর আরাধ্যকারি, যিনি হিটলারের থেকেও বেশি জন হত্যা করেছেন। তারা যখন জেলের মধ্যে মাও-সে-তুং-এর মন্ত্র পাঠ বা প্রার্থনা গান করে তখন আমি মনে করলাম, "<u>তোমরা</u> সাম্যবাদীরা যখন চলে যাবে তখন <u>আমরা</u> খ্রীষ্টিয়ানরা সেখানে থাকবো।" চীনের সাম্যবাদীর দল যখন ইতিহাসের ভস্মে শায়িত তখন খ্রীষ্টিয়ানিটি তখনও সেখানে থাকবে, আগের থেকে শক্তিশালী ভাবে থাকবে, কেননা ইহা আজকেও প্রবলভাবে বৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। "আপনি যখন চলে যান তখনও পর্যন্ত আমরা সেখানে থাকবো।" আর ইহা এইভাবেই সারা বিশ্বে রয়েছে। খ্রীষ্টের শত্রু, যখনই যে কোন জায়গায় থাকুন না কেন, আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, "এমন কি <u>তোমরা</u> সাম্যবাদীরা যখন চলে যাবে, <u>আমরা</u> খ্রীষ্টিয়ানরা তখনও এখানে থাকবো!" কেননা "তাঁহারই হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে!"

আজকে মানুষের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টিয়ানিটি হয়তো অবমানিত ও তাকে নীচু চোখে দেখান হচ্ছে। আমাদের হয়তো এই মুহূর্তে বিদ্রুপ ও অবমাননা করা হচ্ছে, ঠিক আমাদের পরিত্রাতা এই পৃথিবীতে থাকার সময়ে যেমন ভাবে করা হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত

হয়ে উঠেছেন, তখন "তাঁহারই হাতে সদাপ্রভুর ইচ্ছা সার্থক হবে।" অতএব খ্রীষ্টিয়ানিটিকে কতোটা পরিমাণ প্রত্যাখান ও অবমাননা করা হচ্ছে তাতে কোন যায় আসে না, কিন্তু "তাঁহার হাতে ইহা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে।" আর পরিশেষে,

> "জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল এবং
> তিনি যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন"
> (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)

এর পরেই, হে আমার ভাইয়েরা, আমরা দেখতে সক্ষম হয়ে উঠবো যে যীশুর মৃত্যু কোন বিষয়টা সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়ে উঠছে, "সদাপ্রভুর ইচ্ছা তাঁর হাতকে সমৃদ্ধশালী করবে।" সমুদয় পৃথিবীতে রাজত্ব করবার জন্য খ্রিষ্ট পুণরায় ফিরে আসছেন!

> পুত্ররুপেই যীশু রাজত্ব করিবেন
> সেই ভাবেই তাঁর কার্য্যকারী যাত্রা এগিয়ে যাবে
> তাঁর রাজত্ব এক সীমা থেকে অপর সীমায় প্রসারিত হবে
> যতক্ষণ পর্যন্ত না চন্দ্রের আলো নিষ্প্রভ হয়।
> ("Jesus Shall Reign," Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

> তিনি পুনরায় আসছেন, তিনি পুনরায় আসছেন,
> সেই একই যীশু, যিনি মানুষের দ্বারা ত্যাজ্য;
> তিনি পুনরায় আসছেন, তিনি পুনরায় আসছেন,
> পরাক্রমের সঙ্গে, এক মহা বিজয়ের সঙ্গে তিনি আসছেন!
> ("He Is Coming Again," Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

এখন আমি বুঝতে পারছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে আছেন যারা শোকাহত হচ্ছেন, আর কেউ বা উদ্বিগ্ন, যে কেন আমরা এতটা উত্তেজিত। আপনি হয়তো মনে করছেন, "এই লোকেরা কিসের জন্য এতোটা আবেগপ্রবণ?" কেন তারা এই সমস্ত বিষয়গুলোতে এতটা সমর্থনশীল? আমি নিশ্চিত, আমাদের মধ্যে অনেকেই, যারা এই মন্ডলীতে বহুদিন ব্যাপী রয়েছেন তারাও সেই একই ভাবে তা অনুভব করছেন। আপনি চিন্তা করুন, আমাদের কি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে পুনরায় যেতে হবে? এই বিষয়ে আমরা আগেও শুনেছি। এতোটা উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? আমি জানি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই ভাবেই তা অনুভব করছেন। "কেন এতটা উত্তেজিত হতে হবে?" ইহা যেন আপনার কাছে এক রহস্যের ন্যায়। আপনি সেই প্রকার উত্তেজনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না!

আপনি যে কি অনুভব করছেন তা আমি ভালোভাবেই জানি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি বাস্কেটবলের সমর্থক নই। বাস্কেটবলের যে খেলা সেই বিষয়ে আমার কাছে উত্তেজনাপ্রবণ কিছুই নেই। আমার কাছে ইহা সারা পৃথিবীর সব চেয়ে বিরক্তিকর খেলা। কিন্তু আপনাদের কারো কারো কাছে ইহা অত্যন্ত উত্তেজনা মুখর। এতটা পার্থক্য কেন? এই পার্থক্য কিন্তু খুবই সাধারন। আপনি হলেন বাস্কেটবলের অনুরক্ত আর আমি কিন্তু সেই ব্যক্তি নই। এটা খুবই সরল বিষয়। আপনি এর জন্য অত্যন্ত উত্তেজিত কিন্তু আমি নই। কেন আমরা এই ভিন্নতা উপলব্ধি করছি তার গভীরে আমি যেতে চাই না। আপনি যখন লেকার'কে খেলতে দেখেন তখন আপনার পশ্চাৎভুমিতে এমন কিছু রয়েছে যা আপনাকে উত্তেজনাপ্রবণ করে তোলে। আপনার সংগে আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না। আমার যে স্বভাব তার মধ্য হয়তো কোন পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অথবা আপনি যেটা অনুভব করেছেন আমি হয়তো সেটা অনুভব করতে পারছি না। খ্রীষ্টের যে বিজয় ইহাও ঠিক সেই একই পন্থায় হয়। আমরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারি। আপনি ইহার বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন না। আমরা হলাম খ্রীষ্টের সমর্থক আর আপনি খ্রীষ্টের সমর্থক নন! আমরা যখন খ্রীষ্টের বিজয়ের বিষয়ে চিন্তা করি তখন সেই বিষয়ে উপলব্ধি করার জন্য আপনার যে প্রকৃত স্বভাব সেই বিষয়ে আপনাকে বা আপনার স্বভাবকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন

রয়েছে। ইহা যখন এই ভাবে হয় তখন বাইবেল বলে, "প্রাণীক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাঁহার কাছে সেগুলো মূর্খতা"(১-ম করিন্থীয় ২:১৪)। যেহেতু আপনি "প্রাণীক বা স্বাভাবিক মনুষ্য" তাই খ্রীষ্টের যে বিজয় তা আপনার কাছে গুরুত্বহীন বলে মনে হয়। ইহার বিষয়ে আপনাকে উত্তেজনাপ্রবণ হলে চলবে না। খ্রীষ্টের বিজয়ের বিষয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠার জন্য আপনার প্রাণিক মনুষ্য বা নিজের স্বভাবকে পরিবর্তিত করে ফেলা দরকার! আমরা যা অনুভব করছি তা যদি আপনিও অনুভব করতে চান তবে আপনার কনভার্ট হওয়া প্রয়োজন!

আপনি জানেন যে, আমরা যেভাবে অনুভব করি আপনারও তা অনুভব করা দরকার, কিন্তু যে ভাবে আপনাকে অনুভব করানো দরকার সেই ভাবে আপনি নিজেকে অনুভব করাতে পারেন না! এর জন্য আপনি কতোটা গভীর ভাবে চেষ্টা করেন সেটা বড় বিষয় নয়। আমরা খ্রীষ্টের বিজয় সম্বন্ধে যা অনুভব করি সেইভাবে আপনি অনুভব করতে পারেন না! আপনাকে সেইভাবে অনুভব করতে হবে, কিন্তু যতটা কঠিন ভাবেই আপনি চেষ্টা করুন না কেন আপনি তা করতে পারেন না। যে প্রকার ব্যক্তি হওয়া দরকার আপনি সেই প্রকার ব্যক্তি হতে পারেন না। আর পাপের বিষয়ে চেতনা লাভ করার অর্থই হল সেটা!

আপনাকে অতি অবশ্যই যীশুর কাছে এসে বলার প্রয়োজন রয়েছে "প্রভু তুমি যেভাবে চাইছো সেইভাবে আমি তা হতে পারছি না! আমি হারিয়ে গিয়েছি! আমি নষ্ট হয়ে গিয়েছি! আমি নিজেকে বদলাতে পারি না! যীশু তুমি আমাকে উদ্ধার কর!" আর আপনি যখন সেই ভাবে তা অনুভব করেন, তখন আপনি উদ্ধার লাভের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত। খ্রীষ্টের সংগে মিলিত হওয়ার আগেই পাপের চেতনা লাভের বিষয়টি উপস্থিত হয়!

আর আপনাদের মধ্যে যারা এখন পর্যন্ত রুপান্তরিত বা কনভার্ট নন, তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি পুনরুত্থিত খ্রীষ্টে নির্ভর করুন। আমরা আপনাকে উৎসাহ প্রদান করতে চাই তাঁর বহুমূল্য রক্তে আপনার পাপ থেকে ধৌত হয়ে পরিষ্কৃত হোন। আমরা আপনাকে অনুনয় করছি, অনুগ্রহ করে আমাদের সংগে আসুন, আর এর জন্য কতোটা মূল্য দিতে হয় তার জন্য পিছিয়ে না গিয়ে পরিত্রাতা উদ্ধারকর্তাকে অনুসরণ করুন। আমরা বিজয়ের দিকে রয়েছি কেননা, "তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" অতএব আমি আপনাকে বিনতি করছি যীশুতে নির্ভর করুন, রুপান্তরিত হোন, বিজয়ী ও বিজেতার দিকে থাকুন!

আর তাই, আসুন, পবিত্র দলে সঙ্ঘবদ্ধ হই,
এবং গৌরবের দিকে অগ্রসর হই,
সেই স্বর্গীয় স্থানে বিরাজ করার প্রতি অগ্রগণ্য হই,
যেখানে চিরকালীন আনন্দ প্রবাহমান,
কেবলমাত্র তাঁতেই নির্ভর করুন, তাঁতেই নির্ভর করুন,
এখন কেবল তাঁতেই নির্ভর করুন।
তিনি আপনাকে উদ্ধার করবেন, তিনিই আপনাকে উদ্ধার করবেন,
এখন কেবল [খ্রীষ্টই] আপনাকে উদ্ধার করবেন।
("Only Trust Him," John H. Stockton, 1813-1877).

সেই কোরাসটা আবার গাই। আমরা যখন গানটা করি তখন "কেবলমাত্র তাঁতেই নির্ভর করুন," আপনি যদি এখন পর্যন্ত উদ্ধার ও পরিত্রাণের নিশ্চয়তা লাভ করেন নি, তবে আমি চাই আপনার চেয়ারটি ছেড়ে এই অডিটরিয়ামের পিছনের দিকে যান। ডাঃ কাগান আপনাকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যাবেন যেখানে আমরা আলোচনা ও কথা বলে প্রার্থনা করবো। আমরা যখন গানটি গাই তখন আপনারা সেখানে চলে যান।

শুধুই তাঁতে নির্ভর করুন, শুধু তাঁতেই নির্ভর করুন, এখন
কেবল তাঁতেই নির্ভর করুন।
তিনি আপনাকে উদ্ধার দেবেন, তিনি আপনাকে উদ্ধার দেবেন,
এখন তিনিই আপনাকে উদ্ধার দেবেন।

যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাদের জন্য মীঃ লী, অনুগ্রহ করে আমাদের প্রার্থনায় পরিচালিত করবেন।

খসড়া চিত্র

পরিত্রাতার বিজয়!

যিশাইয় ৫৩-অধ্যায়ের দ্বাদশ (১২) উপদেশ

ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ূ হইবেন এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশাইয় ৫৩:১০)

১. প্রথম, তিনি আপন বংশ দেখিবেন!

যিশাইয় ৫৩:১০এ; লূক ১৩:২৯; গীতসংহিতা ২৫:১৩; ১ম করিন্থীয় ১৫:৫-৮; ১-ম যোহন ১:১; যোহন ২০:১৯-২০।

২. দ্বিতীয়, তিনি তাঁকে দীর্ঘায়ূ করবেন!

যিশাইয় ৫৩:১০বি; রোমিয় ৬:১০,৯; হিব্রুজ ৭:২৪,২৫।

৩. তৃতীয়, তাঁর কার্য্য সকল সমৃদ্ধশালী হবে!

যিশাইয় ৫৩:১০সি; ৪৯:৬; ৬০:৩,৫; ৪৯:১২; প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫; ১-ম করিন্থীয় ২:১৪।

পরিতৃপ্তি এবং ধার্মিকতা খ্রীষ্টের দ্বারা লাভ করা হয়

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ১৩ নং উপদেশ)

SATISFACTION AND JUSTIFICATION – OBTAINED BY CHRIST

(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)

ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালে ১৪-ই এপ্রিল লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে সদাপ্রভুর দিনে এক সন্ধ্যাকালীন মুহূর্তে এই সংবাদ প্রচারিত হয়।
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, April 14, 2013

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

এই পাঠ্যাংশ এতটাই অর্থবহুল যেখানে প্রতিটি শব্দই আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে। অতএব পাঠ্যাংশ থেকে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যহীন ভাবে দূরে রাখতে চাই না আর আমি খুব বেশি একটা উদাহরণও দেবো না। এই পাঠ্যাংশে অভাবনীয় যে সত্যতা রয়েছে তার জন্য একটি উপদেশেই ইহাতে যথেষ্ট; সেই শব্দকে অত্যন্ত সরল ও সাবলীল করলে আজকের সন্ধ্যাবেলা আমাদের মন্ডলীর প্রতিটি দর্শক এই সাধারণ বিষয়টিকে অতি প্রগাঢ় ভাবে সেই শব্দের অর্থ নিয়ে বাড়ি যেতে সক্ষম হয়ে উঠবেন,

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন"
> (যিশাইয় ৫৩:১১)

এই পদের যে সত্যতা রয়েছে তা গ্রহণ করার জন্য ঈশ্বর যেন আপনার হৃদয়কে উন্মুক্ত করেন। এই পাঠ্যাংশের বিষয় যখন প্রচার করছি তখন আমরা আপনাকে বলতে চাই, "আপনার কর্ণকে পরিষ্কার করুন আর আমার কাছে আসুন। শুনুন, আর আপনার প্রাণ জীবন লাভ করবে।"

এই পদটি তিনটি বিষয় বলে। প্রথম, ঈশ্বরের ন্যায়কে পরিতৃপ্ত করার জন্য খ্রীষ্ট সেখানে আছেন। দ্বিতীয়, অনেককে ধার্মিক গণিত করার জন্য খ্রীষ্টের জ্ঞান সেখানে আছে। তৃতীয়, সেখানে আবার পাপ বহনকারী খ্রীষ্ট আছেন যিনি বিশ্বাসকারী পাপীদের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ নিয়ে আসেন।

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন"
> (যিশাইয় ৫৩:১১)

১. প্রথম, ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য খ্রীষ্টের দুঃখভোগ।

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন...."
> (যিশাইয় ৫৩:১১)

ডাঃ জুরগেন মোল্টম্যান (১৯২৬-) হলেন এক জার্মান ব্যক্তি যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তিন বৎসরের জন্য যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ জেলে ছিলেন। জেলের মধ্যে

থাকার সময় তিনি বাইবেল অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। জেলের মধ্যে বন্দী থাকার অভিজ্ঞতা এবং বাইবেল পড়ার কারণে তিনি "ত্রিত্ব ঈশ্বরের ইতিহাস: লেখেন যা হল *Trinitarian Theology*-র এক অবদান (Crossroad, 1992)। ডাঃ মোল্টম্যান হলেন উদারচেতা ধর্মতত্ত্ববিদ, আর নিশ্চিতভাবেই তিনি যা লিখেছেন তার বেশীর ভাগ অভিসন্ধিকে পূরণ করেন নি। তথাপি, তার মধ্যে বেশ কিছু অন্তর্দৃষ্টি ছিল, দৃষ্টান্তস্বরুপ, মোল্টম্যান ক্রুশকে একটি ঘটনা বলে দেখেন যেখানে "ঈশ্বর ত্যাজ্য" মনুষ্য জাতিকে ঈশ্বর ঘোষনা করেছেন এক ঐক্য বা সংহতি বলে। ক্রুশের উপরে পাপীদের জন্য ঈশ্বর তাঁর প্রেমকে প্রদর্শন করেন আর এর জন্য পুত্র ঈশ্বর পিতার কাছ থেকে বিচ্ছেদ হয়ে কষ্টভোগ করেন আর "অন্তরের দিক থেকে বাহ্যিক ভাবে" ঈশ্বরকে অনুমোদন জানান যেন ব্যথা ও যন্ত্রণা তিনি জানান। মোল্টম্যান, সমস্ত কিছুকে যথার্থভাবে উল্লেখ করেন নি কিন্তু তিনি ক্রুশারোপনের সময়ে ত্রিত্ব ঈশ্বরের ব্যাক্তিত্বের যে দুঃখভোগ তা সামনে নিয়ে আসেন; আর আমার মনে হয় সেটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমার দৃষ্টির মধ্যে সেটা হল এমন একটা বিষয় যা যথার্থই মূল্যবান, তা হল ক্রুশারোপনের সময়ে ত্রিত্ববাদের ব্যাক্তিত্ব ও তার দুঃখভোগ।

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন"
> (যিশাইয় ৫৩:১১)

স্পারজিউন বলেছেন,

> এই বাক্যের মধ্যে আমাদের কাছে পিতা ঈশ্বর রয়েছেন যিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে বলেছেন আর ঘোষনা করছেন যেহেতু তিনি মনের কষ্ট সহ্য করেছেন তাই তিনি তাকে নিশ্চিত করছেন এক পরিতৃপ্তকারী পুরষ্কারের। ইহা কতোটাই না মনোরমকারী বিষয় যে পরিত্রাণ বা উদ্ধারিয় বিষয় বস্তুতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিত্ববাদের পবিত্রতার বিভিন্ন দিক! (C. H. Spurgeon, ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 61, p. 301).

"তিনি", সেই পিতা ঈশ্বর; "তার প্রাণের কষ্টকর যে বেদনা তা দেখবেন" আর তা হল পুত্রের প্রাণের কষ্টকর প্রচেষ্টা; "আর তাতে পরিতৃপ্ত হবেন।" স্পারজিউন ইহাকে এইভাবে উল্লেখ করেন, "এই শব্দের মধ্যে আমাদের মধ্যে যে পিতা ঈশ্বর রয়েছেন তিনি পুত্রের বিষয়ে বলছেন।"

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন"
> (যিশাইয় ৫৩:১১)

"তাঁর প্রাণের কষ্টকর অবস্থা" যা নির্দেশ করে খ্রীষ্টের অন্তরের ব্যাথা এবং মর্মবেদন বা যন্ত্রণা, যা তিনি নিজে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর নিজের দুঃখভোগের সময়ে আমাদের পাপের জন্য। খ্রীষ্টের শারীরিক যে যন্ত্রণা সেটাকে আমরা যেন মূল্যবোধের নীচে না রাখি। খ্রীষ্ট যে পন্তিয় পীলাটের আয়ত্বে চাবুকের আঘাতে অর্দ্ধমৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন তা আমরা যেন হাল্কা ভাবে না নিই। খ্রীষ্টের গায়ে যে থুতু দিয়ে কাঁটার মুকুট পড়িয়ে দেওয়ার যে গুরুত্ব সেই বিষয়ে আমরা যেন কোন মতেই তার অবমূল্যায়ন না করি। তাঁর হাত ও পা-য়ে যে পেরেক বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং ক্রুশের উপরে যে ব্যথা এবং তৃষ্ণা নিয়ে কাতর ভাবে চিৎকার করছিলেন সেই বিষয়ে আমরা যেন নিশ্চিত ভাবেই বিষয়টাকে খাটো করে না চিন্তা করি। "তথাপি" স্পারজিউন বলতে থাকেন, "তাঁর প্রাণের কষ্টকর যে বিষয়টা সেটাই হল মুখ্য ঘটনা আর ইহার বিষয়েই পাঠাংশ আমাদের সঙ্গে কথা বলে...। যীশুখ্রীষ্ট এতোটাই কষ্ট সহ্য করেন যার দুঃখভোগের বিষয়ে আমি নিরাশাগ্রস্ত হয়ে যাই বা যে কোন শব্দে আমি তা আপনার কাছে আদান প্রদান করতে পারি না" (Spurgeon, ibid.,

pp. 302-303)। ইহাকে এই ভাবে বলা হয়েছে, "মনের দিক দিয়ে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ হল মনে প্রাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ" (ibid., p. 302), তাঁর দুঃখভোগের কেন্দ্রবিন্দু, যা হল তাঁর মর্মপীড়ার মুখ্য অংশ।

"প্রাণের কষ্টকর অবস্থা" যে শব্দ তা দেখায় মনোবেদনা, দুঃখভোগ এবং যন্ত্রণা যা খ্রীষ্ট তাঁর প্রানে উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের পাপের বোঝার বা ভারের জন্য, আর পিতা ঈশ্বরের যা দণ্ড তা তাঁর উপরে নেমে আসে। তিনি যখন বন্দী হন তার আগে গ্যেৎশিমানির উদ্যানে, তাঁকে চাবুক মারার আগে, তাঁকে ক্রুশারোপণের আগে এইগুলো পরিষ্কার ভাবেই খ্রীষ্টের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। আর ইহা আবার অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর প্রাণের ক্রমান্বয়ে ব্যথা ও যন্ত্রণা যা তিনি প্রত্যক্ষভাবে ক্রুশের উপরে উপলব্ধি করেছেন। ডাঃ গীল যে ভাবে বলেন,

> তাঁর প্রাণের কষ্টকর অবস্থা হল প্রচুর পরিমাণের পরিশ্রম যা তিনি সহ্য করেছেন তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের কার্যকে সম্পন্ন করার জন্য; তাঁর বাধ্যতা ও মৃত্যু; তাঁর দুঃখভোগ ও বেদনা; বিশেষ করে তাঁর প্রাণের মধ্যে জন্মের সেই যন্ত্রণা, ঐশ্বরীক শাপের মানবিক যাতনা, পরোক্ষভাবে এক নারী যে ভাবে কষ্ট পায় (জন্ম দেওয়ার যে যন্ত্রণা), এবং সমস্ত প্রকার কাতর যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর আগে যে ব্যথা এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল (John Gill, D.D., ***An Exposition of the Old Testament,*** The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume 5, p. 315).

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন...."
> (যিশাইয় ৫৩:১১)

"আর পরিতৃপ্ত হইবে" যা ঈশ্বরের অভিশাপের যে প্রায়শ্চিত্ত সেই বিষয়ে বলে। পিতা ঈশ্বরের "পরিতৃপ্ত/ সন্তুষ্ট" হলেন, অথবা আমরা হয়তো বলতে পারি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা প্রসন্ন করা,

> "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ স্বরুপ করিলেন" (২-য় করিনিথিয়ানস ৫:২১)

> "আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত"
> (১-ম যোহন ২:২)

> "তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরুপে প্রদর্শন করিয়াছেন" (রোমিয় ৩:২৫)

ডাঃ জন ম্যাক আর্থার, খ্রীষ্টের রক্ত সম্বন্ধে ভুল হলেও যথার্থ বলেছেন,

> "প্রায়শ্চিত্ত" শব্দের অর্থ হল "সন্তুষ্টিকরণ" অথবা "পরিতৃপ্তি।" পাপের শাস্তি স্বরুপ ক্রুশের উপরে যীশুর যে বলিদান ঈশ্বরের পবিত্রতার যে দাবী তা তাঁকে পরিতৃপ্ত করলো...তাই বলতে পারি যীশু প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছেন বা ঈশ্বরকে পরিতৃপ্ত করেছেন (John MacArthur, D.D., ***The MacArthur Study Bible,*** Word Publishing, 1997, note on I John 2:2).

আমার কছে ইহা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে যে তিনি এই রক্তের বিষয়ে ভুল কেননা প্রায়শ্চিত্ত সাধনটাই সঠিক! সুতরাং, প্রায়শ্চিত্ত সাধন, যা হল পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অভিশাপের সন্তুষ্টি সাধন বা পরিতৃপ্ততা; দুঃখভোগ ঈশ্বরের ন্যায়কে "পরিতৃপ্ত" করেছে, প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশমান হচ্ছে পাপের বিরুদ্ধে তাঁর অভিশাপ সম্বন্ধে।

> "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি [পিতা ঈশ্বর] আমাদের পক্ষে পাপ স্বরুপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরুপ হই " (২-য় করিনিথিয়ানস ৫:২১)

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ঈশ্বরের ন্যায়কে পরিতৃপ্ত করেছে, আমাদের উদ্ধারলাভ করার জন্য ইহাকে সম্ভবপর করে তুলেছে।

২. দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের জ্ঞান অনেককে ধার্মিক গণিত করে।

আসুন একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে, "অনেককে ধার্মিক" গণিত করবেন সেই শেষ শব্দ থেকে শুরু করবো।

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

আপনারা সকলে বসতে পারেন।

যিশাইয় ভাববাদী যিশাইয় ৫২:১৩ পদে খ্রীষ্টকে নির্দেশ করেন ঈশ্বরের "দাস" হিসাবে আর এখন আমাদের পাঠ্যাংশে খ্রীষ্টকে সম্ভাষিত করা হচ্ছে ঈশ্বরের "ধার্মিক দাস হিসাবে।" খ্রীষ্টকে ধার্মিক বলা হয় "কেননা তিনি পাপ জানেন নাই" (২-য় করিন্থীয় ৫ঃ২১)। তিনি হলেন ঈশ্বরের নীরব পুত্র, পিতা ঈশ্বরের "ধার্মিক দাস।"

খ্রীষ্ট অনেককে "ধার্মিক গণিত করবেন" (১১-নং পদ)। এখানেই সুসমাচারের মূল বিষয় দেখা যায়। ঈশ্বরের প্রেমের বাধ্যতা দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হই না, কেননা,

> "নিয়মের কার্য্যকারিতা হিসাবে তাঁর নজরের সামনে কোনও মাংসাদি কারণ হইবে না" (রোমিয় ৩:২০)

স্বভাবের দিক দিয়ে আমরা যেহেতু পাপী তাই আমরা নিজেদের ধার্মিক গণিত করতে পারি না। আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ ধার্মিকতার দ্বারাই আমরা ধার্মিক গণিত হতে পারি। "প্রায়শ্চিত্ত" হল এক বৈধ পরিভাষা। আমাদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ ধার্মিকতার দ্বারা আমরা বৈধ ভাবেই ধার্মিক বলে গণিত। "ঈশ্বরের ধার্মিক দাস অনেককে ধার্মিক গণিত করবেন"(যিশাইয় ৫৩:১১) তাদের প্রতি নিজের ধার্মিকতা প্রয়োগ করার দ্বারা!

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

জন ট্র্যাপ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে কার্ডিনাল কন্টারেনাস, পিগহাইয়াস নামে আরো এক ক্যাথলিক কার্ডিনালের দ্বারা মৃত্যুদন্ড ভোগ করেন। কেননা কন্টারেনাস এই পদটিকে আক্ষরিক ভাবেই বিশ্বাস করেন, তাকে এক "প্রটেস্ট্যান্ট" বলে অভিহিত করা হয়েছিল আর তাকে তার নিজের বিশ্বাসের জন্য দণ্ড প্রদান করা হয় কেননা তার মতে "মানুষের ধার্মিকতা লাভ হল ঈশ্বরের বিনামূল্যের দয়া ও খ্রীষ্টের গুণাবলীর দ্বারা" (John Trapp, ***A Commentary on the Old and New Testaments,*** 1997 reprint, volume III, pp. 410-411, note on Isaiah 53:11)। কিন্তু কার্ডিনাল কন্টারেনাস এই দিক দিয়ে সঠিক ছিলেন! আর অন্যান্য যে সকল কার্ডিনাল ছিলেন তারা সকলে ভুল!

"আমার ধার্মিক দাস অনেককে আপনার জ্ঞান দিয়ে অনেককে ধার্মিক করবেন।" সেই সমস্ত শব্দ সমূহ মৃত্যুর জন্য যথেষ্টই কি মূল্যবোধের? অবশ্যই, সেগুলো তাই ছিল! আর সেটাই তো ব্যাপটিস্ট এবং প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র! ক্যাথলিক এবং ফিনি নিষ্পত্তিকারী অনুগামীরা যে ভাবে শেখায় সেই ভাবে আমরা ধার্মিক গণিত হই না! ওহ না!

> "ব্যাবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়" (গালাতিয় ২:১৬)
>
> "এই প্রকারে ব্যাবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের পরিচালক দাস হইয়া উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই" (গালাতিয় ৩:২৪)

খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের "ধার্মিক দাস" যিনি অনেককে ধার্মিক গণিত করলেন!"

কিন্তু সেটা কি ভাবে ঘটলো? কি ভাবে খ্রীষ্ট "অনেককে ধার্মিক গণিত করবেন?" তিনি কি তাদের নিজেদের কাজের বেশ কিছু পাপ সমর্পন করার দ্বারা তাদের ধার্মিক গণিত করবেন? না! না সেটা হল ক্যাথলিক ধর্মমত এবং সিদ্ধান্তবাদের চিন্তাধারা! তারা "পাপীর প্রার্থনা" করেছে বলেই কি তিনি তাদের ধার্মিক গণিত করবেন অথবা উপদেশের শেষে "সামনে এগিয়ে এসেছে" বলেই কি ধার্মিক গণিত করবেন? না! সেটাও আবার ক্যাথলিক ধর্মমত এবং সিদ্ধান্তবাদের চিন্তাধারা! তারা কি উদ্ধার লাভ করবে যেহেতু "পরিত্রাণের পরিকল্পনার বিষয়ে" তারা শিখেছে বলে অথবা যোহন ৩:১৬ মুখস্ত করেছে বলেই কি এবং "পাপীর প্রার্থনা" শিখেছে বলেই ধার্মিক গণিত হবে?" না! সেটাও কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মমত এবং সিদ্ধান্তবাদের চিন্তাধারা!

তাহলে, কিভাবে, তারা ধার্মিক গণিত হবে? ঈশ্বরের সম্মুখে আপনি কি ভাবে পবিত্র ও ধার্মিক বলে গণিত হবেন? সেটা হল অনন্তকালীন এক প্রশ্ন। বাইবেলের বুক অব জোব-এ সেটাই তো সব থেকে বড় একটা প্রশ্ন! তিনি বলেছেন,

> "তবে ঈশ্বরের কাছে মর্ত্য কেমন করিয়া ধার্মিক গণিত হইবে? অবলার সন্তান কেমন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে?" (জোব ২৫:৪)

আর বাক্যের যে পাঠ্যাংশ রয়েছে সেখান থেকেই ধ্বনিত হচ্ছে এই উত্তর,

> "আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক গণিত করিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

অথবা, স্পারজিউন ইহাকে যেভাবে অনুবাদ করছেন, "আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক গণিত করিবেন" (C. H. Spurgeon, ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1980 reprint, volume 63, p. 117)। আর তাই স্পারজিউন বলেছেন,

> খ্রীষ্টের ত্যাগ স্বীকারের যে পরিমাণ তার সম্পূর্ণ পন্থা হল জানা ও বিশ্বাস দ্বারা — করার দ্বারা নয়.... "ব্যবহার কর্মহেতু কোন মানুষ ধার্মিক গণিত হয় না।" ব্যবহার দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে। "অনুগ্রহ ও শান্তি যীশু খ্রীষ্ট হইতে আসে।" আর সেটা আমাদের কাছে আসে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বা জানার মধ্য দিয়ে - তাঁকে জানার দ্বারা.... তাঁর দ্বারা... আমরা ধার্মিক গণিত হই" (ibid.).
>
> "কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য্য করে না – তাঁহারই উপর বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক গণনা করেন - তাহার বিশ্বাসই ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হয়" (রোমিয় ৪:৫)

> "তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যিশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে" (প্রেরিত ১৬:৩১)

> "আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ঈশ্বরের ন্যায়কে বা ধার্মিকতাকে পরিতৃপ্ত করেছে। খ্রীষ্টকে জানাটাই অনেককে ধার্মিক গণিত করে। আর--

৩. তৃতীয়, পাপ বহনকারী খ্রীষ্ট পাপীদের প্রতি সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ।

অনুগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে পাঠ্যাংশটি পুনরায় পড়ুন, শেষের যে ছয়টি শব্দ রয়েছে সেখানে যত্ন সহকারে মনোযোগ করুন।

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

আপনারা সকলে বসতে পারেন।

খ্রীষ্ট "অনেককে ধার্মিক গণিত করিবেন আর তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।" তা হল তিনি তাদের পাপ সকল বহন করিবেন। আমাদের ধার্মিকতার সম্পূর্ণ ভিত্তি; আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সাধন ও পরিত্রাণের সম্পূর্ণ ভিত্তি; এই বাক্যাংশে প্রকাশমান হয়েছে তাহল, "তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন।" যিশাইয় ৫৩:৫ বলে,

> "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল" (যিশাইয় ৫৩:৫)।

যিশাইয় ৫৩:৬ বলে,

> "আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩:৬)।

যিশাইয় ৫৩:৮ বলে,

> "আমাদের জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল" (যিশাইয় ৫৩:৮)।

এবং ১-ম পিতর ২:২৪ বলে,

> "তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া, আপন নিজ দেহ কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন" (১-ম পিতর ২:২৪)।

স্পারজিউন আমাদের এই পাঠ্যাংশকে যেমন ভাবে অনুবাদ করেছেন, "... আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন।"

খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য সেখানেই আপনার প্রথম বিষয় রয়েছে যা হল অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে পরিতৃপ্ত করলো। নিজে থেকে খ্রীষ্টকে জানাটা ইহার সঙ্গে ধার্মিকতাকে বহন করে আনে। পাপ বহনকারী খ্রীষ্ট পাপীদের প্রতি সম্পূর্ন পরিত্রাণ নিয়ে আনেন যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস সহকারে জানেন। আশ্চর্য্যকারী এই

সুসমাচার! অদ্ভুত এই উদ্ধার কার্য্য। এর আগে বা পরে এইমতো কোন কিছুই ঘটেনি আর তা এমন কি ইতিহাস পর্যন্ত!

> "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন"
> (যিশাইয় ৫৩:১১)

অন্য একটি রাত্রে ওয়েসলি এবং আমি চলচ্চিত্র অভিনেতা জন ক্যারাডিনের বিষয়ে ইন্টারনেটে পড়েছিলাম। অন্য যে কোন অভিনেতার থেকে তাকে ৩০০-র বেশি চলচ্চিত্রে দেখা যায়। তিনি যখন মিলানে, ইতালিতে মারা যান তখন তার শরীরকে একটি কফিনে রাখা হয় এবং বাড়িতে তার এক ছেলের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পুত্র তখন প্রচন্ডভাবে মদ্য পান করছিল। সে কফিনটা খুলে তার মৃত পিতার মুখের মধ্যে সুরা বা মদ ঢালতে থাকে।

এখন, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেই মৃত ব্যাক্তি কি মদের স্বাদ আস্বাদ করতে পেরেছিল? অবশ্যই নয়! আর খ্রীষ্ট যে আমাদের পরিত্রাণ বা উদ্ধার করতে পারেন এই বিষয়ে সমস্ত বিষয় আমি যখন আপনাকে বললাম তখন আপনি কি ইহাকে আস্বাদ করতে পারছেন। কেন পারছেন না? এই জন্য পারছেন না কেননা আপনি আত্মিক ভাবে মৃত। আর বাইবেল ইহাকে এই ভাবে উল্লেখ করে "আপনি পাপে মৃত" (ইফিষীয় ২:৫)। সেটাই হল পাপের প্রকৃত স্বভাব। খ্রীষ্টের বিষয়গুলোতে আপনি মৃতপ্রায়। সেগুলোকে আপনি আস্বাদ করতে পারেন না। আপনি সেগুলো অনুভব মৃত ঠিক যেমনটি জন ক্যারাডিন নিজের কফিনে মৃত অবস্থায় ছিলেন। আপনাকে জীবন দেওয়ার জন্য খ্রীষ্টকে প্রয়োজন আর তা নাহলে আপনি অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যাবেন! এর জন্য আপনাকে অতি অবশ্যই চিৎকার করতে হবে, "দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?" (রোমিয় ৭:২৪)।

যখন কোন নারী বা পুরুষ সেইভাবে চিৎকার করে, একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তখন তারা উদ্ধার লাভ করার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকে। আপনি কি সেইভাবে চিৎকার করেছেন? আপনি কি এই মতো অনুভব করেছেন যে আপনি ঈশ্বরের প্রতি মৃতপ্রায় আর কেবলমাত্র খ্রীষ্টই আপনাকে উদ্ধার করতে পারেন? আপনি কি খ্রীষ্টে রুপান্তরিত বা পরিবর্তিত ব্যক্তি? যদি নয়, তবে আপনি কি খ্রীষ্টের প্রতি তাকাবেন, সেই ঈশ্বরের মেষশাবকের প্রতি যিনি এই জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান? আপনি কি তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এখনই তাতে নির্ভর করবেন? এখানে আবার সেই বাক্য যা মিঃ গ্রীফিথ কিছু মুহূর্ত আগে গানের দ্বারা পরিবেশন করেছেন তা শুনুন।

> আপনি যদি পাপ থেকে বিনামূল্যে স্বাধীন হতে চান,
> তবে ঈশ্বরের মেষ শাবকের প্রতি তাকান;
> আপনাকে উদ্ধারের জন্য, তিনি, কালভেরীতে মৃত্যু সহিলেন,
> ঈশ্বরের মেষ শাবকের প্রতি তাকান।
> ঈশ্বরের মেষ শাবকের প্রতি তাকান,ঈশ্বরের মেষ শাবকের প্রতি তাকান,
> কেননা কেবল তিনিই আপনাকে উদ্ধার করিবেন,
> ঈশ্বরের মেষ শাবকের প্রতি তাকান।
> ("Look to the Lamb of God," H. G. Jackson, 1838-1914)।

খসড়া চিত্র

পরিতৃপ্তি এবং ধার্মিকতা খ্রীষ্টের দ্বারা লাভ করা হয়

যিশা ৫৩ অধ্যায়ের ১৩ নং উপদেশ

ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস, আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন" (যিশাইয় ৫৩:১১)

১. প্রথম, ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য খ্রীষ্টের দুঃখভোগ,

যিশাইয় ৫৩:১১ক; ২-য় করিন্থীয় ৫:২১; ১-ম যোহন ২:২; রোমিয় ৩:২৫।

২. দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের জ্ঞান অনেককে ধার্মিক গণিত করে,

যিশাইয় ৫৩:১১খ; ৫২:১৩; ২-য় করিন্থীয় ৫:২১; রোমিয় ৩:২০; গালাটিয়ানস ২:১৬;৩:২৪; জোব ২৫:৪; গালাটিয়ানস ২:১৬; ৩:২৪; জোব ২৫:৪; রোমিয় ৪:৫; নিয়মাবলী ১৬:৩১।

৩. তৃতীয়, পাপ বহনকারী খ্রীষ্ট পাপীদের প্রতি সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ,

যিশাইয় ৫৩:১১; যিশাইয় ৫৩:৫,৬,৮; ১-ম পিতর ২:২৪; ইফিষীয় ২:৫; রোমিয় ৭:২৪।

খ্রীষ্টের গৌরবের উৎস

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ১৮ নং উপদেশ)

THE SOURCE OF CHRIST'S GLORY

(SERMON NUMBER 14 ON ISAIAH 53)

ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালে এপ্রিল মাসের ২১ তারিখে, লস এঞ্জেলেসের ব্যাপটিস্ট ট্যাবারনেকেলে
সদাপ্রভুর দিনে, সুপ্রভাতে প্রচারিত এক নৈতিক বক্তৃতা
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, April 21, 2013

> "এই জন্য আমি মহান দিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন; কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রান ঢালিয়া দিলেন: তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন" (যিশাইয় ৫৩:১২)

জন ট্র্যাপ ছিলেন এক শুদ্ধাচারী প্রচারক যিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬০১-১৬৬৯) সময়ে বসবাস করেছিলেন। তার বিষয়ে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন "সব থেকে পরিশ্রমী এবং এক চমৎকার প্রচারক। (তার) খ্যাতি তা বাইবেলের উপরে যে ব্যাখ্যা তার উপরেই আধারিত, যা শুদ্ধাচারী বাইবেল অধ্যয়নের এক উত্তম (ব্যাখ্যা আমাদের কাছে) প্রকাশ করে, ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট মনোরম রসবোধ কাহিনী ও গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা চিহ্নিত" (Elgin S. Moyer, Ph.D., ***Who Was Who in Church History,*** Keats Publishing, 1974, p. 410). ট্র্যাপের যে ব্যাখ্যা মূলক বই তা অত্যন্ত ভাবেই স্পারজিউনের দ্বারা উপযুক্ত বলে প্রতিপন্ন। যিশাইয় তিপ্পান্ন অধ্যায়কে সম্পর্কযুক্ত করে, জন ট্র্যাপ বলেন,

> এখানে প্রতিটি শব্দের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা রয়েছে, আর ইহা অত্যন্তভাবেই নিশ্চিত যে প্রেরিতরা এবং সুসমাচার প্রচারকারীরা, আমাদের পরিত্রাণের রহস্য বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে, যিশাইয়-র এই সমগ্র অধ্যায়টির মধ্যে এক সামগ্রিক সম্মান প্রদান করেছে..... আর এখানে ইহা অত্যন্তভাবেই প্রয়োজন যে সেই ভাববাদী, যখন এই সমস্ত বিষয় গুলো লেখেন, তখন এক অত্যন্ত মহান আত্মার দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন, কারণ এখানে তিনি পরিষ্কার ভাবেই দেখাতে চাইছেন যে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট তাঁর সেই দুপ্রকার ভাব, যথা নম্রতা এবং উন্নতকরণের অবস্থা থেকে পুরাতন নিয়মের অনান্য (লেখকেরা) নতুন (নিয়মের) থেকে জ্যোতি ধার করেন, এই অধ্যায়টি বেশ কিছু জায়গাতে নতুনের প্রতি বেশ কিছু আলোক ধার করে (John Trapp, ***A Commentary on the Old and New Testaments,*** Transki Publications, 1997, volume III, page 410)।

প্রকৃত পক্ষে, সকালের সময়ে আমাদের পাঠ্যাংশ "জ্যোতির গুরুত্ব" আরোপ করে এবং নতুন নিয়মে আমরা যা পড়ি সেই বিষয়ে আমাদের মধ্যে এক গভীর বোধগম্যশীলতা প্রদান করে। যিশা ৫৩-কে নূতন নিয়ম ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, ইহা অন্য উপায়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। যিশাইয় ৫৩ সাহায্য করছে নুতন নিয়মকে ব্যাখ্যা করার জন্য! যা অত্যন্ত ভাবেই অস্বাভাবিক।

ডাঃ জ্যাক ওয়ারেন,আমাদের পাঠ্যাংশের বিষয়ে বলেছেন, "[যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের] শেষ এই যে পদটি এক চিত্তাকর্ষক নোটের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টিকে সমাপ্ত করে: ইহা সম্মানিত করে পরিত্রাতাকে যেখানে তিনি তাঁর প্রাণকে ঢেলে দিচ্ছেন ও অধর্মীদের সঙ্গে

গণিত হচ্ছেন" (Jack Warren, D.D., ***Redemption in Isaiah 53,*** Baptist Evangel Publications, 2004, p. 31).

> "এই জন্য আমি মহান দিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন; কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রান ঢালিয়া দিলেন: তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন" (যিশাইয় ৫৩:১২)

আজকের সকালে, এই মুহূর্তে, খ্রীষ্ট তাঁর পিতার পুরষ্কারে আনন্দ উপভোগ করছেন যা তাঁর প্রতি নিশ্চিত করা হয়েছে – "সুতরাং আমি তাঁকে মহানতার সঙ্গে একটি অংশ ভাগ করে দেব।" স্বর্গে কেউই খ্রীষ্টকে অবমাননা ও প্রত্যাখান করে না! স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁর আরাধনা ও তাঁর কাছে প্রানপাত করে। তিনি ও তাঁর সিংহাসনের সম্মুখে সমস্ত প্রতাপ প্রদর্শিত হয়েছে, পিতার দক্ষিণ হস্তে। এই সম্মান ও প্রতাপ লাভ করার যোগ্য হওয়ার প্রতি খ্রীষ্ট কি করেছেন? আর কেনই বা তাঁকে এই শিরোনামে ভূষিত করা হয়েছে "মহানদের সংগে অংশ এবং পরাক্রমীদের সংগে লুট বিভাগ করার প্রতি?" এর উত্তর হল যে তিনি চারটি বিষয় করেছেন।

১. প্রথম, তিনি মৃত্যুর জন্য নিজের প্রান ঢেলে দিলেন।

> "কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন...."
> (যিশাইয় ৫৩:১২)

খ্রীষ্ট ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই কাজটা করলেন। তিনি চিন্তা করে যত্নশীলতার সংগেই ইহা করলেন, হঠাৎ ভাবে মানসিক আবেগপ্রবণতার মধ্য দিয়ে তিনি তা করেন নি। একটু একটু করে, ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি নিজের প্রাণকে ঢেলে দিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্তটা শুদ্ধ নিংড়ে নিলেন, আর চিৎকার করে বললেন,

> "সমাপ্ত হইল: পরে তিনি মস্তক নত করিয়া, আত্মা সমর্পণ করিলেন" (যোহন ১৯:৩০)

মনে রাখবেন স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই খ্রীষ্ট এই কাজকে করলেন। তিনি বললেন,

> "কেননা আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি...। কেহ আমা হইতে তাহা হরন করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তা সমর্পণ করি" (যোহন ১০:১৭)

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের অবশ্যই বুঝে ওঠা প্রয়োজন যে যীশু দুর্ঘটনা প্রযুক্ত মৃত্যু বরণ করেন নি। তিনি স্বেচ্ছায় এই মৃত্যুবরণ করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন; আমাদের পাপের মূল্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। "তিনি মৃত্যুর জন্য নিজের প্রাণকে ঢেলে দিলেন" ক্রুশের উপরে, এটা করার জন্যই যে তিনি তা করলেন তাই নয়, কিন্তু আপনার জন্য, এবং আমার জন্য তিনি ইহা করলেন– – যারা তাঁর উপরে নির্ভর করে পরিত্রাণ লাভ করবেন তাদের সকলের জন্য তিনি ইহা করলেন।

তাই, তাঁর উপরে নির্ভর করুন, আর নিজেকে ধরে রাখবেন না। <u>আপনার</u> প্রাণকে ঢেলে দিন, সম্পূর্ণ ভাবে তাঁতে নির্ভর করুন, তা এমনকি তিনি যেমন ভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে <u>নিজের</u> প্রাণকে ঢেলে দিলেন তেমনি ভাবে আপনার প্রাণকে তাঁতে ঢেলে দিন। এগিয়ে আসুন, আর খ্রীষ্টের মধ্যে বিশ্রাম নিন, আর তা হলেই আপনি দেখতে সক্ষম হয়ে উঠবেন যে কেন তিনি সম্মান ও মুকুটের দ্বারা সম্ভাষিত হয়েছেন। তাঁর মধ্যে সম্মানীয় এক অবস্থায় রয়েছে কেননা,

> "কেননা খ্রীষ্টও একবার পাপ সমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, সেই ধার্মিক ব্যাক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত, যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যান" (১ম-পিটার ৩:১৮)

ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যু, যা তাঁর কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক থাকলেও, এখন তার জন্যই তিনি সেই প্রকার এক সম্মান ও প্রতাপবিশিষ্ট হয়েছেন, "মহানদের সঙ্গে একটি অংশ," আর "পরাক্রমীদের সঙ্গে লুট বিভাগ" করে দিয়েছেন। আর, সেই জন্যই ঈশ্বর তাঁকে "পৃথিবীর প্রাপ্ত সকল [তাঁর] অধিকারে আনিয়াছেন" (গীতসংহিতা ২:৮)। তাই, ঈশ্বর বলেন, "মন্দ আত্মাকে বিনাশ, তছরুপ ও বিজয়ের অধিকার আমি তাঁকে দিব....। আর তার এই অখ্যাতিজনক (লজ্জাজনক) মৃত্যুতে এটাই হবে তার পুরষ্কার।" (ট্র্যাপ, ইবিড)।

> "আর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকল দূর করিয়া দিয়া, ক্রুশেই সেই সকলের উপরে, বিজয় যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরুপে দেখাইয়া দিলেন" (কলোসিয়ানস ২:১৫)

আসুন ইহাকে গাই ! "মৃত্যুর সেই শক্তি।"

> মৃত্যুর পরাক্রম তাদের সব থেকে খারাপটাই করেছে,
> কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের অগণিতদের বিচ্ছুরিত করেছেন;
> তাই আসুন পবিত্র আনন্দের উচ্ছাসে চিৎকার করি।
> হাল্লেলুইয়া!
> হাল্লেলুইয়া! হাল্লেলুইয়া! হাল্লেলুইয়া!
> ("The Strife is O'er" translated by Frances Pott, 1832-1909).

তাঁকে সম্মান ও প্রতাপ প্রদান করা হয়েছে কেননা পাপীদের উদ্ধার করার জন্য তিনি তাঁর প্রাণকে ঢেলে দিলেন! আসুন, তাঁতে বিশ্বাস করি! আসুন, তাঁকে সম্পূর্ণরুপে নির্ভর করি! আসুন, এখনই তাঁতে নির্ভর করুন!

২. দ্বিতীয়, তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন।

> "এই জন্য আমি মহান দিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন; কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রান ঢালিয়া দিলেন: তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন...." (যিশাইয় ৫৩:১২)

পাপীদের মধ্যেই খ্রীষ্ট নিজের আসন নিলেন। এই জগতে তাঁর সেই পরিচর্যা কাজের সময়ে, তিনি পাপী লোকেদের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকতেন। আর সেটাই ছিল ফরীশীদের কাছে সব থেকে বড় একটা অভিযোগ। তাই, উপহাসের সংগে তারা তাঁকে বলতেন,

> "করগ্রাহী ও পাপীদের বন্ধু" (লূক ৭:৩৪)

আর, ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যুতে, তাঁকে দুই দস্যুর মাঝখানে ক্রুশারোপিত করা হয়।

> "তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হইলেন" (যিশাইয় ৫৩:১২)

আর, সেই জন্যেই তাঁকে তাদের সংগে "গণনা" (বলবান) করা হয়। "এটা এমন নয় যে তিনি নিজে অধর্মী, কিন্তু তাঁকে যখন চোর ও দস্যুদের সংগে ক্রুশারোপিত করা হয় তখন তাঁর প্রতি সেই ভাবেই আচরণ করা হয়" (***Jamieson, Fausset and Brown,*** volume 2, p. 733)। মার্ক লিখিত সুসমাচার বলে,

> "আর তাহারা তাঁহার সহিত দুইজন দস্যুকে ক্রুশে দিল; একজনকে তাঁহার দক্ষিণে, একজনকে তাঁহার বামে। আর এই ভাবে শাস্ত্রের ভবিষ্যবাণী পুরণ হইল, যা বলে, আর তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন" (মার্ক ১৫:২৭-২৮)

ডাঃ ইয়াং বলেছেন, "এরা নিছকই পাপী ছিল না কিন্তু বাস্তবে অপরাধী" (Edward J. Young, Ph.D., ***The Book of Isaiah,*** 1972, volume 3, p. 359)। তারা ছিল "অধর্মী।" এর জন্য গ্রীকের যে শব্দ তা হল 'এনমস,' যার অর্থ হল এক ব্যক্তি যে বেপরোয়াভাবে নিয়মকে অবজ্ঞা করে (Vine)। আর, সেইভাবেই খ্রীষ্টকে সব থেকে জঘন্যতমদের সংগে গণিত হতে হয়! এ্যানা ওয়াটার ম্যানের চমৎকার গানটি এই ভাবে বলে,

> আমার মতো নরাধমকে যখন তিনি উদ্ধার করলেন তখন, তিনি আপনাদের মধ্যে জঘন্যকে রক্ষা করলেন। আর আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে; আর আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে।
> ("Yes, I Know!" by Anna W. Waterman, 1920).

লূক লিখিত সুসমাচার আমাদের বলে যে দুজন দস্যুর মধ্যে একজন যীশুকে বিশ্বাস করেছিল এবং পরিত্রাণ লাভ করেছিল (লূক ২৩:৩৯-৪৩)। ডাঃ জন আর. রাইস বলেছেন, "এক দস্যু পরিত্রাণ লাভ করলেও সেই নীতি ভ্রষ্টকারী পাপী জীবনের আশা ছাড়তে না'ও পারতো....." (John R. Rice., D.D., ***The King of the Jews,*** Sword of the Lord, 1980 reprint, p. 475)। ডাঃ ম্যাকগী বলেছেন,

> [এই দুই দস্যুর] মধ্যে পার্থক্য কি ছিল? কিছুই পার্থক্য ছিল না- এরা উভয়েই দস্যু ছিল। এখানে কেবলমাত্র যে পার্থক্য তা ছিল, একজন দস্যু যীশুতে বিশ্বাস করেছিল আর অপর ব্যক্তিটি বিশ্বাস করে নি (J. Vernon McGee, Th.D., ***Thru the Bible,*** Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 354).

"তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন।" এটা দেখায় যে যীশু স্বেচ্ছায় নিজেকে সেই জায়গাতে স্থাপন করলেন, তা এমন কি জঘন্যতম পাপীদের মধ্যে। পাপীরা উদ্ধার লাভ করতে পারে কেননা তিনি তাদের সংগে গণিত হলেন। কিন্তু পরিত্রাণ লাভ করার জন্য আপনাকে অতি অবশ্যই তাঁতে নির্ভর করার প্রয়োজন।

খ্রীষ্ট এখন সম্মানিত হলেন কেননা তিনি নিজের অবস্থান থেকে স্বেচ্ছায় অবনত হয়ে পাপীদের জায়গাতে দাঁড়ালেন, আর তাদের পাপ সকল নিজের উপরে নিলেন, তারা যাতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে সেই কাজকে সম্ভবপর করে তুললেন। আর, সেই জন্যই তিনি সম্মানিত হলেন কেননা তিনি "অধর্মীদের সংগে গণিত হয়েছিলেন।" "হাঁ, আমি জানি!" কোরাস বা ধুয়া গাই!

> আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে;
> আর আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে।
> ("Yes, I Know!" by Anna W. Waterman, 1920).

৩. তৃতীয়, তিনি অনেকের পাপের ভার বহন করলেন।

আসুন উঠে দাঁড়িয়ে পাঠ্যাংশটিকে উচ্চস্বরে গান করি, যার শব্দ শেষ হচ্ছে "অনেকের পাপভার।"

> "এইজন্য আমি মহানদিগের মধ্যে তাঁহার অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন; কারণ তিনি মৃত্যুর

> জন্য আপন প্রাণ ঢালিয়া দিলেনঃ তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন....” (যিশাইয় ৫৩:১২)

আপনারা বসতে পারেন।

“তিনি অনেকের পাপভার বহন করলেন,” প্রেরিত পিতর ইহাকে যেমনভাবে উল্লেখ করেন,

> “তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহ কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন” (১ম-পিতর ২:২৪)

এটা হল প্রতিকল্পনীয় পরিত্রাণ। খ্রীষ্ট আপনার পাপ ভার “তাঁর নিজের শরীরে” সেই ক্রুশের উপরে বহন করলেন। ইহাকে নিজের উপরে নেওয়ার দ্বারা এবং আপনার জায়গাতে মৃত্যুবরণ করে তিনি আপনার পাপের দণ্ড মিটিয়ে দিলেন। যীশুর প্রতিকল্পনীয় প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে সেখানে আর কোন সুসমাচার নেই। পাপীদের জন্য তাঁর বিকল্পনীয় মৃত্যু হল সুসমাচারের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও হৃদয়ঙ্গম বিষয়। তাই স্পারজিউন বলেছেন,

> এখন, এই তিনটি বিষয়, যা মৃত্যুর জন্য নিজের প্রাণকে তিনি পেতে দিয়েছিলেন, এবং পাপীর দন্ড নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন, যার জন্য তিনি অধর্মীদের মধ্যে গণিত হলেন আর পাপীদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন; এবং পরবর্তী বিষয়টা হল, তিনি বাস্তবে তাদের পাপ ধারণ করলেন.... যা তাঁকে অপবিত্র করতে পারেনি কিন্তু এটা তাঁকে সাহায্য করলো সেই পাপকে দূর করার জন্য যা মানুষকে অপবিত্র করেছিল - আর এই তিনটি বিষয় হল যুক্তিযুক্ত আমাদের প্রভু যীশুর প্রতাপের জন্য। ঈশ্বর, এই তিনটি কারণের জন্য, এবং আরো একটা বিষয়, বলবানের সংগে দস্যুর ন্যায় তাঁকে পৃথক করে এবং মহানের সংগে অংশ ভাগ করে নিতে তাঁকে সাহায্য করে (C. H. Spurgeon, ***The Metropolitan Tabernacle Pulpit,*** Pilgrim Publications, 1975 reprint, volume XXXV, page 93)।

“হ্যাঁ, আমি জানি!” ধুয়া গান করি!

> আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে;
> আর আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে।

৪. চতুর্থ, তিনি অধর্মীদের জন্য মধ্যস্থতা করেছেন।

এই পাঠ্যাংশ সমাপ্ত হচ্ছে এই শব্দের সঙ্গে,

> “এবং অধর্মীদের জন্য অনুরধ করিতেছেন” (যিশাইয় ৫৩:১২)

ক্রুশের উপরে, খ্রীষ্ট পাপীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন, যেখানে তিনি অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করছেন,” এই ভাবে চিৎকার করার দ্বারা,

> “পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কোরো; কেননা ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না” (লূক ২৩:৩৪)

এই ভাবে তিনি যখন ক্রুশের উপরে ঝুলছিলেন পাপীদের জন্য এইভাবে তিনি প্রার্থনা করছিলেন।

তা, এমন কি স্বর্গেও, যীশু পাপীদের জন্য প্রার্থনা করছেন,

> "কারণ তাদের (আমাদের) নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি শতত জীবিত আছেন" (হিব্রুজ ৭:২৫)

ক্রুশের উপরে তিনি যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তিনি পাপীদের নিমিত্ত মধ্যস্থতা করছিলেন। আজও তিনি যখন পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসে রয়েছেন তখনও ক্রমাগতভাবে পাপীদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

এখানে সেই চারটি বিষয় লক্ষ্য করুন যা যীশু করেছিলেন সেগুলোই হল যুক্তিযুক্ত বিষয় যার জন্য তিনি প্রতাপে উন্নত হয়েছেন, পিতার দক্ষিন হাতে উপবিষ্ট আছেন। খ্রীষ্টের বর্তমান গৌরবের জন্য চারটি যুক্তির সমস্ত কটাই পাপীদের উদ্ধার করার প্রতি তিনি যা করেছেন তা সম্পর্কযুক্ত!

> "এবং আকারে প্রকারে মনুষ্যবৎ, প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণে ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চ পদাভিষুক্ত করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ: যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নিবাসীদের সমুদয় জানু পতিত হয়.... এবং সমুদয় জিহবা স্বীকার করে যে যীশুখ্রীষ্টই প্রভু, এইরুপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন" (ফিলিপীয় ২:৮-১১)

সেই সংগে এটাও লক্ষ্য করবেন, যীশুর উদ্ধারকারী সমস্ত পরাক্রমের সংগে, যারা মনে করে তাদের উদ্ধারের প্রয়োজন নেই তিনি তাদের উদ্ধার করবেন না। স্পারজিউন যেভাবে ইহাকে উল্লেখ করেন,

> যদি [আপনি] পাপ করেন নি তবে ইহা থেকে তিনি [আপনাকে] পরিষ্কার করবেন না। তিনি কি তা করতে পারেন? .... আপনি খুবই ভালো, সম্মানীয় লোক, যিনি নিজের জীবনে কোন ভুল বা অন্যায় করেননি; তাহলে আপনার জন্য যীশুর কি দরকার? এটা ঠিক, আপনি নিজের পথে চলবেন আর নিজের প্রতি যত্ন নেবেন....হায়রে! এটা তো মুর্খামী.... আপনি যদি নিজের মধ্যে নিজেকে দেখেন, তবে দেখবেন যে আপনার হৃদয় যেন ঠিক ময়লা কালো চিমনীর মতো যে তাকে কোন সময়েই পরিষ্কার করা হয় নি। [আপনার] হৃদয় যেন নোংরা কুয়োর মতো। ওহ, আপনি সেটা দেখুন, এবং আপনার ভ্রান্ত ধার্মিকতাকে পরিত্যাগ করুন! [কিন্তু] আপনি যদি তা না করেন, তবে আপনার জন্য যীশুর মধ্যে সেখানে কিছুই নেই। পাপীদের থেকে তিনি তাঁর প্রতাপকে লাভ করলেন, আপনার মতো মেষেদের থেকে আত্মশ্লাঘা করার জন্য নয়। কিন্তু, আপনি সেই দোষী ব্যাক্তি, যেন আপনি... আপনার দোষকে স্বীকার করেন, আর আনন্দ সহকারে সেই চারটি বিষয় স্মরণ করেন যা যীশু করেছেন, তিনি ইহা করেছেন পাপীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সুত্রেই, আর তিনি পাপীদের সংগে সংযোগ রাখার জন্য এই অর্থে তিনি ইহা করেছেন যার জন্য এই দিনে তিনি গৌরব ও প্রতাপে এবং মহিমার সেই মুকুটের অধিকারী হয়েছেন। [সুতরাং] কায়মনোবাক্যে এই ভাবে আমি (আপনার কাছে আবেদন করছি) যেন ঈশ্বরের পুত্রে আপনি নির্ভর করেন, যিনি মাংসে মুর্তমান হলেন, রক্তাক্ত হয়ে দোষী মানবের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন! আপনি যদি তাঁতে নির্ভর করেন, তবে তিনি আপনাকে প্রতারিত করবেন না, কিন্তু আপনি উদ্ধার লাভ করবেন, এবং সেই সঙ্গে একেবারেই চিরকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ করবেন (Spurgeon, ibid., page 95)।

আমেন! "হ্যাঁ, আমি জানি!" আর একবার গান!

আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে;
আর আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে।
("Yes, I Know!" by Anna W. Waterman, 1920).

যীশুর দ্বারা আপনি যদি পাপ থেকে পবিত্র বা শুচি হওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান তবে এই মুহূর্তে অডিটরিয়ামের পিছনে এগিয়ে যান। ডাঃ কাগান আপনাদের একটি শান্ত, নিরিবিলি জায়গাতে নিয়ে যাবেন যেখানে আমরা কথা বলতে পারি। মিঃ গ্রীফিথ যখন ধুয়াটি আবার গান, তখন অতি সত্বর সেখানে চলে যান।

আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে;
আর আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, যীশুর রক্ত জঘন্যতম পাপীকেও পবিত্র করে।

মিঃ লী, অনুগ্রহ করে এখানে এসে যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

খসড়া চিত্র

খ্রীষ্টের গৌরবের উৎস

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের ১৮ নং উপদেশ)

ডাঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনি.

"এই জন্য আমি মহান দিগের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, তিনি পরাক্রমীদের সহিত লুট বিভাগ করিবেন, কারণ তিনি মৃত্যুর জন্য আপন প্রান ঢালিয়া দিলেন, তিনি অধর্মীদের সহিত গণিত হইলেন; আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন, এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন" (যিশাইয় ৫৩:১২)

১. প্রথম, তিনি মৃত্যুর জন্য নিজের প্রান ঢেলে দিলেন,
যিশাইয় ৫৩:১২ক; জন ১৯:৩০,১০:১৭; ১-ম পিতর ৩:১৮;
গীতসংহিতা ২:৮; কলোসিয়ানস ২:১৫।

২. দ্বিতীয়, তিনি অধর্মীদের সঙ্গে গণিত হলেন,
যিশাইয় ৫৩:১২খ; লূক ৭:৩৪; মার্ক ১৫:২৭-২৮; লূক ২৩:৩৯-৪৩

৩. তৃতীয়, তিনি অনেকের পাপের ভার বহন করলেন,
যিশাইয় ৫৩:১২গ; ১-ম পিতর ২:২৪

৪. চতুর্থ, তিনি অধর্মীদের জন্য মধ্যস্থতা করেছেন,
যিশাইয় ৫৩:১২ ডি; লূক ২৩:২৪; হিব্রুজ ৭:২৫; ফিলিপীয় ২:৮-১১

যীশুতে সরল বিশ্বাস

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের উপর উদ্দীপনার পঞ্চদশ প্রচার)

SIMPLE FAITH IN JESUS

(SERMON NUMBER 15 ON ISAIAH 53)

লেখক : ডঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনিয়র।
By Dr. R. L. Hymers, Jr.

২০১৩ সালের, ২১শে জুলাই, সদাপ্রভুর একটি দিনে সকালবেলায়
লস্ এঞ্জেলসের ব্যাপটিষ্ট ট্যাবারন্যাকল মন্ডলীতে এই ধর্ম্মোপদেশটি
প্রচারিত হয়েছিল
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 21, 2013

"লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

"আমরা যাহা হইতে আমাদের মুখ আচ্ছাদন করি।" একজন আধুনিক টীকা লেখক বলেছেন যে এই শব্দগুলি বলা হয়েছিল ইস্রায়েলের "ক্রুশারোপিত মোসীহের প্রতি বিরূপভাব এবং ঈশ্বর পুত্রের রক্তমাংসে আবির্ভাবের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব" প্রসঙ্গে। তিনি পদটিকে সীমাবদ্ধ করেছিলেন খ্রীষ্টের সময়ে শুধুমাত্র যিহুদী লোকেদের অন্তর্ভূক্ত করতে। কিন্তু আমার ভাল লাগে মোডীর কথাগুলি যে, "বাইবেল টীকাগুলির উপর মহৎ আচরণের মাধ্যমে আলোকসম্পাত করেছে।" না, এই পদটি খ্রীষ্টের প্রতি অবিমিশ্রভাবে ইস্রায়েলের "বিরূপভাব" পেশ করে না। সেটা পদের শুরুতেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। এটা বলে যে, "তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য।" শুধুমাত্র যিহুদীদের থেকে নয়, কিন্তু সাধারনভাবে "মনুষ্যদের"! "মনুষ্যদের ত্যাজ্য" – অবিমিশ্রিত যিহুদীদের দ্বারা নয়। "বাইবেল টীকাগুলির উপর মহৎ আচরণের মাধ্যমে আলোকসম্পাত করেছে।"

লুথার "শাস্ত্রের উপমা"র বিষয়ে বলেছেন। মহান সংস্কার সাধকের অভিপ্রায় ছিল যেন আমরা শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের তুলনা করি, এটা দেখানোর জন্য যে ঈশ্বর কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে বাইবেলের অন্যান্য অংশে কি বলেছেন। যিশাইয় ৪৯:৭ পদে আমরা পড়ছি যে,

> "যে ব্যক্তি মনুষ্যের অবজ্ঞাত প্রজাবৃন্দের ঘৃণাস্পদ ও কর্ত্তৃত্বকারীদের দাস, তাহাকে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মুক্তিদাতা, এবং তাহার পবিত্রতম, এই কথা কহেন..." (যিশাইয় ৪৯:৭)।

সুতরাং, এখানেও আমরা দেখি যে "মনুষ্য" সাধারনভাবে যীশুকে, সেই "পবিত্রতম একজনকে," অবজ্ঞা করেছেন। নূতন নিয়মে, যীশু নিজে বলেছেন,

> "জগৎ যদি তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তোমরা তো জান যে সে তোমাদিগের অগ্রে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে" (যোহন ১৫:১৮)।

এই পদে, আমরা দেখি যে এই জগতের হারানো লোকেরা হয় তিক্তভাবে খ্রীষ্টকে ঘৃণা করেন, অথবা তারা তাদের মুখকে তাঁর থেকে লুকিয়ে রাখেন এবং তাঁর বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন না।

> "লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে যীশুর থেকে নিজেদের মুখকে আচ্ছাদন করেন। এখানে সেই উপায়গুলির তিনটির বিষয়ে বলা হল।

১। প্রথম, সেখানে যারা সম্পূর্ণ ঘৃণায় খ্রীষ্ট থেকে তাদের মুখকে আচ্ছাদন করে।

আমি পাষ্টার উমব্রান্ডের, ***খ্রীষ্টের জন্য তাড়না*** নামের বইটি পড়ছিলাম। আমি প্রত্যেক বছর এটা পড়ি। সেইসব কম্যুনিষ্ট যারা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করেন তাদের কাছ থেকে পাষ্টার উমব্রান্ড যে আতঙ্কজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

> অসহ্য যন্ত্রনা ও পশুবৎ অত্যাচার বিরামহীনভাবে ক্রমাগত চলিতে থাকিত। যখন আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতাম অথবা অসহ্য যন্ত্রনায় আমি যখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতাম তখন অধিকতর স্বীকারোক্তি পাইবার আশায়, আমাকে আমার কারাকক্ষে ফিরাইয়া আনা হইত। সেইস্থানে আমি পরিচর্য্যাহীন এবং মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম, কিছু শক্তি অর্জনের জন্য, যাহাতে তাহারা আমার প্রতি পুনরায় তাহাদের কার্য্য শুরু করিতে পারে। অনেকেই এই অবস্থায় মারা যাইত...আসন্ন বৎসরগুলিতে, বিভিন্ন পৃথক কারাগারে, তাহারা আমার মেরুদন্ডের চারটি অস্থিসন্ধি, এবং আরও অনেক অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহারা আমার শরীরের বারোটি জায়গায় খন্ড খন্ড করিয়া কাটিয়া দিয়াছিল। তাহারা পুড়াইয়া ও কাটিয়া আমার শরীরে আঠারোটি গর্ত করিয়া দিয়াছিল...
>
> সপ্তাহের পর সপ্তাহ্, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া – প্রত্যেক দিন সতেরো ঘন্টা করিয়া আমাদের বসিয়া থাকিতে হইত – শুনিতে হইত
>
> কম্যুনিজম্ হইতেছে ভাল!
> কম্যুনিজম্ হইতেছে ভাল!
> কম্যুনিজম্ হইতেছে ভাল!
> খ্রীষ্টধর্ম্ম হইল অর্থহীন!
> খ্রীষ্টধর্ম্ম হইল অর্থহীন!
> খ্রীষ্টধর্ম্ম হইল অর্থহীন!
> ছাড়িয়া দাও!
> ছাড়িয়া দাও!
> ছাড়িয়া দাও!
>
> (Richard Wurmbrand, Th.D., ***Tortured for Christ,*** Living Sacrifice Books, 1998 edition, pp. 38, 39)।

তিনি মোটেই অতিরঞ্জিত করেন নি। আমি তাকে খুব ভাল করেই জানি।

খ্রীষ্ট সাংঘাতিকভাবে কম্যুনিষ্ট এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিকদের দ্বারা ঘৃণিত হয়েছিলেন। আমরা দেখছি যে বর্তমানে সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে যীশু এবং তাঁর অনুসরনকারীদের বিরুদ্ধে বড়সড় আঘাত আসছে এমনকী আমেরিকাতেও – হোয়াইট হাউস থেকে শুরু করে বিদ্যালয় গৃহ সব জায়গায়। এখন উঁচু মানের অফিসের লোকেরা সম্পূর্ণ অবজ্ঞায় খ্রীষ্ট থেকে তাদের মুখকে লুকিয়ে রাখছে। যারা খ্রীষ্টের এবং তাঁর অনুসরনকারীদের মর্যাদাহীন করে তারা নিশ্চিতভাবে আমাদের এই পাঠ্যাংশকে পরিপূর্ণ করে,

> "লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

২। দ্বিতীয়, সেখানে গতানুগতিকতার দ্বারা তারা খ্রীষ্ট থেকে তাদের মুখ আচ্ছাদিত করে।

নিশ্চিতভাবে সেটা আজ সকালে এখানে আপনাদের মধ্যের কাউকে বর্ণনা করে! আপনি কখনও চিন্তা করেন না একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীকে আঘাত করার কথা, বা এই বলে চিৎকার করার কথা যে "খ্রীষ্টধর্ম্ম অর্থহীন।" আপনি আতঙ্কে সংকুচিত হয়ে যাবেন যখন আমি আপনাদের বলব যে ঐ সব কম্যুনিষ্টরা পাষ্টার উমব্রান্ডের সঙ্গে কি করেছিলেন। আপনি বলবেন, "আমি কখনও এইরকম করব না!" আমি আপনাদের বিশ্বাস করি। আমি মনে করি না যে আপনি কখনও যীশুকে আক্রমন করবেন সেই পশুবৎ কম্যুনিষ্ট অত্যাচারীদের একজনের মতন। এবং যদিও...! এবং যদিও...! আপনি অবশ্যই *আপনার যীশুর প্রতি শান্ত গতানুগতিকতায়* আমাদের পাঠ্যাংশ সম্পূর্ণ করবেন,

"লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

আপনি মন্ডলীতে আসুন ও শুধু এখানে বসে থাকুন। আমি যখন যীশুর বিষয়ে বলব তখন আপনার চোখ চক্‌চক্ করে উঠবে। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকী চোখ বন্ধ করে ফেলবেন। আপনাদের মধ্যে অন্য কেউ হৃদ্‌পিন্ড স্তব্ধ করে দেবেন। শান্ত গতানুগতিকতার সঙ্গে আপনি আপনার মুখ যীশুর থেকে আচ্ছাদিত করবেন।

আপনি কি জানেন যে একজন প্রচারকও এই রকম করতে পারেন? যখন আমি সানফ্রান্‌সিস্‌কোর উত্তরদিকে সাউদার্ন ব্যপটিষ্ট সেমিনারীতে ছিলাম, সেখানে টম ফ্রেডরিক নামের একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। টম ছিলেন একজন প্রচারক। কিন্তু এক রবিবারে তার নিজের প্রচার তার নিজেরই হৃদয়ে সূঁচের মতন আঘাত করেছিল! তিনি এত প্রচন্ডভাবে কাঁদতে শুরু করেছিলেন যে তিনি আর প্রচার করতে পারলেন না। তিনি পুলপিট থেকে নেমে আসলেন এবং বেদীর সামনে নতজানু হলেন। সেখানে তিনি পরিত্রাতার প্রতি তার ভালবাসার অভাবের বিষয়ে বার বার অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে, তার বিস্মিত ও বিহ্বল সদস্যদের সামনে, তিনি খ্রীষ্টের থেকে তার মুখ আচ্ছাদন করা বন্ধ করেছিলেন। তিনি পরিত্রাতাকে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং তিনি প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীতে পরিনত হয়েছিলেন। তিনি একজন অতি নরম হৃদয়ের মানুষে পরিনত হয়েছিলেন। তিনি আমার শোবার বড় ঘরে আসলেন সেই লোকেদের সঙ্গে করে যারা আমার সঙ্গে সেখানে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার প্রার্থনায় যোগ দিত। যে অধ্যাপকেরা বাইবেলকে আক্রমন করতেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তিনি আমাকে সমর্থন করলেন। তিনি আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন যখন আমরা সেমিনারীর সভাপতির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি বিরোধিতা করেছিলাম। এমনকী তারা তাকে "হেইমারস্'র গোঁড়া অনুরাগী" বলা সত্ত্বেও তিনি আমাকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি সাউদার্ন ব্যপটিষ্টের একজন হারানো প্রচারক হয়ে যাওয়া থেকে, একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীতে পরিনত হয়েছিলেন। তার মন পরিবর্তন ঘটেছিল যখন তিনি শান্ত গতানুগতিকতার সঙ্গে যীশুর প্রতি বিরুপ আচরণ বন্ধ করেছিলেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে টম মারা গিয়েছেন। আমি কিছু টাকা তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে গোল্ডেন গেট ব্যপটিষ্ট থিওলজিক্যাল সেমিনারীতে বাইবেলের স্বপক্ষে মুখোমুখি সংঘাতে আমাকে সমর্থন করার জন্য এটাই ছিল আমার সামান্যতম শ্রদ্ধাযুক্ত নিবেদন। আর আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে টমের হৃদয় যীশুর প্রতি তিনি খুলে দিয়েছিলেন, যখন বহুদিন আগের এক রবিবারের সকালে টম তার নিজের ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করার সময়ে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, "ডঃ হাইমার্স, আপনি চান না যে আমি টম ফ্রেডরিকের মতন হই, সত্যিই আপনি চান?" ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন! আমি স্বর্গে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ করব যদি আপনি টম যেমন ছিলেন তার এমনকী অর্দ্ধেকটার মতন মানুষও হতে পারেন! আপনাদের মধ্যে কিছু যুবক আছেন যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এখানে

নির্বিকার, অজাগরিত, এবং গতানুগতিকভাবে বসে আছেন – আমি ঈশ্বরের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করি যে আপনারা সামান্যতম হলেও টমের মতন হন!

এখন, এইভাবে ভাবুন – যদি আপনি ১৯৭১ বা ১৯৭২ সালে গোল্ডেন গেট সেমিনারীতে থাকতেন তবে কী হত? কি হত যদি আপনি সেখানে অন্য কোন মন্ডলী থেকে আসতেন, বা যদি আমি আপনার পালক না হতাম? এখন চিন্তা করুন! যখন আমি সেইসব অধ্যাপকদের মুখোমুখি বিরোধীতা করেছিলাম যারা বাইবেলকে আক্রমন করেছিলেন তখন কি আপনি আমাকে সমর্থন জানাতেন? এখন ভাবুন! আপনি কি আমাকে সমর্থন করতেন? অথবা আপনি "শান্তভাবে" বিষয়টিকে গ্রহণ করতেন আর বিতর্ক থেকে দূরে সরে থাকতেন? চিন্তা করুন!

এখন, আপনি যদি নিজের প্রতি সৎ হন, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ একথা স্বীকার করবেন যে আপনি শান্ত এবং দূরে চলে গেছেন। তা সত্ত্বেও, আপনি চাইবেন আপনার ডিগ্রী, এবং "হেইমারস্'র একজন অনুসরনকারীর" তকমা ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে আসতে, চাইবেন না কী? যে পথে আপনি এখন আছেন সেখান থেকে আপনি হঠাৎ করে পরিবর্তিত হতে পারবেন না, এবং খ্রীষ্টের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হতে পারবেন না, আপনি পারবেন কী? চিন্তা করুন! আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের মধ্যে যারা বাইরে এবং ভিতরে এলোমেলোভাবে অনুসন্ধান ঘরে রয়েছেন, তারা ঐ উদারপন্থী সেমিনারীতে আমার পক্ষ অবলম্বন করতেন না। না, আপনি বর্তমানে যেমন শান্ত এবং গতানুগতিক আছেন ঠিক তেমনই থাকতেন! আপনাকে তাদের সঙ্গেই যোগ দিতে হত যারা বলেন,

"লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

৩। তৃতীয়, সেখানে তারা তাদের মুখ অবহেলায় খ্রীষ্ট থেকে আচ্ছাদিত করে।

আপনি দীর্ঘ সময় ধরে আপনার মুখকে যীশু থেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। আমি যীশুর বিষয়ে প্রচার করি বা না করি সেই বিষয়ে আপনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না। যদি আমি এখন মনোবিদ্যার বিষয়ে বলি তবে আপনি চেয়ারে সোজা হয়ে বসবেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। যদি আমি রাজনীতির বিষয়ে বলি তবে আপনি আপনার চেয়ারের সামনের দিকে এমন ঝুঁকে পরবেন যাতে আপনি সব শব্দ শুনতে পান। মাঝে মাঝে আমি ভাববাণীর উপর প্রচার করি, তখন আপনি আপনার পূর্ণ মনোযোগ প্রচারের প্রতি দেন। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি যখন স্বর্গের বিষয়ে বলেছিলাম, তখন আপনারা সকলে পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে সেটা শুনেছিলেন, কারন সেটা আপনাদের কাছে নতুন এক বিষয় ছিল। কিন্তু যখন আমি সুসমাচারের প্রতি ফিরে আসি, তখন আপনাদের চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে। যখন আমি যীশুর বিষয়ে প্রচার করি তখন আপনারা সব আগ্রহ বা কৌতূহল হারিয়ে ফেলেন! আপনি আগ্রহ ফেলেন না কী? আগ্রহ ফেলেন না কী?

আপনার মতন যুবক ব্যক্তিরা কলেজে অধ্যয়নের জন্য অনেক সময় ও কর্মশক্তি ব্যয় করেন। আপনারা ঘন্টার পর ঘন্টা অধ্যয়ন করেন যাতে শ্রেনীতে ভাল ফল করতে পারেন। আপনি পড়াশোনা করার জন্য সকাল সকাল উঠে পড়েন। আপনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত্য পড়াশোনা করেন। আপনি এইরকম করার জন্য আমি খুশী হচ্ছি কারন আপনি যদি এখন বিদ্যালয়ে ভাল ফল না করেন তবে আপনি আপনার পেশার ক্ষেত্রেও ভাল ফল করতে পারবেন না। বিদ্যালয়ে কঠোর অধ্যয়ন করার জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আপনি কখনো প্রথাগত বাইবেল অধ্যয়নের জন্য অথবা এই প্রচার, যেগুলি ছাপিয়ে আপনাকে প্রতি রবিবারে দেওয়া হয়ে থাকে, অধ্যয়নের জন্য এক ঘন্টার পর আর স্থির থাকেননি। এমনকী আপনি কখনো চিন্তা করেননি যে খ্রীষ্টের বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য এক ঘন্টা আগে উঠব, যিনি আপনার পাপপূর্ণ আত্মার পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

আপনার কাছে মনে হয় জগতের আর সমস্ত জিনিষ বেশী গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টের তুলনায়, যিনি আপনাকে ভালবাসেন এবং যিনি আপনার জন্য স্বর্গে প্রার্থনা করছেন।

এমনকী এই মন্ডলীতে, যখন আমি যীশুর বিষয়ে প্রচার করি, তখনও আপনি আপনার মনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেন সেই সব বিষয়ের প্রতি যেগুলি মনে হয় আপনার কাছে তাঁর চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন আপনি অনুসন্ধান ঘরে আসেন, তখনও আমি আপনাকে যীশুর বিষয়ে কোন কথা বলতে শুনি না। আপনি আপনার নিজের বিষয়ে কথা বলেন, কিন্তু আমি আপনাকে যীশুর বিষয়ে কথা বলতে শুনি না। আমি মাঝে মাঝে আপনাকে তত্ব এবং বাইবেলের পদের বিষয়ে বলতে শুনি, কিন্তু যীশুর নিজের বিষয়ে আপনাকে কথা বলতে আমি শুনি না! তিনি আপনার চিন্তার মধ্যে নেই। বেশীর ভাগ সময়েই আপনি শুধু যা অনুভব করেন – বা করেন না সেই বিষয়েই কথা বলেন! আপনি নিজের নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য এক অনুভূতির অনুসন্ধান করেন, কিন্তু যীশুর অনুসন্ধান করেন না। আপনি আপনার নিশ্চয়তার অভাবের কথা বলেন, কিন্তু আপনি পরিত্রাতার বিষয়ে কথা বলেন না, যিনি হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি আপনার পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দিতে পারেন! আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ চিন্তা করেন যে, "আমার ভগ্ন হৃদয় নাই।" আমি আপনাদের বলছি, "ভগ্ন হৃদয়ের দিকে দেখবেন না, যীশুর দিকে দেখুন!" কিন্তু যখন আমি তাঁর নাম উল্লেখ করি আপনার চোখদু'টি জ্বলজ্বল করে ওঠে, আর আপনি চিন্তা করেন, "আমার গভীর অনুভূতির প্রয়োজন আছে। আমার এই অনুভূতির প্রয়োজন যে আমি পরিত্রাত!" আমি বলি যে, "না, আপনাদের সকলের প্রয়োজন যীশুকে।" কিন্তু যখন আমি তাঁর নাম উল্লেখ করি আপনারা সবাই তৎক্ষনাৎ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। আমি বলি, "এখন যীশুর দিকে দেখুন, আপনার জন্য ক্রুশের উপরে রক্তমোক্ষনরত।" কিন্তু আপনি ফিরে তাকাচ্ছেন সেই নিজের দিকেই। আপনি নিজের ভিতরের এক অনুভূতিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন! আমি আপনার দৃষ্টিকে আপনার নিজের দিক থেকে সরিয়ে যীশুর দিকে নিয়ে যাওয়াতে পারছি না! আমি উদ্ধৃত করছি সেই ভাববাদীকে যিনি বলেছিলেন, "সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর যাবৎ তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ডাক যাবৎ তিনি নিকটে থাকেন" (যিশাইয় ৫৫:৬)। কিন্তু আপনি আপনার অনুভূতির অথবা আবেগের অন্বেষণ করছেন যীশুর অন্বেষন করার ছেড়ে দিয়ে, যিনি আপনাকে এতটা ভালবাসেন!

"লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করেন" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

আমি আপনাদের বলব যে আপনি আপনার মুখকে যীশুর দিক থেকে ফিরিয়ে নেওয়া বন্ধ করুন। যে মূহুর্তে আপনি যীশুর প্রতি ফিরবেন, তিনি নিজে আপনাকে উদ্ধার করবেন। আপনি সম্ভবতঃ পরিত্রাত হয়েছেন তা "অনুভব" করবেন না। সেই দিনটি যেদিন আমি যীশুর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছিলাম, আমি "অনুভব" করিনি যে আমি পরিত্রাণ পেয়েছি। এমনকী বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আমি জানতাম না যে আমি সেই দিনটিতেই পরিত্রাণ পেয়েছিলাম। আমি শুধু সেই দিনটিতে জেনেছিলাম যীশুকে! আমি তাঁর উপর আগেই বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু সেই দিনটিতে – আমি শুধু বলতে পারি যে – যীশু সেখানে ছিলেন! এটা ছিল খুবই প্রাথমিক এক বিশ্বাস, কিন্তু সেটা ছিল যীশুর উপরে বিশ্বাস, খুব সরল, খুব প্রারম্ভিক – কিন্তু ইনি ছিলেন যীশু!

পাষ্টার উমব্রান্ড যখন প্রচারের জন্য কারাগারে ছিলেন তিনি অনেক লোককে খ্রীষ্টের জন্য কম্যুনিষ্টদের দ্বারা অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করতে দেখেছিলেন। তিনি এটাও দেখেছিলেন যে অনেক কারাবন্দী, এবং এমনকী কম্যুনিষ্ট রক্ষীরাও, যীশুতে বিশ্বাস করত। পাষ্টার উমব্রান্ড বলেছিলেন,

> কোনসময়ে একজন বিশ্বাসে পৌঁছাইয়াছিল – *যদিও খুব প্রারম্ভিক বিশ্বাস* – এই বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং সম্প্রসারিত হয়। আমরা নিশ্চিত যে ইহা জয়ী হইবে কারন উমব্রান্ড মন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে ইহা জয়ী হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট এবং অন্যান্য "বিশ্বাসের শত্রু"গণকে খ্রীষ্ট

ভালবাসেন। তাহারা খ্রীষ্টের জন্য পারিবেন এবং অবশ্যই জয়ী হইবেন (Wurmbrand, ibid., p. 115)।

সেই দস্যু যে ক্রুশের উপর যীশুর পাশে মারা গিয়েছিল সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিত্রাণ পেয়েছিল। সে খুব কমই জানত। পাষ্টার উমব্রাণ্ডের শব্দ ব্যবহারের পক্ষে, তার বিশ্বাস ছিল খুবই "প্রারম্ভিক।" কিন্তু যে মূহুর্তে সে তার হৃদয়ে যীশুকে বিশ্বাস করেছিল সে পরিত্রাণ পেয়েছিল। আর সেই পরিত্রাতা তাকে বললেন, "অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সহিত উপস্থিত হইবে" (লূক ২৩:৪৩)। আমার কাছে এটা মনে হয় যে আজ সকালে সম্ভবতঃ কেউ একজন এখানে আছেন যিনি অন্ততঃ যীশুতে বিশ্বাস করতে পারেন সেইভাবে যেমনভাবে সেই দস্যুটি বিশ্বাস করেছিল। এটা হতে পারে খুব সাধারন, "প্রারম্ভিক" বিশ্বাস, কিন্তু আপনি যদি যীশুতে খুব অল্প পরিমানে বিশ্বাস করে থাকেন, কোন প্রমাণের জন্য নিজের দিকে না তাকিয়ে, শুধুমাত্র যীশুতে বিশ্বাস করে এবং সেভাবেই, কোন রকম আত্মবিশ্লেষণ ছাড়া সেখানেই সেই অবস্থাতেই শেষ অবধি থাকেন, তবে যীশু আপনাকে উদ্ধার করবেন। যীশুর প্রতি সরল, দূর্বল, "প্রারম্ভিক," শিশু-সুলভ বিশ্বাস – এইগুলিই কেবল আপনার দরকার। এমনকী একবারের জন্যও আপনি আপনার নিজের দিকে তাকাবেন না। এমনকী একবারের জন্যও কোনরকম অনুভূতির দিকে দেখবেন না। সরলভাবে শুধু যীশুর দিকে দেখুন এবং সেই অবস্থাতেই থাকুন। অন্য কোন কিছুর সঙ্গে এটা মিলিয়ে ফেলবেন না। এটা পরীক্ষা করে দেখতে যাবেন না। এটা বিশ্লেষণ করবেন না। কেবলমাত্র যীশুতে বিশ্বাস করুন আর সেই অবস্থাতেই একে ছেড়ে দিন। অবশিষ্ট সব কিছু যীশু নিজেই করবেন। এমনকী আপনি যখন ঘুমিয়ে থাকেন, তখনও যীশুতে বিশ্বাসের এই বীজ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই যীশুতে বিশ্বাস করতে হবে – খুব স্বল্পভাবে, খুব সরলভাবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে, এবং খুব প্রারম্ভিকভাবে। আপনি সেইটুকুই যীশুতে বিশ্বাস করতে পারেন। আপনি তাঁর কাছে যেতে পারেন, এবং আপনার নিজস্ব অনুভূতির নিশ্চয়তা পরীক্ষা করে দেখা ছাড়াই, সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন। যীশুর সঙ্গে সেটা ছাড়ুন। তখন, এমনকী যখন আপনি রাত্রে ঘুমান, এই বিশ্বাসের বীজ, যেমন পাষ্টার উমব্রান্ড বলেছেন, "সম্প্রসারিত হয় ও বৃদ্ধি পায়।" আপনার সর্বসাকুল্যে প্রয়োজন হল যীশুতে এক খুবই দূর্বল, প্রারম্ভিক এবং তরঙ্গায়িত বিশ্বাস! মিঃ গ্রিফিত যে গানটি গাইলেন সেটি আবার শুনুন। কোনরকম অনুভূতি ছাড়াই, যীশুতে সরল, প্রারম্ভিক বিশ্বাসের কথা এর মধ্যে দিয়ে বলা হচ্ছে!

আমার আত্মা হয় অন্ধকার, আমার হৃদয় হয় কঠিন –
আমি দেখতে পারি না, আমি অনুভব করতে পারি না;
আলোর জন্য, জীবনের জন্য, আমি অবশ্যই আবেদন করি
যীশুর প্রতি সহজ সরল বিশ্বাসে।
("In Jesus" by James Procter, 1913).

আপনি যদি চান আমরা আপনার সাথে প্রার্থনা করব। প্রকৃত খ্রীষ্ট বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই। শুধু নিজের আসন ছেড়ে উঠুন এবং এখনি অডিটোরিয়ামের পিছনে চলে যান। ডঃ কাগন আপনাকে প্রার্থনার জন্য এক নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবেন। আপনি যান আর ততক্ষন আমি সেই গানটি আবার গাই।

সহস্র উপায়ের চেষ্টায় আমি ব্যর্থ
আমার ভয় চূর্ণ হয়েছে, আমার আশা জাগ্রত হয়েছে;
কিন্তু আমার যা প্রয়োজন, বাইবেল বলে,
তা চিরকালের, শুধু যীশু।

আমার আত্মা হয় অন্ধকার, আমার হৃদয় হয় কঠিন –
আমি দেখতে পারি না, আমি অনুভব করতে পারি না;
আলোর জন্য, জীবনের জন্য, আমি অবশ্যই আবেদন করি
যীশুর প্রতি সহজ সরল বিশ্বাসে।
("In Jesus" by James Procter, 1913).

ডঃ চ্যান, অনুগ্রহ করে আসুন এবং যারা সাড়া দিয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। আমেন।

রূপরেখা

যীশুতে সরল বিশ্বাস

(যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের উপর উদ্দীপনার পঞ্চদশ প্রচার)

লেখক : ডঃ আর. এল. হাইমার্স, জুনিয়র।

"লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে" (যিশাইয় ৫৩:৩)।

(যিশাইয় ৪৯:৭; যোহন ১৫:১৮)

১। প্রথম, সেখানে যারা সম্পূর্ণ ঘৃণায় খ্রীষ্ট থেকে তাদের মুখকে আচ্ছাদন করে, যিশাইয় ৫৩:৩ ।

২। দ্বিতীয়, সেখানে গতানুগতিকতার দ্বারা তারা খ্রীষ্ট থেকে তাদের মুখ আচ্ছাদিত করে, যিশাইয় ৫৩:৩ ।

৩। তৃতীয়, সেখানে তারা তাদের মুখ অবহেলায় খ্রীষ্ট থেকে আচ্ছাদিত করে, যিশাইয় ৫৫:৬; ৫৩:৩; লূক ২৩:৪৩ ।